উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রেকর্ড, ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি পেরিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে এখন গানের বিস্তার। কিন্তু পুজোর গান? বাংলা গানের সেই স্বর্ণযুগের মতো? প্রশ্নটা থমকে দেয়। অতীতের নিরিখে বর্তমানকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা এবারের প্রচ্ছদে।

গানের শরৎ

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

আবার একলাখি গাড়ি!

এবার এই রাজ্যেই একলাখি চার চাকার গাড়ি প্রস্তুত করার আশ্বাস দিল হুগলির চুঁচুড়ার এক শিল্প সংস্থা। শনিবার ওই সংস্থা ইলেক্ট্রিক তিন চাকার গাড়ি বাজারে আনে। ৫

১০২ বছরে মাউন্ট ফুজি জয়

১০২ বছর বয়সে ফুজি শৃঙ্গ জয় করে তাক লাগিয়ে দিলেন জাপানের কোকিচি আকুজাওয়া। তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ, যিনি পা রাখতে পেরেছেন জাপানের সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ায়। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩২°	২৫°

খালিস্তানিদের মুক্তাঞ্চল কানাডা

ভারতবিরোধী খালিস্তানপন্থী জঙ্গিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে কানাডা। সদ্য প্রকাশিত একটি রিপোর্টে একথা খোলাখুলি স্বীকার করেছে কানাডার অর্থমন্ত্রক। ১০

শিলিগুড়ি ২১ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 7 September 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 111

আশা ও নিরাশার দোলাচলে আজ এসএসসি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আট বছর পর রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছে। শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের কাছে যা অনেক বড় সুযোগ। তবে পরীক্ষায় বসার আগের দিনও নানা প্রশ্ন পিছুতাড়া করছে চাকরিপ্রার্থীদের। যে এসএসসির দুর্নীতি ও কর্তব্যে গাফিলতির কারণে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন সেই এসএসসি কর্তৃপক্ষ আদৌ স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে কি না বা পরীক্ষা সম্পন্ন করলেও নিয়োগ হবে কি না অথবা সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশই বা কী হবে ইত্যাদি বহু প্রশ্নের ভিড়েই রবিবার তিন লক্ষাধিক এবং পরের রবিবার অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর আরও প্রায় আড়াই লক্ষ চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবেন। ফলে এবারের পরীক্ষা অনেকটা ছোটগল্পের মতোই। শেষ হয়েও যেন শেষ হচ্ছে না।

শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার দাবিতে দীর্ঘদিন থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থী শংকর সামন্ত। ধর্মতলায় ধনাতেও বসেছেন বারে বারে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

সুইসাইড নোটে মানসিক চাপের ইঙ্গিত

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু কিশোরীর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আমির খান, আর মাধবন অভিনীত 'থ্রি ইডিয়টস' কিংবা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'চলো পালটাই' সিনেমায় দর্শক দেখেছেন মাত্রাতিরিক্ত চাপের পরিণতি কী ভয়ংকর হতে পারে। প্রথমটিতে দেওয়ালে 'আই কুইট' লিখে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হওয়া এবং তাঁর শেষকাজে গিয়ে প্রিন্সিপালকে আমিরের বলা 'এটা আত্মহত্যা নয়...' সংলাপটি সাড়া ফেলেছিল। শিক্ষাবিদ থেকে মনোবিদ- প্রত্যেকের পরামর্শ, কোনও বিষয় নিয়েই অত্যধিক চাপ দেওয়া উচিত নয় বাচ্চাদের। অন্যের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভারে যেন না চাপা পড়ে যায় কুঁড়ি। তাদের মনের কথা গুরুত্ব দিয়েই শোনা উচিত বাবা-মায়ের।

শিলিগুড়ির কদমতলা সংলগ্ন একটি আবাসনের আটতলার ছাদ থেকে নীচে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। শনিবার সকালের ঘটনা। ওই কিশোরী কদমতলার বিএসএফ সিনিয়ার সেকেন্ডারি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ত। মৃত সরলা ঠাকচনের (১৪) মা বিএসএফ-এ কর্মরত। কোয়ার্টারেই থাকত ওই পরিবার। স্থানীয়রা সরলাকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রহস্য আরও বাড়িয়েছে ওই ছাত্রী যে ছাদে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া কয়েকটি সুইসাইড নোট। সবক'টি পড়লে প্রাথমিক ধারণা হয়, কোনওরকম চাপ ছিল তার ওপর। এর আগে অন্য একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ত সে। সদ্য কদমতলার বিদ্যালয়টিতে ভর্তি হয়েছে। স্কুল সূত্রেই জানা গিয়েছে, নবম শ্রেণিতে দ্বিতীয়বার পড়ছিল সে। তবে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় বলে প্রতিটি নোটে উল্লেখ করেছে সরলা। নোটগুলো যাতে হাওয়ায় উড়ে না যায়, সেজন্য হাতঘড়ি এবং বই চাপা দিয়ে রাখা ছিল। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। লিখিত অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত চলছে। কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এই আবাসনে কেন এসেছিল সরলা, তা নিয়েও ধন্দ বাড়ছে।

পুলিশ ওই কমপ্লেক্সের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, কিশোরী একা ওই গেট দিয়ে ঢুকে ভেতরে গেল। নিরাপত্তারক্ষীও তাকে আটকাননি। তবে ছাদ সিসিটিভির নজরদারির আওতার বাইরে। শিলিগুড়ি পুলিশের এসিপি (পশ্চিম) দেবাশিস বোসের বক্তব্য, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, নিজেই ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে মেয়েটা। সুইসাইড নোট মিলেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।' সরলার বর্তমান স্কুলের প্রিন্সিপাল ভাবনা মিশ্রর কথায়, 'বাচ্চাটা হাসিখুশি ছিল। আজ স্কুলে আসেনি। পরে শুনি, এই ঘটনা। কিছুদিন আগেই তো আমাদের স্কুলে ভর্তি হল।'

এদিন সকাল নয়টা নাগাদ স্নানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আবাসনের এক বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ ঠাকুর।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছাত্রীর দেহ।

জটিল রহস্য

- কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে একা আবাসনে ঢুকে আটতলার ছাদে উঠেছিল মেয়েটা
- চারটি নোট মিলেছে, প্রতিটিতে মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় লেখা
- অথচ একটি নোটে উল্লেখ, সে সবার চাহিদা পূরণ করতে পারছে না
- সম্প্রতি স্কুল বদল করেছে, নবম শ্রেণিতে দ্বিতীয়বার পড়ছিল সে
- নোট যেন না ওড়ে, তাই চাপা দেওয়া ছিল ঘড়ি ও বই

আবার কি এক হবে 'বন্ধুত্বের হাত'? চর্চা বিশ্বজুড়ে। -ফাইল চিত্র

ট্রাম্পের মন্তব্যে মোদির প্রশংসা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : ঘনঘন ভোল বদল। ভারত, আমেরিকা উভয় দেশেরই। মাত্র একদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আক্ষেপ করেছিলেন 'চিনের গভীরতম অন্ধকারে ভারত ও রাশিয়া হারিয়ে' যাচ্ছে বলে। সম্পূর্ণ উলটো সুরে শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক মোটেই শেষ হয়ে যায়নি। বরং আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ব্যক্তিগত সখ্যর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি।

হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় না, আমরা ভারতকে হারিয়ে ফেলেছি। মোদি এখনও আমার বন্ধু। কিন্তু আমি খুব হতাশ। কারণ রাশিয়া থেকে তেল কিনছে ভারত।' মার্কিন 'বন্ধু'র এই মন্তব্যের পর কিছুটা বদলে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও। গত কয়েকদিন ধরে আমেরিকার নাম উচ্চারণ না করে নয়াদিল্লি বার্তা দিচ্ছিল, কারও ভরসায় ভারতের অর্থনীতি আটকে থাকবে না।

ট্রাম্পের ভোল বদলের পর শনিবার সকালে মোদি এক্স পোস্টে লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি ও আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ওঁর ইতিবাচক বক্তব্যের প্রশংসা করছি। আমরা সম্পূর্ণ এর প্রতিদান দেব।' ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত ও আমেরিকার মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক, ভবিষ্যৎমুখী ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে।' দু'পক্ষের এমন অবস্থান পরিবর্তনে জল্পনা উসকে উঠেছে যে, তবে কি দুই দেশের সম্পর্কে বরফ গলতে শুরু করেছে?

যদিও ট্রাম্প ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'ভারতের ওপর আমরা ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছি। সেটা খুব বড় অঙ্কের শুল্ক।' একইসঙ্গে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন ভারতের পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে। শুক্রবার নতুন আদেশনামায় ট্রাম্প কিছু পণ্যকে শুল্কমুক্ত করেছেন। যদিও ওই আদেশনামায় সরাসরি ভারতের উল্লেখ নেই। জানা গিয়েছে, আমেরিকায় উৎপাদিত হয় না- এমন ৪৫টি পণ্যে আর শুল্ক রাখছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

৪৫ পণ্যে শুল্ক ছাড়ে বরফ গলার জল্পনা

এই ছাড়ের সুবিধা সেইসব দেশ পাবে, যারা ইতিমধ্যে আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক বা বাণিজ্য চুক্তি সই করেছে। শুল্ক ছাড়ের তালিকায় রয়েছে সোনা, ইউরেনিয়াম, গ্রাফাইট, বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ধাতুর পাশাপাশি ওষুধও। যে ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে আমেরিকা আমদানি করে থাকে ভারত থেকে। ট্রাম্পের ওই আদেশনামার পর সমাজমাধ্যমে মোদির তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট, 'ভারত-আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক যথেষ্ট মজবুত। ভবিষ্যতে সম্পর্কটা একইরকম থাকবে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ম্যাক্সিক্যাব বন্ধ আজও, শঙ্কায় চাকরিপ্রার্থীরা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবারের পর শনিবারেও অচেনা ছবি চোখে পড়ল শহরের রাজপথে। শিলিগুড়ির রাস্তায় বেরোলে সারিসারি সিটি অটোর দেখা মেলে। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত যেতে গণপরিবহণের অন্যতম মাধ্যম ওই ম্যাক্সিক্যাবগুলো। অথচ যাত্রী তোলা নিয়ে টোটোর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে দুইদিন ধরে কর্মবিরতি পালন করছেন চালকরা। প্রশাসন এবং সংগঠনের তরফে কথা বলে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হওয়ার বার্তা দেওয়া হলেও কোনওপক্ষ আর এগোয়নি। তাই সমাধানসূত্র রয়ে গিয়েছে অধরা।

দুইদিনে চূড়ান্ত ভোগান্তি পোহাতে হল যাত্রীদের। আশঙ্কা বাড়ছে এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। রবিবার রাজ্যজুড়ে পরীক্ষায় বসতে চলেছেন প্রায় তিন লক্ষ ছেলেমেয়ে। শিলিগুড়িতে ১৬টি কেন্দ্র রয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি বাইরে থেকেও অনেকে আসবেন। প্রশ্নপত্র কেমন হবে কিংবা বিতর্কমুক্ত থাকবে কি না প্রক্রিয়া ইত্যাদির থেকেও বেশি রাস্তায় বেরিয়ে সঠিক সময়ে গাড়ি পেয়ে সঠিক সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছানো নিয়ে ভাবাচ্ছে তাঁদের।

ম্যাক্সিক্যাবচালকরা সাফ জানিয়েছেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে তাঁরা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামবেন না। এদিন রাত পর্যন্ত আশার আলো দেখা যায়নি। তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত, রবিবারও কর্মবিরতি চলবে। শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পরীক্ষারকেন্দ্র রয়েছে। সিটি অটোর কর্মবিরতির সুযোগ নিয়ে টোটো সহ অন্য গাড়িচালকদের চড়া ভাড়া হাঁকানোর আশঙ্কা প্রবল।

সকাল ১০টা থেকে রিপোর্টিং টাইম। ১২ থেকে শুরু পরীক্ষা, চলবে দেড়টা পর্যন্ত। শক্তিগড়ের বাসিন্দা আদিত্য দাস এসএসসি'র পরীক্ষায় বসবেন। তাঁর কেন্দ্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। অন্তত ৪৫ মিনিট আগে বাড়ি থেকে বের হতে হবে। বলছিলেন, 'হাতে বেশি সময় নিয়েই বের হওয়া উচিত। আমার স্কুটার খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম, ম্যাক্সিক্যাবে যাব। এখন শুনছি, কর্মবিরতি চলছে। এখন হয় টোটো বারবার পালটে যেতে হবে, নয়তো রিজার্ভ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ২৫০-৩০০ টাকা ভাড়া পড়বে। আর নয়তো বাইক ট্যাক্সি ভরসা। তাতেও খরচ বেশি। বাসে করে যাওয়াতে ঝক্কি। পরীক্ষার আগের দিন এসব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।'

এদিন সকাল থেকে মাল্লাগুড়িতে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এনজেপি-ফুলবাড়ি ম্যাক্সিক্যাব অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কর্মবিরতিতে শামিল হন চালকরা। গাড়িতে ছিল বিভিন্ন বার্তা লেখা প্ল্যাকার্ড। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সমস্যা মেটানোর আর্জি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কখনোই তাঁদের সঙ্গে বসে বিস্তারিত আলোচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই এবার আর তাঁরা প্রশাসনের কাছে যাবেন না, বরং প্রশাসন ডাকুক তাঁদের।

সুকনা-শিলিগুড়ি ম্যাক্সিক্যাব রুটের ইউনিট সম্পাদক জ্যোতিপ্রকাশ সোনি সহ একাংশের অভিযোগ, কিছু পুলিশকর্মী তাঁদের তাচ্ছিল্য করেছেন। অপমান করা হয়েছে পেশাকে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

মাল্লাগুড়িতে ম্যাক্সিক্যাবচালকদের বিক্ষোভ। শনিবার।

এডিশন স্পেশাল

এআইয়ের হাতে কি বেকার হবে বিশ্ব?

দশের পাতায়

গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে সিনকারাজ

উনিশের পাতায়

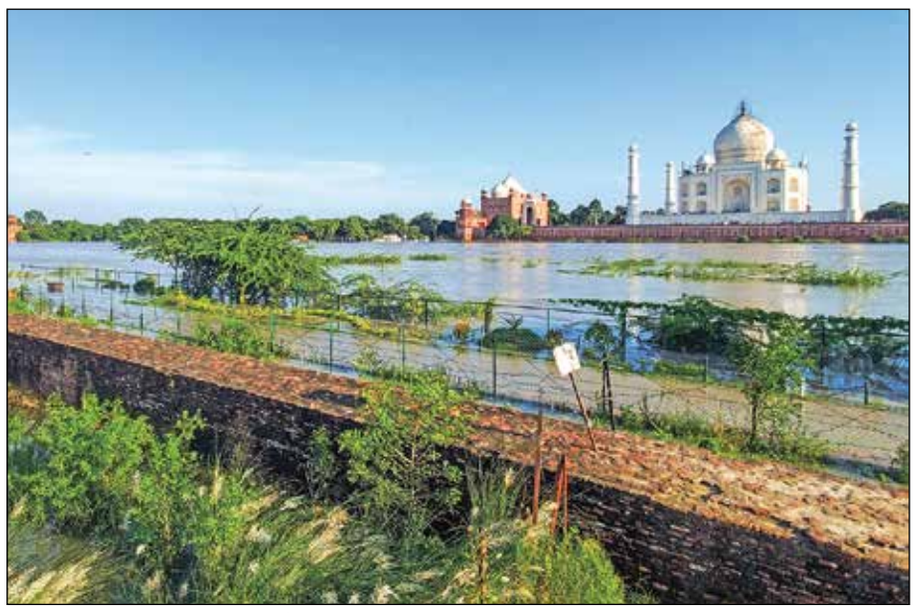

ফুলেফেঁপে উঠেছে যমুনা। তার সাক্ষী থাকছে তাজমহল। আগ্রায় শনিবার।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পুজোর আগে জমজমাট জুয়ার আসর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে ইসলামপুর শহরে শুরু হয়ে গিয়েছে জুয়ার রমরমা কারবার। বিশেষ করে জুয়ার ঠেকে দিনপ্রতি '১০ শতাংশ সুদে' সিন্ডিকেট ফিন্যান্স চক্র পুরসভার কাউন্সিলারদের একাংশের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বস্বান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এমনকি জুয়ায় নিঃস্ব হয়ে আত্মহত্যা করার ঘটনাও ঘটছে। নেতারা বলছেন, পুলিশ প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্ত বলছে, একশ্রেণির রাজনৈতিক দাদাদের ছত্রছায়াতেই জুয়াড়িদের এমন বাড়বাড়ন্ত। এমনকি পুলিশের একাংশের 'নিষ্ক্রিয় ভূমিকা' নিয়েও জনপ্রতিনিধিরা প্রশ্ন তুলেছেন। সঙ্গে ফিন্যান্স সিন্ডিকেটের টাকা তোলা গ্যাং-ই ভয়ের কারণ বলে শহরে জোর চর্চা চলছে। জুয়াকে কেন্দ্র করে এই টাকার লেনদেন শহরের আইনশৃঙ্খলাকে যে কোনও সময় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে পারে বলে বিভিন্ন মহল আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কথায়, এরপর চোদ্দোর পাতায়

বোধনের আগেই বিসর্জনের সুর জয়ন্তীতে

বক্সায় বাঘ আসবে বলে স্থানান্তর হবে গোটা গ্রাম। ফলে পরের বছর আর হয়তো হবে না পুজো। হয়তো এ বছরই চলে যেতে হবে গ্রাম ছেড়ে। তাই বোধনের আগেই বিসর্জনের সুর ভাসছে জয়ন্তীর জলে।

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : হোমস্টেতে বসে শোনা যায় ঢাকের শব্দ। দেখা যায় ধুনুচি নাচ। চাইলে আপনিও এবার শামিল হতে পারবেন জয়ন্তীর দুর্গাপুজোয়। পুজোর ছুটিতে বক্সা ঘুরতে এলে জয়ন্তীর মিলনি সংঘের দুর্গাপুজো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন পর্যটকরা। এবারও সেই সুযোগ মিলবে।

কিন্তু আগামী বছর? স্থানীয়দের পাশাপাশি বনজঙ্গল, পাহাড়ঘেরা জয়ন্তীর এই দুর্গাপুজো নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটকদের মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে। এবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করলেও কোথায় যেন একটা আশঙ্কা কাজ করছে জয়ন্তীবাসীর। পরের বছর আর হয়তো হবে না পুজো। হয়তো

এ বছরই চলে যেতে হবে গ্রাম ছেড়ে। তাই বোধনের আগেই বিসর্জনের সুর ভাসছে জয়ন্তীর জলে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের গভীরে থাকা অন্যতম ছবির মতো গ্রাম জয়ন্তী। বাঘের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে এখন বক্সায় কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই জয়ন্তীর উলটো পাশে থাকা ভুটিয়াবস্তিকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। সরানো হয়েছে গাঙ্গুটিয়াকেও। এবার নাকি পালা জয়ন্তীর। বন দপ্তরের দাবি, ইতিমধ্যেই জয়ন্তীর বেশিরভাগ বাসিন্দা গ্রাম ছেড়ে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় রাজি হয়েছেন। যে কয়েকটি পরিবার সহমত হয়নি, তাদেরও বোঝানোর পালা চলছে। তাই এখানকার বাসিন্দাদের আশঙ্কা, আগামী বছর পুজো আসার আগেই হয়তো তাঁদের জয়ন্তী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবারই জয়ন্তীতে শেষবারের মতো পুজোর আয়োজন হতে চলেছে। সেই কারণেই এবারের পুজোকে স্মরণীয় করে রাখতে এখন থেকে ব্যবস্থা করছেন উদ্যোক্তারা।

পুজোর জন্য সাজছে দুর্গাদালান। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মকবুলের নৈবেদ্য দিয়েই অষ্টমীর ভোগ পান মা

সম্প্রীতির পুজো

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : অষ্টমী পুজোর ভোগের জন্য পায়েসের দুধ বা বলির চালকুমড়ো আসে তাঁর বাড়ি থেকেই। পুজোর ঘট ধোয়া বা ফুল-বেলপাতা সংগ্রহ সবেতেই তিনি। তিনি মকবুল হুসেন। ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে পুজোর জোগাড়ের কাজে অবিচ্ছেদ্য এক মানুষ। তাঁকে ছাড়া ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দানের সর্বজনীন দুর্গাপুজোর কথা ভাবাই যায় না। বেলতলায় গোবর লেপে সাফ করা বা পুজোর জন্য পদ্ম ফুল-দূর্বা সহ অন্যান্য উপকরণ নিয়ে আসা, সবেতেই মকবুল। তাঁর কথায়, 'যতদিন বেঁচে আছি এই পুজোর সঙ্গে আমি জড়িয়ে থাকব। আমার কাছে আল্লা আর ভগবানের কোনও পার্থক্য নেই।' পুজোর উদ্যোক্তা তাপস ভদ্র, অশোক দত্ত, শৈলেন রায়ের কথায়, প্রতি বছর পুজোর সময় আমরাও মকবুলকে ছাড়া অন্য কাউকে পুজোর কাজে ভাবতে পারি না।

দুর্গাবাড়ির পুজো ময়নাগুড়ি শহরের সব থেকে প্রাচীন পুজো। এবার ১৩৫তম বছরে পড়ল এই পুজো। জাঁকজমকহীন, কিন্তু ঐতিহ্যে আর উজাড় করা

ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি মণ্ডপে মকবুল হুসেন।

ভালোবাসার গন্ধ জড়িয়ে এখানে। মকবুলের নামও সেভাবেই জড়িয়ে গিয়েছে এই পুজোর সঙ্গে। ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দানের এক কোণে রয়েছে স্থায়ী ঠাকুরদালান। সেখানে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী বিকাশ রায়। তার পাশেই বেলতলা। পুজো এগিয়ে আসতেই মকবুলেরও দেখা মিলছে দুর্গাবাড়ি চত্বরেই। মন্দির পরিষ্কার করা, বেলতলার আগাছা সাফাইয়ের কাজও শুরু করেছেন মকবুল। ওই বেলতলাতেই মায়ের বোধন হয়। পুজোর আগে গোটা মন্দির চত্বর নিজের হাতেই পরিষ্কার করেন। তারপর পুজো শুরু হয়। পুরোহিতের নানান কাজেও সহযোগিতা করেন তিনি। পুজোর সামগ্রী জোগাড়ের দায়িত্বও তাঁর কাঁধেই। প্রায় ৩০ বছর ধরে এমনটাই চলে আসছে এই পুজোয়। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ঝুলন দে বলেন, 'যত দিন মকবুল এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান থাকবেন। আমরা কোনওদিনই ওঁকে বাধা দেব না।'

অষ্টমী পুজোর দিন মকবুলের বাড়ির গোরুর দুধ দিয়ে এই মণ্ডপে পুজো হয়। বলির চালকুমড়োও মকবুল বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন। নবপত্রিকা স্নান করানো থেকে শুরু করে এভাবেই কেটে যায় গোটা পুজো। বিসর্জনের দিন নদীতে তলিয়ে যাওয়া ঠাকুরের মুখ প্রতিবার চোখ ভিজিয়ে দেয় মকবুলের। মনে মনে বলেন, আবার এসো মা।

বছর বাহান্নর মকবুলের বয়স তখন বড়জোর পনেরো। সেই সময় নিজেই এই পুজোর কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। ময়নাগুড়ি টেকাটুলি কালীরহাট মোড় লাগোয়া গ্রামে মকবুলের ঘর। মণ্ডপ থেকে বাড়ির দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার। সারাবছর কৃষিকাজ করলেও পুজোয় তা শিকেয় তুলে প্রতিদিন ভোরে মকবুল মণ্ডপে চলে আসেন। তারপর সারাদিন কেটে যায় সেখানেই।

ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ির নাটমন্দিরে খড়ের ওপর এক মেটে-দো মেটে (মাটির প্রলেপ) করে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছেন দশভুজা। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মকবুল বলেন, 'দুর্গাপুজোর কাজ করতে আনন্দই হয়। মা আর খোদার মধ্যে তো কোনও বিরোধ নেই। আমরা কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরি বলুন তো?'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও কাজ এ সপ্তাহে শুরু করলেই সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরোধীপক্ষ আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্য। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। ভাইবোনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন।

বৃষ : কোনও প্রিয়জনের চিকিৎসায় অত্যধিক ব্যয় করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিদীপ্ততা সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠায় জনপ্রিয়তা লাভ করবেন। সন্তানের জন্য গর্বিত হবেন। সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন। সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পাবেন।

মিথুন : বাবার পরামর্শে কোনও জটিল কাজ সম্পন্ন করে স্বস্তি। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে গর্বিত হবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। পথে চলতে এ সপ্তাহে খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তিলাভ। নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকলে কার্যসিদ্ধি হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ।

কর্কট : প্রিয়জনের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। রাগ সংবরণ করুন, নইলে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হবে। কোনও প্রতারকের কথায় বিশ্বাস করে সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে অবিশ্বাস করলে সমস্যায় পড়বেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব থাকলেও তা দ্রুতই স্বাভাবিক হবে।

সিংহ : এ সপ্তাহে নিজের ভুলে বা চরম উদাসীনতায় অহেতুক অর্থব্যয় হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। রাজনীতিকরা নিজের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে কোনও কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না। পারিবারিক শান্তি ফিরে আসবে। অংশীদারি ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। চিকিৎসায় সাফল্য মিলবে।

কন্যা : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য আনন্দ দেবে। ব্যবসার জন্য দূরস্থানে যেতে হতে পারে। জমি ও বাড়ি ক্রয়ের সুযোগ আসবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দলাভ।

তুলা : এ সপ্তাহে সামান্য ভুলের জন্য বড় কোনও ক্ষতি হতে পারে। সতর্ক থাকুন। চলতি ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে পারেন। মা ও বাবাকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে মানসিক আনন্দলাভ। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয়।

বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধির ভুলে অর্থের অপচয় হবে। প্রিয়জনের সুসাংবাদ পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকেও শামিল করুন। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটিয়ে স্বস্তিলাভ। সংগীত ও অভিনয়ের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পাবেন। মায়ের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মতানৈক্য।

ধনু : ব্যবসায়িক কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। সন্তানের জন্য মানসিক চিন্তা থাকবে। কোনও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। নতুন এক আয়ের পথ প্রশস্ত হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ।

মকর : এ সপ্তাহে দীর্ঘদিনের কোনও আশার পূরণ ঘটবে। নতুন আয়ের পথ পাবেন। অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্যে আনন্দলাভ। অতি আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : এ সপ্তাহে ব্যবসার ক্ষেত্রে নানারকম বাধা আসতে পারে। নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গেলে অবশ্যই অভিজ্ঞের পরামর্শ নেবেন। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ দিকটুকু কাটিয়ে আনন্দলাভ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

মীন : নতুন কোনও আয়ের পথ খুলবে। ঋণ এই সপ্তাহে পরিশোধ করতে হবে। প্রতিযোগিতায় সাফল্য মেলায় তৃপ্তিলাভ। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। আপনার উদাসীনতায় কোনও কাজ নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১ ভাদ, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ সুদি, ১৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৮। রবিবার, পূর্ণিমা রাত্রি ১১।৫৭। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১১।১। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ১১।১৪। বিষ্টিকরণ দিবা ১২।৩২ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।৫৭ গতে বালবকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১১।১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ১১।৫৭ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।৩ গতে ১।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৩ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।২১ গতে বায়ুকোণে নৈরঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১১।১ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।৫৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ১।৯ গতে সাধভক্ষণ, রাত্রি ১১।৫৭ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধা ৫।৪৮ গতে রাত্রি ৭।২৪ মধ্যে শ্রীশ্রসত্যনারায়ণব্রত। রাত্রি ১১।৫৭ মধ্যে ভাদ্রীপূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি ও শ্রীশীদেবীর ধুননযাত্রা সমাপণ। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ (ভারতবর্ষে দৃশ্য) মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। তমৃতযোগ-দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 31+/5'-2", B.Sc., (ফ্যাশন ডিজাইনার), কম্পিউটার কোর্স করা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির অভিজ্ঞতা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর সঃ চাঃ/বেঃ সঃ চাঃ/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 9800675250, শীঘ্র বিবাহ। (C/118056)

■ পাত্রী SSC শিক্ষিকা, 42., Gen., নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/শিক্ষক পাত্র চাই। (M) 9679335535. (K)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 28+/5'-6", MBA, পুনেতে Corporate Office-এ কর্মরত, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9547581206. (C/117189)

■ কায়স্থ, ফর্সা, এমএ, 5'-1", ঘরোয়া, শিলিগুড়িতে বাড়ি, পাত্রীর নেশাহীন পাত্র চাই। 7407859693. (C/118202)

■ কায়স্থ, 25/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, নরগণ, H.M.(BA) দুবাই কর্মরত পাত্রীর জন্য বড় শহরে সরকারি/বেসরকারি কর্মরত পাত্র কাম্য। Mobile No. 9064073300, 6297063009 (শিলিগুড়ি)। (C/117953)

■ ব্যবসায়ীর কন্যা, সাহা, ফর্সা, 1997 সাল, H. 5'-2", Eng. Mede. থেকে পড়া Master Deg., সুপাত্র প্রয়োজন। (M) 9434106318, 8967190372. (C/118096)

■ রাজবংশী, 26/5'-6", M.Sc., B.Ed. (Chemistry), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য 'A' Gr./'B' Gr. Govt. Service পাত্র চাই। (M) 9832596963, কোচবিহার। (C/117186)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রী, বয়স 31/5', B.Sc.(H), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 42, সঃ/বেঃ MNC চাকুরে, উত্তরবঙ্গের পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গে বসবাস করে কিন্তু চাকরি করে কলকাতায় পাত্রও কাম্য। (M) 8159967734, 9064161913 (W/A). (C/117472)

■ প্যারাটিচার (প্রাইমারি স্কুল), LIC এজেন্ট, ফর্সা, 35 বছর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, উপযুক্ত, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে বা সচ্ছল ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8350099567. (C/117955)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Ed., M.Sc., বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল শিক্ষিকা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/117958)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., সরকারি চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/117958)

■ নমশূদ্র, 35/5'-4", M.A. English, বাবা ব্যবসায়ী, মা Rtd. রাঃ সঃ Officer, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ন্যূনতম 5'-7", স্নাতক, চাকরিরত বা ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8609955270. (C/117958)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 22/5'-3", B.Sc. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9836935367. (C/117958)

■ 27/5'-4", M.A., B.Ed., হোম টিউটর, সুন্দরী, গান জানা ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734485015. (C/117958)

■ 29/5'-3", M.A., Govt. পদে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য Govt./ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/117958)

■ পাল, 24/5'-4", B.Sc., সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/117958)

■ 29+/5'-4", H.S., BDS, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 8653532785. (C/117958)

■ জলপাইগুড়িতে কর্মরতা প্রাথমিক শিক্ষিকা (2010), 5'-3", কায়স্থ, 35yr. 40 মধ্যে উপযুক্ত স্থানীয় পাত্র চাই। মোঃ 9434179701. (C/117473)

■ রাজবংশী, ইসলামপুর, উঃ দিনাজপুর, 29/5'-2", সুশ্রী, ফর্সা, একমাত্র কন্যা, LLB, পিতা চাকরিজীবী, কোর্টে। সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। শীঘ্রই বিবাহ। 9932906188, 8250873200. (C/117958)

■ বাঙালি, সুন্দরী কন্যা, বয়স ২৫ বছর, গৌরবর্ণা, এমএ, শিক্ষকতা করছেন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এক ভাই, বিটেক অধ্যয়নরত। শীঘ্র বিয়ের জন্য সুশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত পাত্রের সন্ধান করা হচ্ছে। 080-69103043. (C/117958)

■ বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, ২৯+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/117958)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ৩৫, রাজ্য সরকারি চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/117958)

■ ২৭+, শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রী কলকাতা-তে একটি বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/117958)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩০, সুশ্রী, M.Com., MBA পাশ, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/117958)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Com. পাশ, স্টেট গভর্নমেন্ট চাকরিরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/117958)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৫, B.Tech. পাশ করে একটি নামী MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117958)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 36+/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, গভঃ কমঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুঃ/কোচঃ স্থিত সঃ কাঃ/বেঃ সঃ চাকুরে, রাক্ষসগণ ব্যতীত সুপাত্র কাম্য। (M) 7319142186. (C/117077)

পাত্রী চাই

■ 33/5'-9", M.Tech., রেলে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8116521874. (C/117958)

■ পূর্ব বঃ কায়স্থ, 35+/5'-5", বিহার সরকারের Govt. PGT (10+2) Teacher, পাত্রের ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি সাইট ও ঘটক বাদে। (M) 7970630970, 8235314362. (C/118201)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বয়স 27, B.S.F-এ কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, স্নাতক, 5'-2" উপরে পাত্রী কাম্য। (M) 9382041650. (A/B)

■ পশ্চিমবঙ্গ, কায়স্থ, বয়স 27, হাইট 5'-11", নরগণ, মিথুন রাশি, সিআরপিএফ-এ কর্মরত, বাবা-মা নেই, ঘরোয়া পাত্রী চাই। যাঁরা ইচ্ছুক, ফোন করবেন, টাইম পাস করবেন না। ফোন : 9239280133. (K)

■ EB, কায়স্থ, কুম্ভ, 39/5'-11", সুদর্শন, 50,000/-PM, 18-34, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8902552680. (C/118203)

■ কায়স্থ, ৪৩/৫'-৩", ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ : 7076391485. (C/118205)

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 31/5'-7", M.Pharma, TCS কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিত, সুশ্রী (বয়স 24-27) পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M/W : 9832050152. (C/117470)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 40/5'-10", কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে কর্মরত (মুম্বাই) পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিতা, 34-35/5'-4"-এর মধ্যে ফর্সা, সুন্দরী, কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির আশপাশ সংলগ্ন কেবল অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। (M) 9933317798. (C/117956)

■ 41/5'-6", মুসলিম পাত্রী চাই, কুমারী বা ডিভোর্সি চলবে। ব্যাংকে কর্মরত। (M) 7865965615. (C/118082)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ৩২, শিলিগুড়ি, বেসরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত, সাধারণ পরিবারের সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9474035670. (C/117956)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, B.Tech. MBA পাশ। সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ দাবিহীন পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/117958)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, নর্থবেঙ্গল নিবাসী, 31/5'-8", B.Tech., সরকারি উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 9635026555. (C/117958)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-7", রেলে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, Gen. পাত্রী চাই। (M) 8597886823. (C/118091)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৮+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত, মাতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117958)

■ কায়স্থ দত্ত, বয়স ৩৩ বছর, উচ্চতা ৫'-৮", MBBS, MS, বর্তমানে একটি স্বনামধন্য হাসপাতালে Surgeon হিসাবে কর্মরত। পিতা-মাতা উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত। শিক্ষিতা কন্যার সন্ধান করা হচ্ছে। 080-69103134. (C/117958)

■ গন্ধবণিক, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 29/5'-5", B.Tech., MNC পুনেতে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 9474360346. (B/B)

পাত্রী চাই

■ বয়স ৩৪, M.Tech. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ভারতীয় রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/117958)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, MD, গভঃ ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/117958)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech. পাশ করে একটি নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/117958)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী ও কলকাতায় চাকরিরত, ৩২+, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/117958)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, পূঃ বঃ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালে ম্যানেজার, পাত্রের জন্য ৩৪-র মধ্যে শিক্ষিত পাত্রী চাই। 8170028064. (C/117842)

■ সাহা, 33, H.S. Pass, 5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, সিভিক ভলান্টিয়ার, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Mob : 9749689919, 7047712141. (C/113586)

■ পাত্র ৩০, বিই (সিভিল), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, শিলিগুড়ি বা কোচবিহারে কর্মরতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ নং-9732038799. (C/118067)

■ পাত্র কায়স্থ, B.Com., নর, 47+/5'-9½", ব্যবসা, ডিভোর্সি, স্বঃ/অসঃ, অবিবাহিত/ডিভোর্সি/বিধবা স্মার্ট ও সুশ্রী পাত্রী চাই। (ঘরজামাইতে আপত্তি নাই)। 9002657892. (M/M)

■ পাত্র রাজবংশী, 28/5'-10", B.E., সরকারি ব্যাংককর্মী, বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তানের জন্য শিক্ষিত ও সুন্দরী পাত্রী কাম্য। বাবা অবসরপ্রাপ্ত, মা স্কুল শিক্ষিকা। মোঃ 9476358685. (C/118090)

■ দেবনাথ, ২৮/৫'-৬", হাবড়া নিবাসী, (উঃ ২৪ পঃ), কলকাতায় প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9609123447. (K)

■ দঃ দিনাজপুরস 28, কন্ট্রাঃ চাকরি, মধ্যবিত্ত, শিবমন্দির/উঃ বঃ ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। বাবা-মা বৃদ্ধকালে পাত্রের কাছে থাকতে পারেন। 9832608747. (C/118095)

■ ব্যানার্জি, শাণ্ডিল্য গোত্র (ব্রাহ্মণ), M.A., D.El.Ed., রায়গঞ্জ শহরের স্বনামধন্য ইংরেজি Private Tutor, মাসিক আয় চল্লিশ হাজার। পাত্রের জন্য ২৫ বছর অনূর্ধ্ব, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রীর প্রয়োজন, ৫'-৫"। /(M) 9708788168, দাবি নাই। (C/118098)

■ কায়স্থ, 35/6', নর, মীন, MBA, ITC কর্মরত, জলপাইগুড়ি। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7602028944, 6295942749. (C/117454)

■ SC, 31/5'-9", B.Tech. (গভঃ কলেজ) গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার, পিতা Retd. স্কুল টিচার, সম্ভ্রান্ত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9733066658. (C/117958)

■ বনেদি, 32/5'-8", MBA, সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নেশাহীন সুপাত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই। 9593704442. (C/117958)

■ কায়স্থ, 33+, Ht. 5'-8", সরকারি অফিসার পদে কর্মরত এবং একাধিক সম্পত্তির মালিকানা, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য ভালো পরিবারের পাত্রী চাই। 9432076030. (C/117958)

■ 36/5'-6", Divorce, Child Specialist Doctor পাত্রের জন্য অবিবাহিত/ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। 8653243203. (C/117958)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/117958)

■ পাত্র ৩২/৫'-৫", এমএসসি, ইন্ডিয়ান রেলওয়ের চিফ ট্রাফিক কন্ট্রোলার, নিবাস শিলিগুড়ি। উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-7099017635. (C/117958)

■ ব্রাহ্মণ যুবক, জন্ম ১৯৯৪, M.Tech., বর্তমানে সরকারি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। উপযুক্ত কন্যার সন্ধান করা হচ্ছে। যোগাযোগ : 080-69103049. (C/117958)

■ জন্ম ১৯৮০, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, M.Tech. পাশ, গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/117958)

■ কায়স্থ, ৩৫+/৫'-৮", H.S. পাশ, পুলিশে নন পারমানেন্ট (৬০ বৎঃ) কর্মরত, পিতা ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, নেশা ও দাবিহীন, ভদ্র পরিবার-এর পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। 9832098438. (C/118092)

সিকিয়াঝোরায় আমাজনের শিহরণ

অ্যাডভেঞ্চার লাভারদের পছন্দ আমাজনের জঙ্গল। তবে ভারত থেকে সেখানে যাওয়া সহজ কথা নয়। তবে পাসপোর্ট ভিসার ঝক্কি ছাড়াই পৌঁছানো যাবে আলিপুরদুয়ারের ‘মিনি আমাজন’ সিকিয়াঝোরায়।

আয় মন বেড়াতে যাবি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : ঘন গভীর জঙ্গল। কোনও জায়গা এতটাই গভীর যে, সূর্যের আলো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। পদে পদে অপেক্ষা করে বিপদ। আর জঙ্গলের মাঝের শান্ত কালো জল যেন শিহরিত করে প্রতি মুহূর্ত। কথা হচ্ছে আমাজন জঙ্গল নিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে ছড়িয়ে থাকা পৃথিবী বিখ্যাত এই জঙ্গলকে কেই বা না চেনে। ‘অ্যাডভেঞ্চার লাভারদের’ অনেকেরই স্বপ্ন থাকে একবার হলেও আমাজন জঙ্গলে যাওয়ার। তবে সবার সেটা হয়ে ওঠে না। তবে পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই কিন্তু আরেক ‘মিনি আমাজনে’ টহল দেওয়া যেতে পারে। সেটা আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোরা বায়োডাইভার্সিটি পার্ক।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের মাঝে এই পার্কের নৌকাবিহারে ‘ফিল’ পাওয়া যায় আমাজনের। পৃথিবী বিখ্যাত আমাজনের জঙ্গলে যে শিহরণ সেটার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় সিকিয়াঝোরায়। পার্কের গেটে প্রবেশ করার পরই দেখা যাবে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। জঙ্গলের কাছে হওয়ায় সেখানে নেটওয়ার্ক সমস্যা। এই দুর্বলতাই কিন্তু মনে করিয়ে দেবে যেন এক ভিন্ন পরিবেশে প্রবেশ করা হচ্ছে। পার্কে কাটানো কয়েক ঘণ্টা দুনিয়া থেকে আলাদা হয়েই থাকতে হবে। বারবার মোবাইলে কোনও নোটিফিকেশন আসার সম্ভাবনাই থাকবে না।

এদিন এই নিয়ে কথা হচ্ছিল পার্কের কর্মী সজল সেনের সঙ্গে। বলছিলেন, ‘নেটওয়ার্ক না থাকায় একটা ভালো দিক হল, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ।

সিকিয়াঝোরায় নৌকাবিহার করছেন ভ্রমণপ্রেমীরা। -সংবাদচিত্র

বর্তমানে সবাই তো সবসময় হাতে মোবাইল নিয়েই থাকে। একটু অবসর সময় কাটাতে এসে ভালো সময় কাটাতে পারে মোবাইল ছাড়া।’ অবশ্য নেটওয়ার্ক না থাকলে কী হবে? সবার মোবাইলে ক্যামেরা তো আছে। সেটা দিয়েই পার্কের ছবি, ভিডিও করতে দেখা যায় অনেককেই। আর নৌকাবিহারে গেলে যে দৃশ্য নজরে আসে সেটাও ক্যামেরাবন্দি করা হয়। পার্কের গেট থেকেই নৌকাবিহারে টিকিট পাওয়া যায়। একজনের টিকিটের খরচ ৬০ টাকা। পার্কের উত্তর পাশের শেড থেকে নৌকায় ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়। একবারে ২০-২২ জন একটি নৌকায় যেতে পারে।

পার্ক থেকে নৌকায় করে উত্তর দিকে নিয়ে যাওয়া হয় পর্যটকদের। প্রায় দুই কিমি গিয়ে আবার ফিরে আসা হয়। যাওয়ার পথে কিছুদূর জঙ্গল একটু পাতলা হলেও অল্প এগিয়েই বক্সা টাইগার রিজার্ভের ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যখন নৌকা যায় তখন যেন গা শিরশির করে। গাছের ছায়ায় কিছু জায়গা এতটাই শীতল হয়ে যায় যে, সেখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। আর বাড়তি পাওনা হিসেবে বক্সার বাঘবনের বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার তো দেখা যায়ই।

কী কী বন্যজন্তু দেখা যায়? এদিন এই প্রশ্ন করা হলে মন্টু রায় নামে সিকিয়াঝোরার এক মাঝি জানান, হাতি, বানর, ময়ূর, বাইসন, হরিণ বিভিন্ন সময় নজরে আসে। পাশাপাশি প্রচুর হর্নবিল পাখিও নজরে পড়ে। বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতি তো রয়েছেই।

তবে এই বন্যজন্তুদের জন্য বিভিন্ন সময় বিপদও হয়। পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে আরেক মাঝি লালমোহন রায় বললেন, ‘হাতির বেশি ভয়। অনেক সময় হাতি নৌকার পিছু নেয়। এমনও কখনও হয়েছে যে, ঝোরা দিয়ে নৌকা যাচ্ছে আর পাশে জঙ্গল দিয়ে হাতি যাচ্ছে।’

এই রকম বিপদের ক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা থাকে? তিনি জানালেন, ওই সময় খুব সাবধানে নৌকা নিয়ে যেতে হয়। আর পটকা রাখা থাকে নৌকায়। সেগুলো ফাটিয়ে হাতি সহ অন্য বন্যজন্তুদের তাড়ানো হয়।

ডুয়ার্সজুড়ে যে প্রাকৃতিক পর্যটনকেন্দ্রগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সিকিয়াঝোরার গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য যে অন্যরকম সেটা জানান সেখানে আসা পর্যটকরা। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে নৌকাবিহার করতে করতে অনেকেই মনে করেন, তাঁরা যেন চলে যান আমাজনের দেশে।

প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

মধুচক্র চালানোর অভিযোগ, ধৃত ২

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : পুরাতন মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গি মোড়ের একটি লজে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে শিলিগুড়ি ও কলকাতার দুই তরুণীকে আটক করেছে মঙ্গলবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবার দুপুরে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে এলাকাবাসী ওই লজটিতে আপত্তিকর অবস্থায় দুই তরুণীকে ধরে ফেলেন। ঘটনার সময় দুই তরুণ লজের প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান। লজটির আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্রের ব্যবসা চলছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আড়ালে এই অবৈধ কারবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন লজের মালিক। শিলিগুড়ি ও কলকাতা থেকে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি তরুণীদের টাকার লোভ দেখিয়ে এই কাজে নামানো হত বলে অভিযোগ। নিজেদের শখ মেটাতে হানি ট্র্যাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন ওই তরুণীরা। স্থানীয় মনোতোষ সাহার কথায়, ‘স্থানীয় পুলিশ ও পুর প্রশাসন সবকিছু জানলেও এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যারা এই জঘন্য কাজে মদত দিচ্ছে, পুলিশ তাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করুক।’ আরেক বাসিন্দা হারাধন সাহার অভিযোগ, তাঁরা এর আগেও পুলিশ প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এদিন তিনি ক্ষোভের সুরে বললেন, ‘পুলিশ লজটি সিল করেনি বা মালিককে আটক করেনি, যা খুবই হতাশাজনক।’ যদিও মধুচক্র চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন লজ মালিক নারায়ণ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ‘ওই দুই তরুণী লজ ভাড়া নেওয়ার জন্য এসেছিলেন। এর বাইরে বেশি কিছু বলার নেই।’

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় এই অবৈধ

> স্থানীয় পুলিশ ও পুর প্রশাসন সবকিছু জানলেও এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যারা এই জঘন্য কাজে মদত দিচ্ছে, পুলিশ তাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করুক।
>
> **মনোতোষ সাহা** *স্থানীয় বাসিন্দা*

কারবার আরও বেড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মঙ্গলবাড়ি ফাঁড়ির এক পুলিশকর্তা বলছেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে।’ পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের বক্তব্য, ‘যারা আমাদের ঐতিহ্যবাহী শহরের নাম কলঙ্কিত করছে, পুলিশকে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করব।’

পুরাতন মালদা শহরে বেশ কয়েক বছর ধরেই এমন মধুচক্রের কারবার চলে আসছে। এই ঘটনায় পুলিশের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার মানুষ।

কলম পদ্ধতিতে বেগুন চাষ মালদায়

হরষিত সিংহ

মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : রোগপোকার আক্রমণে গতবছর বেগুন চাষে ব্যাপক লোকসান হয় মালদার কৃষকদের। এই সমস্যার সমাধান এবং লোকসানের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে পরিকল্পনা নেয় জেলা উদ্যানপালন দপ্তর। এবছর প্রথম মালদায় বেগুন চারা তৈরি করা হয়েছে কলম পদ্ধতিতে। এতদিন বড় ফলের চারা কলম পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু এবার মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের পক্ষ থেকে বেগুন চারা তৈরি করা হয়েছে কলম পদ্ধতিতে। পরীক্ষামূলকভাবে জেলার তিনটি ব্লকের বেশকিছু কৃষকের মধ্যে সেই চারা বিলি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কলম করা সেই বেগুনচারা কৃষকরা রোপণ করেছেন। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, ‘গতবছর বেগুন চাষে রোগপোকার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। ফলে ফলন কম হওয়ায় লোকসান হয়েছিল কৃষকদের। তাই এই বছর প্রথম আমরা মালদা জেলায় কলম পদ্ধতিতে বেগুন গাছের চারা তৈরি করেছি। কৃষকদের মধ্যে সেই চারা বিলি করা হয়েছে। কলম পদ্ধতিতে তৈরি করা গাছে রোগপোকার আক্রমণ অনেক কম হবে। ফলন বেশি হবে। কৃষকরা লাভবান হবেন বলে আশা করছি।’

মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলাজুড়ে তিন মরশুমে মোট ১৩ হাজার ২৫৬ হেক্টর জমিতে বেগুন চাষ করা হয়। মানিকচক, চাঁচল, পুরাতন মালদা, গাজোল, কালিয়াচক-২, ৩ ও রতুয়া ব্লকে বেশি পরিমাণে বেগুন চাষ হয়ে থাকে। গতবছর জেলার বেগুন চাষে ভাইরাসজনিত রোগ দেখা দিয়েছিল। গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছিল। ফুল ও ফল হচ্ছিল না। এতে ব্যাপক লোকসান হয় কৃষকদের। দপ্তরের পক্ষ থেকে কলম পদ্ধতিতে বেগুন চারা তৈরি করা হয়েছে। গাছের নীচের অংশের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। জল বা মাটিবাহিত রোগ, ব্যাকটিরিয়া-ভাইরাস আক্রমণ কম হবে। ওপরের অংশ অর্থাৎ যে অংশে ফল দেবে সেটি উন্নত প্রজাতির। শুধুমাত্র এই অংশে ফলন হবে। বেগুনচাষি মনোতোষ রাজবংশী বলেন, ‘আশা করছি, এবার ফলন ভালো হবে।’

ফলন ভালো হলে, রোগজীবাণুর আক্রমণ কম হলে আগামীতে এই পদ্ধতিতে জেলাজুড়ে বেগুন চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের।

সবুজের বুক চিরে ছুটছে রেলগাড়ি।। *মাথাভাঙ্গায় বিশ্বজিৎ সাহার তোলা ছবি।*

উত্তরের গিরিখাতে পৌঁছাতে ভোগান্তি

পর্যটন ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা ইয়েলবংয়ে

ওদলাবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : পুজো আসছে। সেইসঙ্গে শুরু হচ্ছে পর্যটনের ভরা মরশুম। উত্তরবঙ্গের একমাত্র গিরিখাত ইয়েলবংয়ের টানে পর্যটকরা আসবেন বলে ইতিমধ্যেই বুকিং শুরু করে দিয়েছেন ছোট নিরিবিলি এই পাহাড়ি গ্রামের হোমস্টেগুলোতে। কিন্তু শঙ্কা দেখা দিয়েছে ইয়েলবং পৌঁছানোর রাস্তা নিয়ে।

গত কয়েকবছর ধরেই একটু একটু করে একেবারে বেহাল অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে ইয়েলবং যাওয়ার রাস্তা। পরিস্থিতি এমন হতে পারে আশঙ্কা করে জিটিএ’র অধীন কালিম্পং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে নির্মীয়মাণ ৭১৭-এ জাতীয় সড়ক থেকে ২ কিলোমিটার ২০০ মিটার দূরত্বের ইয়েলবং পৌঁছানোর একমাত্র রাস্তাটি নতুন করে তৈরির জন্য কাজ শুরু করা হয়েছিল গতবছর মার্চ মাসের ৪ তারিখে। যে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৮৭ টাকার রাস্তার কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা চম্পট দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তাদের আর দেখা পাওয়া যায়নি।

কালিম্পং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে বিডিও খুশিয়ালি সোলাঙ্কির বক্তব্য, ‘পাবরিংটার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন ইয়েলবংয়ের এই সমস্যার কথা আমার জানা ছিল না। অবশ্যই আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।’

সমস্যা যেখানে

- গত কয়েকবছর ধরেই বেহাল হয়েছে ইয়েলবং যাওয়ার রাস্তা
- রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছিল গতবছর ৪ মার্চ
- রাস্তার কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা চম্পট দিয়েছে
- যদিও ঠিকাদারি সংস্থা জানিয়েছে, কাজের পাওনা টাকা তারা এখনও পায়নি

যদিও রাস্তার কাজের বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির মহাদেওপ্রসাদ আগরওয়াল বললেন, ‘আমার নামে কাজ হলেও বাস্তবে কাজটি করছেন বাগরাকোট চুনাভাটি এলাকার আমার পার্টনার রমেশ রাই। কাজের বিষয়ে যা বলার রমেশ বলবেন।’ বর্তমানে নেপালে থাকতে শুরু করেছেন রমেশ। ফোনে যোগাযোগ করা হলে রমেশ জানান, ইতিমধ্যে কাজ করতে গিয়ে জিটিএ’র কাছে তাঁদের প্রায় ১ কোটি টাকা পাওনা হয়ে গিয়েছে। বিল জমা দেওয়া হলেও একটি টাকাও পাননি তিনি।

তবে এলাকা থেকে নির্বাচিত জিটিএ সভাসদ সঞ্চাবির সুব্বার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। জবাব দেননি মেসেজেরও। এদিকে, রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষিপ্ত ইয়েলবংয়ের বাসিন্দারা।

সোরেন রাই নামে এক হোমস্টে মালিক জানান, পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় থাকলেও শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল পরিস্থিতির কারণে পুজোর মরশুমে এবং তারপরের ভরা পর্যটন মরশুমে ট্যুরিস্টরা অন্যত্র চলে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফ্রান্সিস রাই নামে ইয়েলবংয়ের আরেক পর্যটন উদ্যোগীর বক্তব্য, ‘যেভাবেই হোক বর্ষা শেষ হলেই রাস্তার কাজ শেষ করতে হবে।’ অন্যথায় আন্দোলনের পথে নামতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

গাড়ি, গাইডের চার্জ বৃদ্ধির দাবি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বর্ষায় তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে চালু হতে চলেছে গাড়ি সাফারি এবং এলিফ্যান্ট রাইড। শনিবার জলদাপাড়া জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও জলদাপাড়া গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বন দপ্তরের কাছে একগুচ্ছ দাবি জানানো হয়েছে।

জিপসি মালিক সংগঠনের সহ সভাপতি গোপাল সন্ন্যাসী বলেন, ‘এখন আমাদের গাড়ির ভাড়া ১,৪০০ টাকা। পাঁচ বছর ধরে এই ভাড়াই চলে আসছে। আমরা দাবি জানিয়েছি, ভাড়া বাড়িয়ে ১,৮০০ টাকা করতে হবে। এছাড়া এখন তোর্ষা নদীর পাড়বাঁধ দিয়ে পর্যটকদের জন্য ট্রলি লাইন রয়েছে। তার নাম বদল করে জলদাপাড়া তোর্ষা ৩ নম্বর লাইন নাম দেওয়া হোক। এছাড়া ১৬ সেপ্টেম্বরের আগে জঙ্গলের ভেতর যাতায়াতের রাস্তা মেরামত ও আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।’

গাইডদের তরফে কল্যাণ গোপ বলেন, ‘গাইডদের মাথাপিছু ৩৫০ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আমরা এই চার্জ বাড়াতে বলেছি। তবে কত টাকা বাড়ানো হবে, বনকর্তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। এছাড়া শেষবার আমাদের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছিল ২০১৫ সালে। পাঁচ বছর আগে আমাদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল। পুরোনো ইউনিফর্ম আর পরার অবস্থায় নেই।’

এই ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝাঁ জানান, দুই সংগঠনের থেকে দাবিপত্র পেয়েছি। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন মা দুর্গা

এল এল পুজো এল

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : প্রায় ৩৫ বছর আগে প্রথম দুর্গাপুজোয় মহিষবলি দেখেছিলেন সুজিত সরকার। ফালাকাটার রাইচেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা পঁয়ষট্টি বছরের সুজিতের মনে সেই স্মৃতি আজও টাটকা। শুধু সুজিত নন, আশপাশের গ্রামের অনেক প্রবীণ সেই স্মৃতি ভোলেননি। তাঁরা জানান, একবারই পুজোয় মহিষবলি দেওয়া হয়েছিল। তারপর বলিপ্রথা উঠে যায়।

এই পুজোর সূচনা হয়েছিল রাইচেঙ্গার বাসিন্দা অনিল শীলের উদ্যোগে। অনিল এখন আর বেঁচে না থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, ছোটবেলায় আগুন লেগে

রাইচেঙ্গার এই মন্দিরেই এক সময় মহিষবলি দিয়ে পুজো হয়েছিল।

অনিলের দেহের একাংশ পুড়ে গিয়েছিল। ওই দুর্ঘটনার পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করে। তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে মা দুর্গার কাছে মহিষবলি দিয়ে পুজো দেওয়ার মানত করেছিলেন। এরপর জোড়া মহিষবলি দিয়েছিলেন তিনি। সেই বলির প্রসাদ এলাকাবাসীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

এলাকার প্রবীণ নাগরিকরা জানান, এই পুজোর পর অনিল তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। তারপর থেকে আর পুজো হয়নি। তবে যে জমিতে মহিষবলি দেওয়া হয়েছিল তার পাশেই ছিল উৎপল রায়ের বাড়ি। পুজো বন্ধ হওয়ার পর মাঝেমধ্যে নাকি উৎপলের স্ত্রী মিলন রায় স্বপ্নে দেবীর দেখা পেতেন। কিন্তু পেশায় কাঠমিস্ত্রি উৎপলের পক্ষে এত বড় পুজোর আয়োজন করা সম্ভব ছিল না। প্রতিবার দুর্গাপুজোর সময় উৎপলের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়তেন। পুজোর দিনগুলি কেটে গেলে তিনি আবার সুস্থ হয়ে যেতেন। পরপর কয়েক বছর ধরে এমন ঘটনা চলতে থাকে।

ওই পুজো বন্ধ হওয়ার প্রায় আট বছর পর পাশের গ্রাম বংশীধরপুরে একটি সেতু তৈরির কাজে ঠিকাদার হিসেবে তুফানগঞ্জের বাসিন্দা আইজল হক গিয়েছিলেন। তিনি এই ঘটনাগুলি শোনার পর বলেছিলেন দেবীর পুজো করতে হবে এবং দেবীর প্রতিমা হবে উৎপলের স্ত্রীর মাপে। আট বছর পর সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার প্রতিমা দিয়ে ফের পুজো শুরু হয়। তবে সেবছর আর মহিষবলি হয়নি। এভাবেই অনিল শীলের হাত দিয়ে শুরু হওয়া এই পুজো আজ সর্বজনীন।

উৎপলের কথায়, ‘নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এখানে পুজো হয়।’ স্থানীয় কালীপদ নন্দী জানান, পুজোর সবরকমের কাজে পাড়ার সকলে সহযোগিতা করেন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত সরকার বলেন, ‘সমগ্র ফালাকাটায় আমাদের এই পুজো মহিষবলির দুর্গাপুজো নামে পরিচিত। প্রথমবার যখন বলি হয়েছিল তখন অনেক ছোট ছিলাম। সেই স্মৃতি কোনওদিন ভুলব না।’

বধূকে খুনের চেষ্টায় ধৃত ২

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার জমি বিবাদের জেরে এক বধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সাইবুল মহম্মদ ও মাম্পি খাতুন। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। বর্তমানে জখম বধূ অলেমা খাতুন ও তাঁর শাশুড়ি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২) অন্তর্গত নোটিশ

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাংক মহানন্দাপাড়া শাখা
প্রতি,

তারিখ : ০১.০৮.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

[illegible]

সম্পত্তির সীমানা (জমির পরিমাপ ১.১৫ একর):-
উত্তর:- গণেশ স্টীল সিন্ডিকেট, দক্ষিণ:- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এবং অক্ষয় পাত্র রোড, পূর্ব:- বসন্ত বিহার কমলেক্স, পশ্চিম:- সেবক রোড
প্রাথমিক:- বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ফার্মের এর স্টকস, এবং বুক ডেটস এবং অন্যান্য চলতি সম্পদের উপর একচেটিয়া দায়বন্ধন।
আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাংক

তিস্তায় বিপদের খোঁজ

সমীক্ষা করবে সেচ দপ্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : পাঁচটি বড় জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে তিস্তা নদী কতটা বিপজ্জনক হয়েছে, তা জানতে সমীক্ষার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, পাহাড়ি এলাকা থেকে মেখলিগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর পরিস্থিতি জানতে অববাহিকার ৯২ কিমিজুড়ে মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি করবে রাজ্য সেচ দপ্তর। প্রাথমিকভাবে এনিয়ে সিকিমের সহযোগিতা চেয়ে সিকিম সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এসব সমীক্ষা শেষ করে তিস্তা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডিপিআর তৈরি করবে রাজ্য। সেই ডিপিআর কেন্দ্রীয় জলসম্পদমন্ত্রক ও ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে পাঠানো হবে। শনিবার ফোনে এই খবর দিয়েছেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

পশ্চিমবঙ্গের দুটি ও সিকিমের তিনটি মিলিয়ে তিস্তার ওপর বড় আকারের পাঁচটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, '২০২৩ সালের অক্টোবরে লেক বিপর্যয়ের পর থেকেই সমতল এলাকায় তিস্তা নদীগর্ভ উঁচু হয়ে জলধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে। তাই তিস্তা নদীর ৯২ কিমি নদী অববাহিকাজুড়েই মর্ফোলজিক্যাল সার্ভে করার প্রস্তাব রাজ্য সেচ দপ্তরে দিয়েছি।'

সিকিম থেকে বালি, পাথর, নুড়ি, গাছের অংশ নেমে তিস্তা নদীগর্ভ ভরাট করছে। কিন্তু এ বিষয়ে সিকিম সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখলেও সদর্থক উত্তর মেলেনি বলে মানস অভিযোগ করেছেন। তিনি আরও বলেন, 'এ বছর তিনবার তিস্তা কীভাবে রাস্তা গিলে খেয়েছে, তা সকলের জানা। আমরা তিস্তা নদী অববাহিকার আমাদের এলাকায় অবশ্যই মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি শুরু করব পুজোর পর। আমি পুনরায় পুজোর পর এসব এলাকায় যাব। কিন্তু সবার আগে তিস্তা নদীতে গড়ে ওঠা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির কী কী ক্ষতিকর প্রভাব নদীর উপর পড়ছে সেই সমীক্ষা করা হবে। সিকিমের দিকে থাকা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির সমীক্ষা সিকিম নিজে করুক, নয়তো আমাদের সঙ্গে যুগ্মভাবে করুক। আমরা সিকিমকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছি। তিস্তার এই পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েও উত্তর মেলেনি।'

> আমরা তিস্তা নদী অববাহিকার আমাদের এলাকায় অবশ্যই মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি শুরু করব পুজোর পর। আমি পুনরায় পুজোর পর এসব এলাকায় যাব। কিন্তু সবার আগে তিস্তা নদীতে গড়ে ওঠা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির কী কী ক্ষতিকর প্রভাব নদীর উপর পড়ছে সেই সমীক্ষা করা হবে। সিকিমের দিকে থাকা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির সমীক্ষা সিকিম নিজে করুক, নয়তো আমাদের সঙ্গে যুগ্মভাবে করুক। আমরা সিকিমকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছি।
>
> **মানস ভুঁইয়া** সেচমন্ত্রী

সমতলে নেমে তিস্তা ক্রমশ টটগাঁও এলাকায় এগিয়ে এসেছে। ক্রান্তি, ময়নাগুড়িতেও অসংরক্ষিত এলাকার জমি খেয়ে ভাঙন তৈরি করেছে। রাজগঞ্জের লালটং সহ আরও একটি বস্তিকে গ্রাস করেছে তিস্তা। সেবক থেকে মেখলিগঞ্জের একাধিক জায়গায় নদীখাত চরা পড়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। নদীতে কী পরিমাণ পাহাড়ের আবর্জনা প্রতিদিন জমছে, কী পরিমাণ জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে, নদীখাতের কী অবস্থা, জলধারণক্ষমতা কেমন রয়েছে, এসব মর্ফোলজিক্যাল স্টাডিতে দেখা হবে বলে কৃষ্ণেন্দু জানান।

এদিকে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় লোকসভা ভোটের আগে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ারদের জলপাইগুড়িতে এনেছিলেন। কিন্তু তারপর বোর্ড কোনও উদ্যোগ দেখায়নি। জয়ন্ত বলেন, 'তিস্তার অধিকাংশ অববাহিকা অঞ্চল আমার লোকসভা কেন্দ্র দিয়েই প্রবাহিত। রাজ্য সরকার স্থায়ী প্রকল্প জমা দিক। আমার সহযোগিতা চাইলে দিল্লিতে আমিও তদ্বির করব। কিন্তু লোকদেখানো অস্থায়ী প্রকল্প জমা দিলে আমি প্রতিবাদ করব।'

পোরসেলেন ইনসুলেটরের সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৩৪_২৫-২৬, তারিখ : ০১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৩৪_২৫-২৬, কাজের নাম: ডিইই/টিআরডি/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্রাকশন পাওয়ার সিস্টেমের সুরক্ষা এবং [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি ও ডিএন/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৭৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৭৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৪৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৪৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911
REGIONAL OFFICE : COOCHBEHAR

বিজ্ঞপ্তি

১৯.০৮.২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে, যেখানে এফএলসিসি কোচবিহার-এ আঞ্চলিক দপ্তরের অধীনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক [illegible] www.centralbankofindia.co.in [illegible]
ক্ষেত্রীয় প্রবন্ধক/সহ-সভাপতি (DLRAC)
কোচবিহার
০৭/০৯/২০২৫

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: [illegible] তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়।
বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটিরিয়াল ম্যানেজার/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

সুনামি : রেস এগেইনস্ট টাইম রাত ১০.০২ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ প্রতিকার, দুপুর ১২.৪৫ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ এই আমি রেণু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), সন্ধে ৬.৩০ তুলকালাম, রাত ৯.১৫ খোকাবাবু
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ হামি, দুপুর ১.০০ অরুন্ধতী, বিকেল ৩.৪৫ পাগলু-টু, সন্ধে ৭.০০ কী করে তোকে বলব, রাত ১০.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মেজবউ, দুপুর ১২.০০ দিওয়ানা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সংসার সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৩০ ত্যাগ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তর্ধান
জি বলিউড : সকাল ৯.১৩ কসম সুহাগ কি, দুপুর ১২.০৩ সাজন চলে সসুরাল, ২.৩৫ লোফার, বিকেল ৫.১৭ সুহাগ, রাত ৮.০০ নদিয়া কে পাড়, ১০.৫৫ হত্যা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪১ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.৫৩ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.০৬ পুলিশগিরি, সন্ধে ৭.৩০ বিবাহ, রাত ১০.৩৭ দবং
স্টার মুভিজ : দুপুর ২.২১ দ্য জাংগল বুক, বিকেল ৫.৩৭ ফ্যান্টাস্টিক ফোর, সন্ধে ৭.০৭ গডজিলা ভার্সেস কং, রাত ৯.০০ হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোজ-ওয়ান, ১১.২৫ এক্স-মেন: ফার্স্ট ক্লাস

এই আমি রেণু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

পুলিশগিরি বিকেল ৫.০৬ অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য জাংগল বুক দুপুর ২.২১ স্টার মুভিজ

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৩২_২৫-২৬; তারিখ : ০১-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৩২_২৫-২৬; কাজের নাম: বারসোইতে ইন্টারলকিংয়ের ইওই-সিস্টেমের মাধ্যমে উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,১৭,৫৫,৬৬৩.৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৩৮,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ওএইচই পরিবর্তন কাজের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: আরটি-৬-ইএল-টিআরডি-০১-২৪-২৫, তারিখ: ০১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: আরটি-৬-ইএল-টিআরডি-০১-২৪-২৫; কাজের নাম: রঙিয়া ডিভিশনে আরএম/৪২, আরএম/১৭৬, আরএম/১৭৭ এবং আরএম/২৫১-এ প্রস্তাবিত আরইউবি/এলএইচএস-এর জন্য ওএইচই পরিবর্তন কাজের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ১,৮২,৯৫,৭৭২.২০ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪১,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগান বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৫-২৬-আরটি তারিখ: ০২-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: রঙ্গিয়া- রঙ্গিয়ার নতুন পাওয়ার হাউসে সমস্ত সরঞ্জাম সহিত ১ টি ৭৫০ কেভিএ ডিজি সেটের ব্যবস্থা করার সঙ্গে জরুরীকালীন বিদ্যুৎ যোগান বৃদ্ধি। টেন্ডার রাশি: ২৫,১৩,০০০/- টাকা। বায়না রাশি: ৫০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/১৭/২০২৫ তারিখ: ০২-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ইএল-সিওএন-০৯-২০২৫-২৬-এমজেডএস-পিএজিটি। কাজের নাম: মুরকংসেলেক-পাসিঘাট নতুন ব্রডগেজ রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রমে সেতু নং. ১৯, সেতু নং. ১১ এবং সেতু নং. ১ এ আণ্ডারপ্রাউণ্ড ক্যাবল ট্রাক ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে ৩৩ কেভির ১ টি এবং ১১ কেভি ওএইচ এর ২ টি লাইনের নবীকরণ এবং পাসিঘাটে হাই ওভার, সোলার স্ট্রীট লাইটের বৈদ্যুতিকরণ ও বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৪,০৬,২০,২৭৩.৬৪/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ৩,৫৩,১০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়: ২৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
BAAGHI-4 (Hindi)
(Tiger Shroff, Sanjay Dutt, Sonom Bajwa)
Time : 12:00, 3.00, 6:00 P.M.
JHOR (Bengali)
(Amrita Saha, Bonny Sengupta, Saurav Das) Time : 8.45 P.M.

স্পোকেন ইংলিশ

■ গ্রামার, ট্রানস্লেশন, স্পিকিং প্র্যাকটিস। ইংরেজি বলতে শেখার সহজ বই। ডাকযোগে/ সাক্ষাতে গাইডেন্স। 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/117958)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/117954)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ, কাল ও ৯ SEPT.
জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিন্স
9th Sept upto 2 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। M : 9775137242.(C/117961)

আয়া/সেবিকা

■ ত্রিনাথ আয়া সেন্টার, এখানে যত্ন সহকারে বাচ্চা, বয়স্ক, রোগী সেবাযত্ন করার জন্য দিন ও রাতের আয়া পাওয়া যায়। M : 8348809760. (C/118093)

আবেদন

■ রাধা কৃষ্ণ মন্দির সঙ্গে আশ্রম করার জন্য জমি চাইছি - SMC, ওয়ার্ড নং 36,37, 38 এবং ঘোগোমালি নিরঞ্জননগর, ইস্টার্ন বাইপাস এর পূর্বে বা আশপাশে এলাকায়। জমি দাতার ইচ্ছায় মন্দিরের/আশ্রমের নামকরণ করা হবে। যোগাযোগ 9382959075. (C/118081)

ভাড়া

■ দমদম মেট্রো স্টেশনের অতি নিকটে ফ্ল্যাট ভাড়া (ছাত্র)।M: 9477213716/ 9477213714. (C/118086)

■ 3 BHK flat for rent Subhaspally, Siliguri. M : 8837048276. (C/117960)

ভাড়া

■ 700 sq.ft office space (Gr. flr.) for rent at Ashrampara, Pakurtala More, Siliguri. M : 9434046504.

চিকিৎসা

ফ্রি পেসমেকার চেক-আপ ক্যাম্প
আগামী ২১ই সেপ্টেম্বর (রবিবার), ২০২৫
DR. P. K. SAHA হাসপাতাল-এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পেসমেকার মেশিন চেক-আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
যোগাযোগ - 7797863362 / 7602606167

বিক্রয়

■ 3 BHK (1300 sq.ft) with two car parking, Modular Kitchen, Premium Marble, Teak door, premium paint, 3rd floor, no lift, for sale at EV Pally, Siliguri. 9800243000. (C/118076)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, শিবমন্দির বিএড কলেজের কাছে ২৬ ফুট রাস্তার পাশে তিন কাঠা জমি বাড়ি সহ বিক্রয়। M : 9474764147. (C/118077)

■ এন এইচ-৩১ হাইওয়ের পাশেই হাঁসখোয়া (শিলিগুড়ি-বাগডোগরা) এলাকায় ৪ কাঠা জমি শীঘ্রই বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। ফোন নং ৯১২৬৭৯৯৫৬৬. (C/118100)

■ শান্তিপাড়া বয়েলখানা বাজারের নিকট 2 BHK flat (2nd floor) বিক্রয়। W/App. 9987548601. (5 P.M.- 7 P.M.). (C/117471)

■ সুভাষপল্লিতে মনোরম পরিবেশে সুলভমূল্যে গ্যারাজ সহ ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রি হবে। যোগাযোগ- 10A.M. - 4 P.M. এর মধ্যে। M : 8167694813. (C/117188)

■ জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের কাছে পাটকাটাতে ২০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তায় 4.75 কাঠা জমি (Rs. 38 Lakh) বিক্রি। M :7303920991.

■ Registered vacant land 2.64 katha sale at Champasari Siliguri ward No-46 Owner's Mob. No. 7063886556. (C/118208)

■ শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজের নিকটে & ডাবগ্রাম মাতৃসদনের সামনে ও শক্তিগড়ে ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে। 9434181429. (C/117959)

বিক্রয়

■ Shop for sale. Alu Patty Siliguri. Mob : 9474961667. (C/118210)

■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের আশিঘর মোড় থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেইন রোডে অবস্থিত সৌভাগ্য কমপ্লেক্সে ছোট ও বড় বিভিন্ন সাইজের জমি বিক্রয় হচ্ছে। 9332492359. (C/117954)

LAND FOR SALE

■ 4.76 Kattha plot with Boundary on 29ft wide Rajiv Gandhi Street, near Balaka Club, Dabgram. Price : 1.41Cr. Details Contact : 9933568687.

FLAT FOR SALE

■ 2 BHK (911 sq.ft.) + Garage for sale at Amit Towers, Kadamtala, Shivmandir. Contact : 94344-89700/86178-74583. (C/117954)

কর্মখালি

■ Required Female Office Executive Yamaha, Sevoke Road, Siliguri. (Salary 8K) M : 9735403333. Interview 09.09.2025 (11.00 A.M. to 1.00 P.M.) (C/117958)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে মিষ্টির দোকানে একজন কারখানা ম্যানেজার এবং একজন শোরুম ম্যানেজার চাই। M : 9433235671. (C/117954)

■ দিনহাটার একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির জন্য অভিজ্ঞ ল্যাব টেকনিসিয়ান চাই। মাহিনা ১০ হাজার টাকা। শীঘ্রই আপনার বায়োডাটা পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে 87682-05820. (C/117190)

■ আমুদরিয়া নিউজে 2 জন রিপোর্টার, দুজন অভিজ্ঞ ভিডিও এডিটর, একজন সাব এডিটর চাই। স্নাতক, স্মার্টফোন থাকলে 98324-94941 এ ফোন করুন ১৫-৯-২৫ এর মধ্যে। (C/117958)

■ Wanted TGT/PGT for English, Math, Science and SST (upto 12th) Salary 17K to 28K with food and accommodation. Location: IHHS Academy, Bathnaha, Bihar, 854316 Send your CV to 9304501844, 9955028496, careers@ihhsacademy.edu.in (K)

■ মাটি, বেত, বাঁশ এর নির্মিত দ্রব্যাদির জন্য উপযুক্ত কারিগর/Supplier চাই। Cont No. 9477315715. (K)

■ শিলিগুড়িতে একজন বই বাঁধাই-এর লোক ও একজন টাইপিস্ট-জেরক্সের লোক দরকার। (M) 7303920991.

কর্মখালি

■ Leads Overseas Pvt Ltd কোম্পানিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন Accountant চাই। আকর্ষণীয় Salary, PF, ESI, Bike Loan ও অন্যান্য সুবিধে। Walk in interview on 08.09.2025 ও 09.09.2025 at - Darshan Plaza, 1st floor, Sevoke Road, Siliguri. Ph- 9564017111. (C/117957)

■ কামারপাড়া, জলপাইগুড়ি শহরে অবস্থিত একটি আবাসনে ম্যানেজার অবশ্যক। বয়স অনূর্ধ্ব 35 (শুধু পুরুষ), বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে 15 দিনের মধ্যে পূর্ণ বায়োডাটা সহ আবেদন কাম্য। Box No. 8251, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাস তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, পোস্ট- শিলিগুড়ি, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পিন কোড- 734001. (C/117957)

■ কোম্পানিতে ছোট প্রোডাক্ট ডেলিভারি ও অফিসের কাজের জন্য Piaggio/ Tata Ace চালাতে জানা প্রার্থী প্রয়োজন। স্যালারি- (16500-18000), ESI, PF ও অন্যান্য সুবিধে। লাইসেন্স সহ যোগাযোগ করুন- Darshan Plaza, Sevoke Road, Siliguri, Ph- 9564017111. (C/117957)

কর্মখালি

■ Office : Graduate, English & Computer Expert Sales : 3+ Years Experience, Location : Reputed Showroom, Hill Cart Road, Sevoke More, Siliguri Facilities : ESI, PF, Incentives and Salary: Upto Rs. 30k. M- 9775680039. (C/117962)

■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company, বিভিন্নপদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/117958)

■ রেস্টুরেন্টের জন্য মোগলাই এবং রুটি করতে জানা ছেলে চাই। থাকা+খাওয়া ফ্রি। বেতন : ১০,০০০/-- ১৫,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 9832543559. (C/117959)

Siliguri Speech And Hearing Clinic Pvt.Ltd. Requires Marketing Executive (Male)
Qualification: Graduate
Location: Siliguri & Malda
Salary: 12K-22K+ Attractive Incentives Experience: **Minimum 1 year experience in marketing (preferably in Medical Field)**
Office Attendant (Male)
Qualification: Plus Two / Degree
Location: Malda, Salary: 7K-10K
Freshers can apply. Send Your Resume to- hr.sshcslg@gmail.com

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আক্রান্ত টিটিই

বারুইপুর রেলস্টেশনে টিকিট চাইতে টিটিকে ঘুঘনি ছুড়ে মারলেন এক যাত্রী। শনিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত যাত্রীর আইনত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ওই টিটিই।

তরুণ খুন

তরুণকে বিদ্যুতের শক দিয়ে খুন করে রাস্তার ধারে ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থানা এলাকায়। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খুনের অভিযোগ তুলেছে পরিবার।

জেলে অনশন

গবেষণা করলেও স্কলারশিপ পাচ্ছেন না অর্ণব দাম। নতুন করে জেলে অনশন শুরু করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন তিনি। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর।

শিশুর দেহ

নদিয়ার তেহট্টে পুকুর থেকে উদ্ধার হল শিশুর দেহ। খেলতে গিয়ে বাড়ি ফেরেনি সে। অভিযুক্ত সন্দেহে গণরোষে মৃত্যু হল আরও দুজনের। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

স্বচ্ছতার প্রশ্ন নিয়ে আজ পরীক্ষা

ঝুঁকি এড়াতে সতর্ক স্কুল সার্ভিস কমিশন, দাগি নিয়ে সংশয় বহাল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : ফের কাঠগড়ায় পরীক্ষার স্বচ্ছতা। 'অযোগ্য'রা পরীক্ষায় বসবেন কি না, সেই প্রশ্ন শনিবার সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'এসএসসির চেয়ারম্যান তো পুতুল মাত্র। পরীক্ষায় দাগিরা বসবেন কি না তা নির্ভর করছে রাজনৈতিক দাদাদের ওপর। এই পরীক্ষাও শেষপর্যন্ত আইনের দিক থেকে বাতিলের খাতায় যাবে।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'যে এসএসসি টাকার খেলায় বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তার ওপর ভরসা কি কেউ করতে পারেন?'

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও একই সুরে রাজ্য সরকারকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত', 'ধান্দাবাজ' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্ন বিক্রির অভিযোগকে খারিজ করে দিয়ে সিদ্ধার্থ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনওরকম প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। প্রশ্নপত্রগুলিকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখার পাশাপাশি একাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কেউ কোনওভাবে প্রশ্ন ফাঁস করার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ধরে ফেলবে কমিশন।

কোনওরকম ঝুঁকি এড়াতে পরীক্ষার জন্য কড়া নিরাপত্তাবলয়ে কেন্দ্রগুলিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে। নিরাপত্তা, প্রশাসনিক সমন্বয় ও পরীক্ষার খুঁটিনাটি ব্যবস্থা যথাযথ রাখতে শনিবার বিকালে নবান্নে জেলাশাসক ও এসএসসি আধিকারিক সহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক সারলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। প্রায় ৮ বছর পর একাধিক জট কাটিয়ে আজ পরীক্ষা চলবে দেড় ঘণ্টা ব্যাপী।

নির্দেশিকা

- অ্যাডমিট কার্ডে ছবি বা স্বাক্ষরের সমস্যা থাকলে পরিচয়পত্রের সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি নিয়ে যেতে হবে।
- এক থেকে পাঁচ নম্বর উত্তর দিতেই হবে, নয়তো উত্তরপত্র বাতিল।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমস্যা হলে দ্রুত ব্যবস্থা।
- পরীক্ষক, কেন্দ্রের ইনচার্জ, পরিদর্শকরা কেউই হলে মোবাইল নিয়ে ঢুকতে পারবেন না।
- ৬৩৬টি কেন্দ্রে ৩,১৯,৯১৯ জন পরীক্ষায় বসছেন।
- পরীক্ষার্থীরা ওএমআর-এর কার্বন কপি সঙ্গে করে বাড়ি ফিরতে পারবেন।

কখন কী

- পরীক্ষা শুরু দুপুর ১২টায়।
- কেন্দ্রে প্রবেশের সময় ১০টা থেকে পৌনে ১২টা পর্যন্ত।
- সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে প্রশ্নপত্র পৌঁছে যাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে।
- প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু সকাল ১১.৪৫ মিনিট থেকে।
- মুখবন্ধ খামে ১২টার সময় পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র ও ওএমআর শিট হাতে পাবেন।

বিশেষ ব্যবস্থা

- মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে যাচাইকরণ হবে।
- প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র সিসিটিভির আওতায় থাকবে।
- মহিলা নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে মহিলাদের যাচাইকরণ হবে।
- ২৫ জন পরীক্ষার্থী পিছু ১ জন করে পরিদর্শক থাকবেন।
- ভেনু সুপারভাইজার হবেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান।
- ওএমআর শিটে অশ্লীল মন্তব্য বা ছবি আঁকা থাকলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।
- কিছুদিন পরে প্রকাশ হবে আনসার কী।
- প্রতিটি প্রশ্নপত্রে ভিন্ন সিকিউরিটি ফিচার থাকবে।

সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে প্রশ্নপত্র পৌঁছে যাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে। বিতরণ শুরু হবে সকাল ১১.৪৫ মিনিট থেকে। সঙ্গে থাকবে ওএমআর শিটও। লেখা শুরুর আগে ওএমআর শিট খোলা যাবে না।

এসএসসির তরফেই স্বচ্ছ পেনের ব্যবস্থা থাকবে পরীক্ষার্থীদের জন্য। বিশেষভাবে সক্ষমরা পরীক্ষায় আধ ঘণ্টা সময় বেশি পাবেন। সিদ্ধার্থ জানিয়েছেন, সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অ্যাডমিট কার্ডে একটি বারকোড থাকছে।

পরীক্ষার্থীরা কোনও মূল্যবান দ্রব্য আনলে তা রাখার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

জটিলতা এড়াতে ওএমআর শিটের হার্ড কপি দু'বছর সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসএসসি। মিরর ইমেজও সংরক্ষণ করা হবে ১০ বছরের জন্য। যাতায়াতে পরীক্ষার্থীরা যাতে কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেই কথা মাথায় রেখে কলকাতায় সরকারি বাস বাড়ানোর পাশাপাশি প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বেসরকারি বাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মেট্রো ও ট্রেনের সংখ্যা এবং সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সদর) মিরাজ খালিদ জানিয়েছেন, প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ৬-৭ জন পুলিশ কর্মী থাকার পাশাপাশি একজন করে সার্জেন কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন।

পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সতর্ক রয়েছেন। বাস বা যানবাহন বিকল হয়ে গেলে বিকল্প বাসের ব্যবস্থাও রয়েছে।

নতুন নিয়োগ বিধি অনুযায়ী, প্যানেল ও ওয়েটিং লিস্টের মেয়াদ থাকবে নিয়োগের প্রথম কাউন্সেলিংয়ের পরে ১ বছর পর্যন্ত। রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি নিয়ে মেয়াদ আরও ৬ মাস বৃদ্ধি হতে পারে। ওএমআর শিটের স্ক্যান করা প্রতিলিপি প্যানেলের মেয়াদ শেষে ১০ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

প্যানেলের মেয়াদ শেষের পর ২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা থাকবে ওএমআর শিট। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের বক্তব্য, আন্দোলনের চাপে তাঁদের পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব একটা আশাজনক নয়। সরকারের উদ্দেশে তাঁদের প্রশ্ন, নতুন নিয়োগে তাঁরা যদি সুযোগ না পান তাহলে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছে রাজ্য সরকার?

প্রতিবাদে সরব হয়ে কালো পোশাক পরে পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা। ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় মোট ৪৭৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৪৬,৫০০। নবম-দশমে মোট শূন্যপদ ২৩,২১২টি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এদিন সমাজমাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক এসএসসি। তাই কোনওরকম রাজনৈতিক মন্তব্য করব না।' কমিশন সূত্রে খবর, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এসএসসি অফিস সহ সদর দপ্তরে রবিবার সকাল ৮টা থেকে কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে। চালু হয়েছে বিশেষ যোগাযোগ নম্বরও। প্রয়োজনে ওই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

আত্মসমর্পণের পর জামিন কারামন্ত্রীর

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল ইডির বিশেষ আদালত। সেই নির্দেশ মেনে এদিন আত্মসমর্পণ করেন মন্ত্রী। তবে ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। জামিনের শর্ত হিসেবে আদালত জানিয়েছে, নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বোলপুর ও কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। তাঁকে ইডির তদন্তে সহযোগিতা করে যেতে হবে। এই মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর হলেও ইডি তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেদের জালে বেঁধে নিতে চাইছে। এদিনই আদালতে তাঁকে হেপাজতে নিতে চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। ফলে কার্যত এটা স্পষ্ট যে, ইডির রেডার থেকে এখনই স্বস্তি পাচ্ছেন না রাজ্যের মন্ত্রী। কিন্তু এদিন ইডির ভূমিকা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। পরবর্তী শুনানিতে কী হয় দেখা যাক।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আতশকাচের নীচে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাও। তাঁর বাড়িতে একাধিকবার অভিযান চালিয়ে যে টাকা উদ্ধার হয়েছে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য দিতে পারেননি মন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে এই বিষয়টি ইডির কাছে একপ্রকার অস্ত্র হয়ে উঠেছে। এদিন মন্ত্রী আদালতে আত্মসমর্পণের পরেই তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার অনুমতি চায় ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার যুক্তি, চন্দ্রনাথ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করছেন। তবে মন্ত্রীর আইনজীবী এর পরই এক সপ্তাহ সময় চেয়ে আবেদন জানান। এর প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশ আগামী শুক্রবারের মধ্যে ইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে জবাব দিতে হবে মন্ত্রীকে। মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ১৬ সেপ্টেম্বর। সূত্রের খবর, চন্দ্রনাথের বিপুল লেনদেনের হদিস পেয়েছে ইডি। সেই সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তাঁরা। তাই তাঁকে হেপাজতে নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্যের শাসকদল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কারামন্ত্রীও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে জড়িয়ে গেলে তৃণমূলের কাছে স্বস্তিদায়ক হবে না। তবে বিরোধীদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে বেআইনিভাবে চাকরি বিক্রির বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে দাগিয়ে দিলেও বিচার ব্যবস্থারও ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হচ্ছে।

ব্যাংকশাল কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছেন চন্দ্রনাথ সিনহা। -রাজীব মণ্ডল।

পুজোয় মমতার ১৭টি গান

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : এবারের দুর্গাপুজোয় নিজের লেখা ১৭টি গান প্রকাশ করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বিধানসভার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠানে একথা জানিয়েছিলেন তিনি।

বাঙালি অস্মিতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গান ইতিমধ্যেই গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। টালা প্রত্যয়ের পুজোর গান তাঁর রচনা বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা গানগুলিকে সুরারোপ করা শুরু করে দিয়েছেন বিভিন্ন শিল্পী। কিছু গান রেকর্ডিংয়ের পর্যায়েও পৌঁছে গিয়েছে।

প্রস্তুতি কমিশনে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : ১০ সেপ্টেম্বর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) সারা দেশে চালু করা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দিল্লিতে বিভিন্ন রাজ্যের ৩৬ জন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে আলোচনায় ডেকেছেন। তাঁদের কাছ থেকে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আগাম তথ্য সহ রিপোর্টও দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর ১০ তারিখ মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। সেই সূত্রেই শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল কলকাতায় তাঁর দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে এবিষয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে বসেন। জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে আগাম রিপোর্ট পাঠানোর আগে তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এদিন ওই বৈঠকে আলোচনা হয়। রাজ্যে এসআইআর চালু করার আগে এখনও পর্যন্ত কী কী প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, তার বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে পর্যালোচনাও করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, এরাজ্যে এসআইআরের কাজ চালু করা নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও বিভিন্ন কাজে সরকারি সহযোগিতার বিষয়গুলি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের রিপোর্টে প্রাধান্য পেতে চলেছে।

কাল ডিএ শুনানি, আশায় সরকারি কর্মীমহল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : গুরুত্বপূর্ণ মোড় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলায়। সর্বোচ্চ আদালতের এক সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছে কর্মচারীদের একটা বড় অংশ। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বিশেষ বেঞ্চই সোমবার ডিএ মামলার শুনানি করবে। শুধু তাই নয়, এঁরাই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন। সর্বোচ্চ আদালতের তালিকাভুক্ত ডিএ মামলাটি 'পার্ট হার্ড' বা আংশিক শুনানি হয়ে যাওয়ায় ওই দুই বিচারপতিই মামলার শুনানি করবেন। বিচারপতিদের 'ডিউটি রস্টার'-এর পরিবর্তন হলেও ডিএ মামলায় বিচারপতিদের বেঞ্চের কোনও বদল হবে না, সর্বোচ্চ আদালতের এটাই

রীতি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ডিএ মামলা আবার সুপ্রিম কোর্টে উঠছে। শনিবার এই খবর নবান্ন প্রশাসনে পৌঁছোনোর পর নতুন করে রাজ্য সরকারি মহলে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এদিন সরকারি ছুটি থাকলেও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলের পক্ষ থেকে এই মামলায় আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সহ বিশিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথাবার্তা চালানো হয়। রাজ্য সরকারি সংগঠনগুলি দিল্লিতে তাঁদের আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

একের পর এক শুনানি হলেও সোমবার ডিএ শুনানি নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে আইনজীবী মহল মনে করছে। 'পার্ট হার্ড' হিসেবে ডিএ মামলা সর্বোচ্চ আদালতে তালিকাভুক্ত হওয়ার অর্থই হল শুনানিতে বিচারপতি বদল না হওয়ায় নতুন করে মামলা শোনার আর অবকাশ থাকবে না। কারণ, বিচারপতি সঞ্জয় কারোল গত ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে ডিএ মামলার প্রায় ১২টি শুনানি চালিয়ে মামলার খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেকটাই অবগত আছেন। নতুন করে মামলা শোনার আর প্রয়োজন হবে না। এই মামলা বিস্তারিতভাবে জানার আরও কোনও প্রয়োজনই হবে না তাঁর। এতে আর কিছু না হোক, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

শাপলা ফুলের পোকা... *শনিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই।*

প্রার্থী হতে পারেন আব্বাস

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : পীরজাদা পরিবারের নৌসাদ সিদ্দিকী ভোটের ময়দানে নামলেও নিজেকে বিরত রেখেছেন আব্বাস সিদ্দিকী। তবে এবার তিনিও নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার একপ্রকার ঘোষণা করলেন। ভাঙড়ের রাজনীতিতে তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ও আব্বাস-নৌসাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কারোর অজানা নয়। এবার শওকতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আব্বাস জানালেন, প্রয়োজনে তিনি মাঠে নামবেন। বছর পাঁচেক আগে আইএসএফ গঠন করে ভাঙড়ে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেছিলেন আব্বাস। তাঁর ভাই নৌসাদ ভাঙড়ের বিধায়ক হয়েছেন। শনিবার আব্বাসের বক্তব্যে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

নৌসাদ ও আব্বাসকে আক্রমণ করে শওকত বলেছিলেন, 'রাতের ঘুম কেড়ে নেব দুই ভাইয়ের। আমাদের হারানোর কিছু নেই। শুরু ওরা করেছে, শেষটা তৃণমূল করবে।' এই প্রেক্ষিতেই এদিন আব্বাস বলেন, 'অত্যাচার যেখানে বেশি হবে তাকে শেষ করার জন্য নামার প্রয়োজন হলে আমি অবশ্যই নামতে রাজি আছি। নাহলে এই করব, ওই করব বলার জন্য অনেক লোক আছে।' আর তাঁর এই মন্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, এবার কি ভাঙড় দখলের লড়াইয়ে নির্বাচনে নামতে দেখা যাবে আব্বাসকে? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। ভাঙড় নিজেদের দখলে আনতে মরিয়া রাজ্যের শাসক দল। পালটা নিজেদের জমি ছাড়তে রাজি নয় আইএসএফও। তাই আগে থেকেই দু'পক্ষ রাজনৈতিক তর্জা বজায় রেখেছে। আগে ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়াইয়ের ঘোষণা করেও প্রার্থী হননি নৌসাদ। তাই আব্বাস সেই ইঙ্গিত দিয়েও তা বজায় রাখবে কি না সেটাই সংশয়।

প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে কড়া স্বাস্থ্য ভবন

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ করছে স্বাস্থ্যভবন। দপ্তরের 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট ছাড়া সরকারি ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে বাধ্যবাধকতা আগে থেকেই ছিল। তবে এনওসি না নিয়ে একাধিক সরকারি চিকিৎসকের প্র্যাকটিস চালিয়ে যাওয়ার ক্রমাগত অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে একসঙ্গে ৭৩ জন চিকিৎসকের আবেদন খারিজ করে দিল রাজ্য। সেই তালিকায় একাধিক জেলার চিকিৎসকরা রয়েছেন। এবার থেকে কড়া মনোভাবই নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যভবন।

কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মিলিয়ে ৭৩ জন চিকিৎসকের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ৩ মার্চ অর্থাৎ বাম আমলে ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারি নোটিফিকেশন নামক নির্দেশ জারি করে বলা হয়েছিল, সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে এনওসি পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে কোনও নতুন কাজ বা অ্যাসাইনমেন্টের শুরুতেই তা চাইতে হবে। চাকরিতে যোগদান বা প্রমোশন অথবা বদলির সময় ছাড়পত্র চাওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এই নিয়মকে গ্রাহ্য করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

ফের একলাখি গাড়ির আশ্বাস

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

চুঁচুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর : এবার এই রাজ্যেই এক লাখি চারচাকার গাড়ি প্রস্তুত করার আশ্বাস দিল হুগলির চুঁচুড়ার এক শিল্প সংস্থা। শনিবার ওই সংস্থা ইলেক্ট্রিক তিনচাকার গাড়ি বাজারে আনে। এই অনুষ্ঠানেই রাজ্যের দুই মন্ত্রী জাভেদ খান ও উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে সংস্থার কর্ণধার শান্তনু ঘোষ বলেন, 'দীপাবলির পরেই চার চাকার গাড়ির ডিজাইন আমরা সামনে আনব। আগামী জানুয়ারিতে গাড়ি বাজারে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের মধ্যে এই গাড়ি পাওয়া যাবে। এক লক্ষ টাকায় গাড়ি আনার জন্য আমরা রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট উইংয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। টাটার ন্যানো গাড়ির থেকে এই গাড়ি অনেক অত্যাধুনিক হবে বলে আমরা মনে করি।'

রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, 'এক লক্ষ টাকায় সাধারণ মানুষ গাড়ি পেলে তা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ভাল হবে। অনেকের গাড়ি কেনার শখ থাকলেও কিনতে পারেন না। এর ফলে তাঁরাও গাড়ির মালিক হওয়ার ইচ্ছাপূরণ করতে পারবেন।'

উদ্বোধনে উপস্থিত কুণাল ঘোষ, জাভেদ খানেরা। -সংবাদচিত্র।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'ইলেক্ট্রিক চারচাকা গাড়ি হলে তার খরচ অনেক কম হবে। কারণ পেট্রোল-ডিজেলের খরচ বেঁচে যাবে। সংস্থার কর্ণধারকে আমি প্রস্তাব দিয়েছি, একটা মডেল এক লক্ষ টাকার মধ্যে রাখা হোক। এছাড়াও প্রিমিয়ার ও ডিলাক্স মডেলও আনা হোক। তাতে অনেক সুবিধাও থাকবে।'

সংস্থার কর্ণধার সম্রাজ্ঞী ঘোষ বলেন, 'কুণাল ঘোষের কাছে যখন আমরা তিনচাকা গাড়ির উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানাতে যাই, তখনই উনি একলাখি গাড়ির প্রস্তাব দেন। আমরা গুরুত্ব সহকারে এই প্রস্তাব খতিয়ে দেখি এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামোর ব্যাপারে খোঁজ নিই। দেখেছি, একলাখি গাড়ি করা সম্ভব। এই গাড়ির জ্বালানি খরচও অনেক কম হবে। তাই আমরা চাইছি, নতুন বছরেই এই বাংলায় উৎপাদিত একলাখি গাড়ি বাজারে আনতে।'

এদিন ইলেকট্রিকের যে তিনচাকার গাড়ির উদ্বোধন হয়েছে তার দাম ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়েছে। গোটা রাজ্যেই এই তিনচাকার গাড়ি মিলবে।

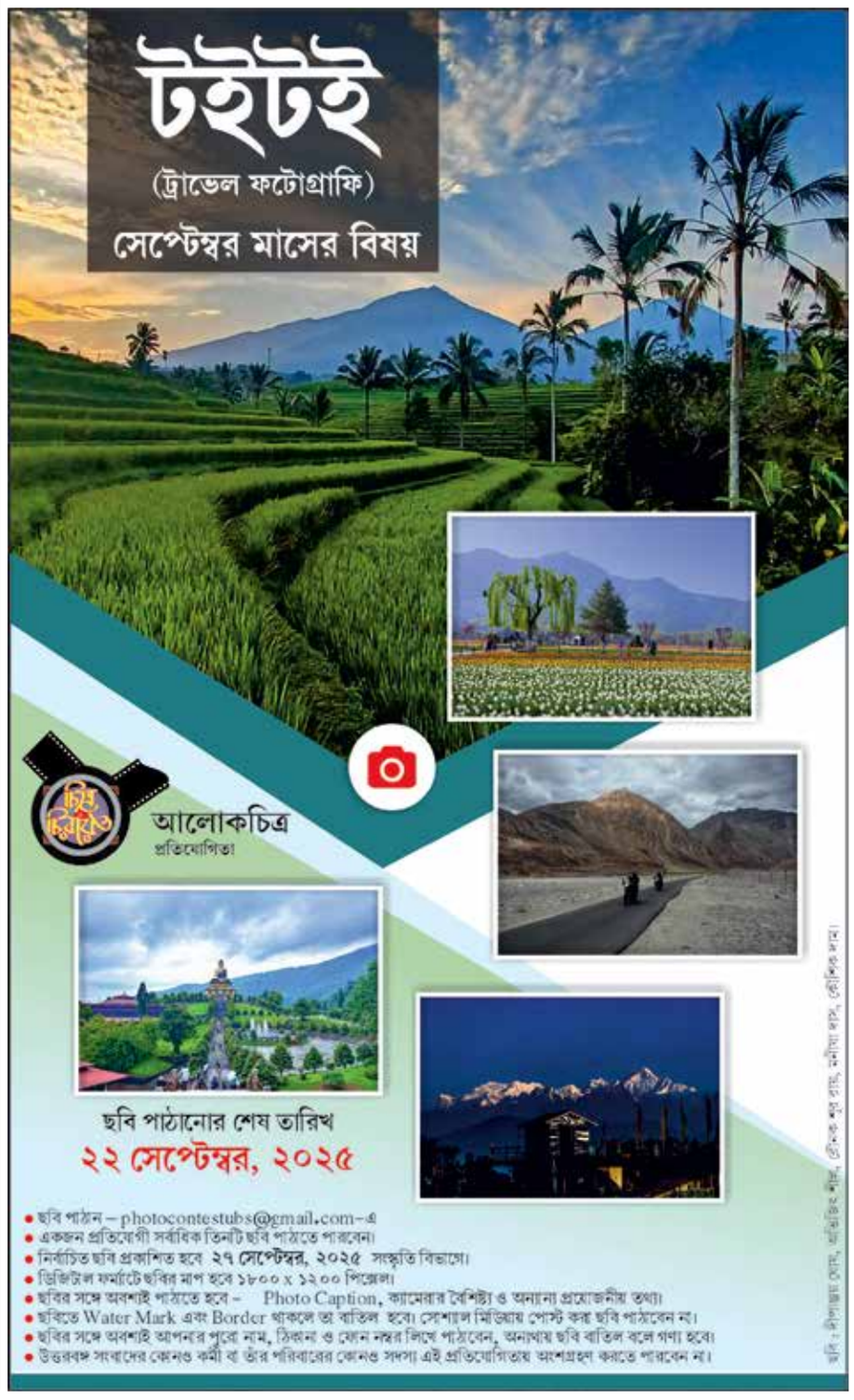

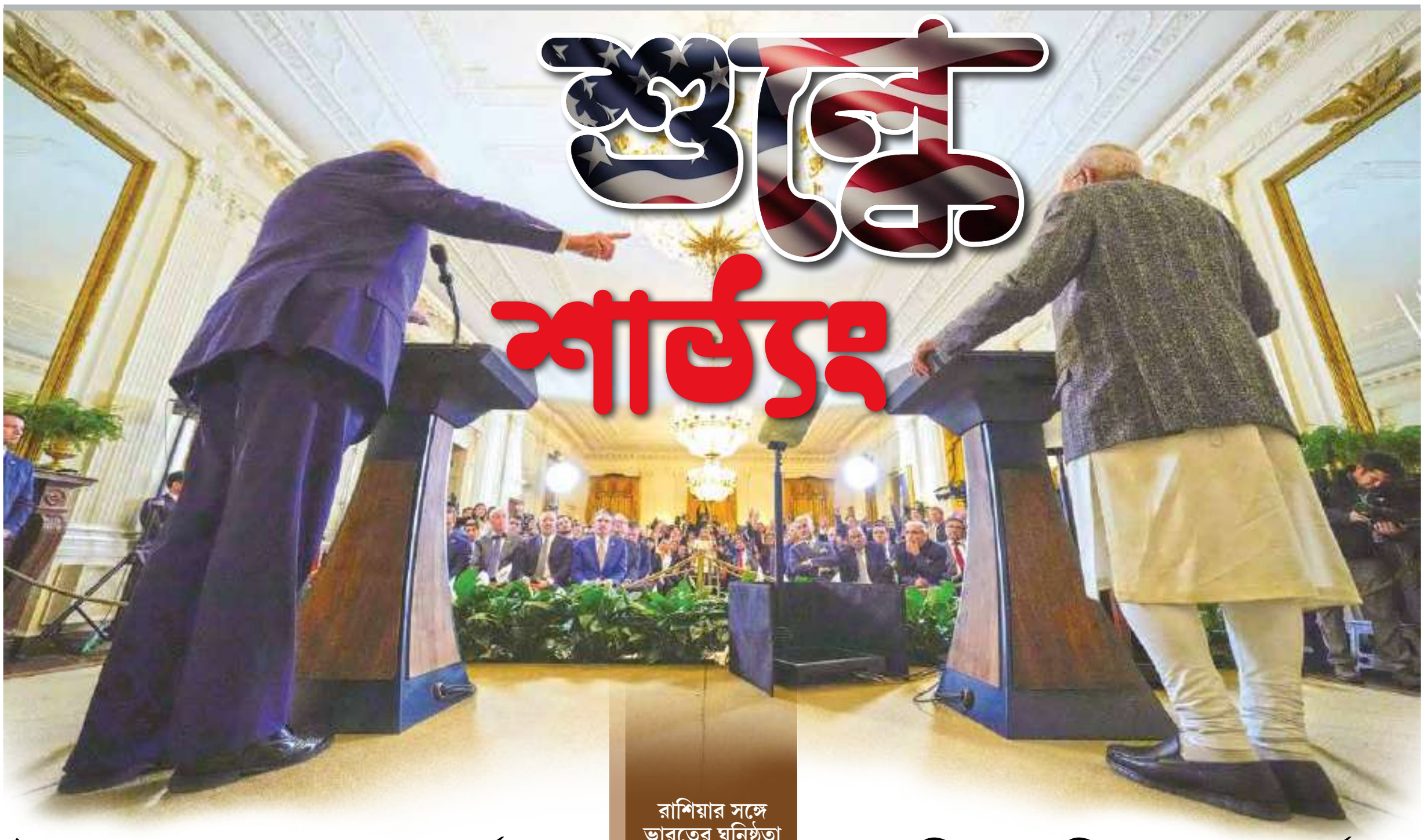

শুল্কে শাডিং

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা নতুন নয়। অনির্ভরযোগ্য প্রতিবেশী চিনের দিকে এখন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। আমেরিকার শুল্কযুদ্ধের ঠেলায় এই অসম ত্রিদেশীয় অক্ষ নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি তোলপাড়। আপাত চোখে মনে হয়, এতে বিড়ম্বনা বাড়বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। বিশ্বে তো বটেই, নিজের দেশেও। আবার মার্কিন শুল্ক চাপ কি সত্যিই ভারতের জন্য শক্তিশেল? দুই প্রতিবেদনে খতিয়ে দেখা হল উভয় দিক।

ট্রাম্পের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি সময়ের অপেক্ষা

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

ধীরে ধীরে রে মনা, ধীরে সব কুছ হোয়।
মালি সিঁচে সৌ ঘড়া, ঋতু আয়ে ফল হোয়। - কবীর

এরিক গার্সেটি ছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জমানায় ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। চলতি বছরের শুরুতে দেশে ফিরে যাওয়ার আগে দিল্লিতে বিদায়ি ভাষণে কবীরের দোঁহা উদ্ধৃত করে গার্সেটি বলেছিলেন, ধীরে ধীরে রে ও মন, সময় হলে সব কিছু হয়। গাছের গোড়ায় মালি একশো ঘড়া জল ঢাললেও ফল আসে নির্দিষ্ট ঋতুতেই। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ভারত-আমেরিকার বন্ধুত্ব একদিনে হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে দু'দেশের চেষ্টায় বেড়েছে সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা।

গার্সেটি নাহয় আমেরিকার আগের রাজনৈতিক জমানায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই অনেক ভালো ভালো কথা বলে গেলেন। কিন্তু ঠিক দু'মাস আগে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জর্গান অ্যান্ড্রুজও দু'দেশের বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক গাঁটছড়ার দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়েছিলেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মোদির মার্কিন সফরের সময় 'মিশন ৫০০' নামে যে সাহসী কর্মসূচি ঘোষণা হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল, আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বহর দ্বিগুণেরও বেশি, পাঁচ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়া।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাকাশ, উচ্চশিক্ষা, প্রতিরক্ষা সহ আরও বহু বিষয়ে দু'দেশের পারস্পরিক বন্ধনের অঙ্গীকার হল। দুই রাষ্ট্রনেতার ৩৩ দফা যৌথ বিবৃতিতে জানা গিয়েছিল, আমেরিকার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন লাখেরও বেশি ভারতীয় পড়ুয়ার অবদান মার্কিন অর্থনীতিতে বছরে ৮০০ কোটি ডলার। আমেরিকায় বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূতের সংখ্যা ৪০ লাখ। আমেরিকার নানা ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান বিরাট।

কয়েক মাসের মধ্যে ভারত-আমেরিকার দীর্ঘলালিত সেই সম্পর্ককে আচমকা দুরমুশ করে ট্রাম্পের প্রতিটি মন্তব্য ও পদক্ষেপ হয়ে উঠল ভারতের বিরুদ্ধে গলিত লাভার মতো বিদ্বেষের স্রোত। রাশিয়া থেকে খনিজ তেল কেনার দায়ে ভারত থেকে আমেরিকায় পণ্য আমদানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিলেন। চিন বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলি রাশিয়া থেকে আরও বেশি তেল কিনলেও তাদের ওপরে সেরকম শাস্তি বলবৎ হল না।

'পরম মিত্র' ভারতের ওপরেই বসল সর্বোচ্চ মার্কিন শুল্ক। সমস্ত কূটনৈতিক শিষ্টতা বিসর্জন দিয়ে ট্রাম্প বিষোদ্গার করলেন, ভারত মৃত অর্থনীতির দেশ। রাজা যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ। ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো বললেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে খরচ জোগাচ্ছে ভারত। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স নির্দ্বিধায় বললেন, আমেরিকার বারণ না শুনে রাশিয়ার তেল কিনছে বলেই তো এই জরিমানা!

ট্রাম্প আরও হুমকি দিয়েছেন, এইচওয়ান-বি ভিসা বন্ধ করে দেবেন, সর্বোচ্চ চার বছরের ভিসার মেয়াদ ফুরোলে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের আমেরিকা ছাড়তে হবে, আমেরিকায় গেলে ভিসা বাবদ সিকিউরিটি ফি জমা রাখতে হবে ইত্যাদি। তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবাতেও বাড়তি শুল্ক এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না করলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় ভারতের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও আছে।

ট্রাম্পের এই আচরণে স্পষ্ট, দীর্ঘকালের বাণিজ্যসঙ্গী ভারতের অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্ব পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে আমেরিকা। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের অভিযোগ, 'শুল্কের মহারাজা' আসলে ভারতই। মার্কিন পণ্য সেজন্য সেখানে ঢুকতে পারে না। কিন্তু ভারতের পণ্য আমেরিকায় ঢেলে বিক্রি। আমেরিকা এতদিন ভারতকে প্রচুর ছাড় দিয়েছে। এই একতরফা ব্যাপার আর চলবে না।

ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নালিশে মার্কিন বাণিজ্যে ঘাটতির হিসেবে দেওয়া হলেও গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (জিটিআরআই) নামে দিল্লির এক 'থিংক ট্যাংক' ট্রাম্পের যুক্তি খণ্ডন করে দেখিয়েছে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহ দু'দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বে সার্বিকভাবে লাভের পাল্লা আমেরিকার দিকেই ভারী।

ভারত থেকে এতদিন আমেরিকায় রপ্তানি হয়েছে চিংড়ি, মশলা, ভোজ্য তেল, বাসমতী চাল, ফল, সবজি এবং কিছু বেক করা সামগ্রী। অন্যদিকে, আমেরিকা থেকে ভারতে আসে আমন্ড, পেস্তা, সয়াবিন, ভুট্টা, তুলো, আপেল, প্রুন বা আলুবোখরা, আখরোট এবং ইথানল, যা পেট্রোলের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে বলে শোরগোল উঠেছে।

দিল্লির সংস্থাটির হিসাবে, ভারতের ডিজিটাল ইকনমি থেকে গুগল, মেটা, অ্যামাজন, অ্যাপল ও মাইক্রোসফটের মতো মার্কিন কোম্পানি যে বছরে দেড় থেকে দু'হাজার কোটি ডলার কামাচ্ছে সেটাও ধরতে হবে। তাছাড়া ম্যাকডোনাল্ড, পেপসি, কোকা কোলা সহ কয়েকশো মার্কিন সংস্থা ভারতে দেড় হাজার কোটি ডলার আয় করছে। ওয়ালমার্ট, আইবিএম, ডেল, নেটফ্লিক্স ইত্যাদি কোম্পানি জবরদস্ত মুনাফা করছে ভারতে। ঠিকঠাক হিসেবে হলে আমেরিকার উদ্বৃত্ত আয় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কোটি ডলার। মার্কিন পত্রিকা 'ফরচুন' খবরটি প্রকাশ করেছে।

মার্কিন কৃষি, ডেয়ারি ও পোলট্রির জন্যে ভারতের বাজার হাট করে খুলে দিতে ট্রাম্প চাপ দিচ্ছেন। বিটি কটন যেমন ভারতের বাজারে ঢুকে পড়েছে, তেমনই সতর্ক হওয়া উচিত মার্কিন ভুট্টা, সয়াবিন, ইথানল, দুগ্ধজাত পণ্য থেকে। যেগুলি জৈববৈচিত্র্য ধ্বংসকারী 'জেনেটিকালি মডিফায়েড' (জিএম)। এগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ও ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো ভারতও জিনঘটিত খাদ্যশস্য ঢুকতে দেওয়ার বিরোধী। ট্রাম্প এটাকে উলটে দিতে বেপরোয়া।

রাশিয়া থেকে তেল কেনা অজুহাত হলেও বাজার খুলে না দেওয়ায় ভারতের ওপর ট্রাম্প খাপ্পা। পাকিস্তানকে তিনি তোয়াজ করছেন ভারতকে আরও চটাতে ও মনোবলে চিড় ধরাতে। ভারত-পাক লড়াই থামানোর কৃতিত্ব দিতে অস্বীকার করায় ভারতের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের গোসা বেড়েছে। পাক সেনাপ্রধান মুনিরকে হোয়াইট হাউসে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে ভারতের গায়ে বিছুটি ডলতে চেয়েছেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম পাকিস্তান প্রস্তাব করলেও ভারত গা না করায় অহংসর্বস্ব ট্রাম্প ঘা খেয়ে আরও ফুঁসছেন। এখনকার এই রক্তক্ষরণের তুলনা আসবেই ১৯৭১ সালের সঙ্গে, যখন প্রেসিডেন্ট নিক্সন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে বঙ্গোপসাগরে পরমাণু অস্ত্রবাহী নৌবহর পাঠিয়েছিলেন ভারতকে ঠেকাতে। তাতে মার্কিনবিরোধী চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল ভারতে। সেই পারস্পরিক অবিশ্বাস স্থায়ী ছিল বহু দশক। নিক্সনের বিদেশসচিব কিসিঞ্জারও ছিলেন তীব্র ভারতবিরোধী।

আজ যেন ফিরে এসেছে নিক্সনের সেই জমানা! তাহলে আমেরিকা ও ট্রাম্প মুর্দাবাদ বলে কি আবার স্লোগানে মুখরিত হবে ভারতের রাস্তাঘাট? 'আব কি বার ট্রাম্প সরকার' ধ্বনির অসারতা তো প্রমাণ হয়েই গেল। এখন হয়তো ভারতে ট্রাম্পের কুশপুত্তলিকা পুড়তে দেখা যাবে।

(লেখক সাংবাদিক)

শাস্তি নাকি শেষপর্যন্ত শাপে বর ভারতের

চিরঞ্জীব রায়

ব্যক্তিটির নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প। মনোবিদরা তাঁর আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, কথাবার্তা বিচার করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তিনি নিজেকে মানবশ্রেষ্ঠ ভাবেন। তিনি কর্তৃত্বে বিশ্বাসী, আত্মকেন্দ্রিক, একগুঁয়ে এবং তাঁর মধ্যে মানবিক উষ্ণতা বা আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। এমন একজন ব্যক্তিত্ব শুল্ককে বাণিজ্যের অঙ্গ নয়, বিশ্ব শাসনের হাতিয়ার করে তুলেছেন। তাঁর ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর দাবি নয়াদিল্লি মানেনি। তার হুমকি থোড়াই পরোয়া করে রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কেনা বন্ধ করেনি।

এই অবজ্ঞা সহ্য হয়নি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তাই মাত্র এক বছর আগেও ভারতের পণ্যের আমেরিকায় আমদানি শুল্কের অঙ্ক ছিল ৩ শতাংশ, সেটা বাড়িয়ে করে দেওয়া হল ৫০ শতাংশ। ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাসে এত বড় মাত্রার বিপর্যয় আগে ঘটেনি। ২০২৪ সালে আমেরিকায় ৯১২০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে ভারত। এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৬০০০ কোটি ডলারের পণ্য ৫০ শতাংশ শুল্কের শিকার হবে।

যার ভীষণ প্রভাব পড়বে পোশাক, টেক্সটাইলস, জুয়েলারি, কার্পেট, আসবাব, চিংড়ি সমেত নানা শ্রম নিবিড় শিল্পে। ৫০ শতাংশ শুল্ক অর্থাৎ, ভারতের বোঝা চিন (৩০ শতাংশ), ভিয়েতনাম (২০ শতাংশ) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের (১৫ শতাংশ) থেকে অনেকটা বেড়ে গেল। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এই নতুন শুল্ক আগে থেকে ধার্যের সঙ্গে যোগ হবে। যেমন, জামার ক্ষেত্রে শুল্ক ছিল ১২ শতাংশ, সেটা বেড়ে হবে ৬২ শতাংশ। অথচ, চিন বা ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের শুল্ক হবে অনেক কম এবং ভারত রপ্তানির ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতায় পড়ে যাবে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে এর পরিণতি হল, ২০২৬ আর্থিক বর্ষে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানির অঙ্ক কমে ৯০০০ থেকে ৫০০০ কোটি ডলারে দাঁড়াতে পারে। শ্রম নিবিড় শিল্পে ভারতের আন্তর্জাতিক রপ্তানির ৩০ শতাংশ যায় আমেরিকায়। সেটা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কমে যেতে পারে।

বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে কম শুল্কের সুবিধাভোগী বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ধাক্কা খেতে হতে পারে ভারতকে। যেমন, চিংড়ির ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ শুল্কের জেরে ভারতীয় মৎস্যজীবী ও কারখানাগুলিকে পিছনে ফেলে দেবে ইকুয়েডর বা ভিয়েতনামের মতো দেশ। এদেশ থেকে আমেরিকায় বছরে ১০০০ কোটি ডলারের সোনাদানা, হিরে রপ্তানি হয়। আমেরিকার আমদানির ৪০ শতাংশ সেটা। ট্রাম্পের ফতোয়ায় ক্ষতি হবে সেক্ষেত্রেও। আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, সুরাট, মুম্বই, জয়পুরের মতো শহরে অনেকে এর ফলে কর্মহীন হবেন।

আমেরিকার আমদানির ৩৫ শতাংশ টেক্সটাইলস এবং পোশাক ভারতের। যার মূল্য প্রায় ১১০০ কোটি ডলার। ৬৪ শতাংশ শুল্কের বোঝা নিয়ে সংকটে পড়বে সেই শিল্প। মাঝখান থেকে লাভ হবে বাংলাদেশ বা মেক্সিকোর মতো দেশের। কার্পেট, হস্তশিল্প, আসবাব, এমনকি বাসমতী চাল এবং বিভিন্ন মশলাও শুল্কের কোপে পড়েছে। রপ্তানিতে ভারত দশকের পর দশক যে ক্রমাগত বৃদ্ধির ঢেউয়ে সওয়ার ছিল, সেই অগ্রগতি থমকে যাবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের রপ্তানির সম্ভার সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধির অনুকূল নয়। তাই বিপর্যয় যতটা গুরুতর, ভারতের প্রচেষ্টা ততটাই ব্যাপক হতে হবে। মার্কিন বাজারে রপ্তানিতে অসম প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে পরিকাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন হবে। লাভের অঙ্ক কমবে বলে পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে, শ্রম আইনের সরলীকরণ প্রয়োজন হবে। দেশে উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।

নিম্ন ও মাঝারি মাপের দেশীয় উৎপাদনের সম্ভাবনাযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আমদানি করতে হবে। পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আইআইটি, বিটস, সিএসআইআর এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সর্বোত্তম উপযোগিতাকে ব্যবহার করতে হবে। দেশের বিশাল চাহিদা মেটাতে ভারতকে অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির ওপর নির্ভর করতেই হয়। অপচয় রুখে এর ব্যবহার খানিক নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও আমদানির চাপ কমে।

ইলেক্ট্রনিক্স, বিভিন্ন উচ্চপ্রযুক্তির সরঞ্জাম, ওষুধপত্র, টেক্সটাইলস, অটোমোবাইলস ইত্যাদি আমদানি করে থাকে ভারত। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে জৈব ও অজৈব রাসায়নিক এবং সার আমদানির প্রয়োজন পড়ে। লোহা ও ইস্পাত, প্লাস্টিক ইত্যাদির চাহিদা দেশীয় উৎপাদনে মেটে না। বিমান এবং মহাকাশযানের যন্ত্রাংশও আমদানি করতে হয়। রপ্তানি ধাক্কা খাওয়ার সন্ধিক্ষণে এসব ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বাড়িয়ে আমদানি খরচ কমাতে হবে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, রপ্তানিকারকদের পাশে দাঁড়ানো। এমএসএমই অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য বাজেট সহায়তার মাধ্যমে শ্রম নিবিড় ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান বাড়াতে হবে। তাতে অর্থ জোগানের খরচ এবং তার জেরে উৎপাদনের খরচ কমবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রপ্তানির বিকল্প ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আরও সক্রিয় করে তুলতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী রপ্তানি আলোচনাও ত্বরান্বিত করতে হবে। এর পাশাপাশি, রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারি আইনকানুনের জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে ন্যাশনাল ট্রেড নেটওয়ার্ক-এর বন্দোবস্ত করা জরুরি, যাতে একই মঞ্চ থেকে সব সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়। সরকার ইতিমধ্যে জিএসটি-র হার কমিয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে যাতে ক্রেতারা ২২ সেপ্টেম্বর থেকে পরিবর্তিত জিএসটি-র সুবিধা পান।

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের আশা, জিএসটি-র হার কমলে দেশীয় বাজারে পণ্যের চাহিদা বাড়বে এবং তাতে মার্কিন খামখেয়ালিপনা খানিকটা হলেও মোকাবিলা করা যাবে। আশার কথা হল, আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য দেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির হার ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৫ সালের তুলনায় ২০২৬ সালে পাঁচ শতাংশ বেড়ে রপ্তানির অঙ্ক ৩৫ হাজার কোটি ডলার থেকে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা।

পরিষেবা রপ্তানির চিত্রটা আরও আশাব্যঞ্জক। তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিষেবা রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা ১০ শতাংশ। অর্থাৎ পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানির অঙ্ক ৮২ হাজার কোটি ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ৮৪ হাজার কোটি ডলার ছুঁতে পারে। সেটা হলে ট্রাম্প সৃষ্ট ঝড়ঝঞ্ঝার পরেও ভারতের রপ্তানি ২.৩ শতাংশ বাড়বে। তাছাড়া আগের মনোভাব বদলে চিনা লগ্নির দরজা খুলতে পারে ভারত।

নীতিহীন শুল্কনীতি নিয়ে আমেরিকা ও তার প্রেসিডেন্ট এখন ঘরে-বাইরে, কূটনৈতিক মহল থেকে সংবাদমাধ্যম সর্বত্র যথেষ্ট চাপে। খোদ মার্কিনিরাই ভারত থেকে যাওয়া ওষুধ, পোশাক, তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম, যানবাহনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। গোটা পৃথিবীই ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনা, বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে শুল্ককে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করার বিপক্ষে। মার্কিন আদালতই বহু ক্ষেত্রে বর্ধিত শুল্ক অবৈধ হিসাবে রায় দিয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে শুল্কের হার কমলেও কমতে পারে। মোদ্দা কথা হল, আরও হাজারো বিপর্যয়ের মতো মার্কিন শুল্ক-ঝড়ের রেশও কেটে যাবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এই ধাক্কাই ভারতকে আরও শিল্পোদ্যোগী হতে, বিশ্বের বাজারে দেশীয় পণ্যের কদর আরও বাড়াতে এবং আমদানি কমানো, রপ্তানি বাড়ানোর পদক্ষেপ করতে শেখাবে। ট্রাম্পের কল্যাণে তাহলে শাপে বর হবে।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

প্রায় ফাঁকা হলে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন

নকশালবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার প্রায় ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধন হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যোৎসবের। নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দ্বারা আয়োজিত এই নাট্যোৎসব চলবে ১০ তারিখ অবধি। কিন্তু উৎসবের প্রথম দিন আয়োজকরা ছাড়া আর কেউই প্রেক্ষাগৃহমুখী হননি। নকশালবাড়ি তথা উত্তরবঙ্গে প্রথমবার এই ধরনের নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকশূন্য থাকার জন্য আয়োজকদের অনুষ্ঠানের প্রচারে অনীহাকে মূল কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে।

স্থানীয় নাট্যকর্মী রাজু সরকার বলেন, 'এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের অগ্রাধিকার দিলে উদ্যোগটি অবশ্যই সফল হত। কিন্তু ক্ষুদ্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে শিল্পের এমন পরিসরকে কলুষিত করা হল।' আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রহ্লাদ বিশ্বাস বলেন, 'প্রথম অর্ধে দর্শক খুব বেশি না এলেও, দ্বিতীয় অর্ধে অনেকে এসেছিলেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ উৎসবের আয়োজক, তাঁদের লোকজন বেশি ছিল।'

এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার প্রমুখ। জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি আসতে পারেননি। নাট্যোৎসবের প্রথম দিনে বিরসা মুন্ডা কলেজের প্রযোজনায় জায়ে তো জায়ে কাহা এবং শিলিগুড়ি ঋত্বিকের প্রযোজনায় বুদ্ধিরাম নাটক দুটি পরিবেশিত হয়। নাট্যকর্মী উত্তম পাল হতাশ সুরে তিনি বলেন, 'প্রথম দিন একদমই লোক হয়নি। আশা করি দ্বিতীয় দিন থেকে অনেকে নাটক দেখতে আসবেন।'

গাঁজা বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ৩

ফাঁসিদেওয়া, ৬ সেপ্টেম্বর : চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি থেকে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্র। ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত রতন বর্মন (৩১), দিলীপ বিশ্বাস (৪০) কোচবিহার এবং বিশ্বরূপ সরকার (১৯) ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা। রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। ফাঁসিদেওয়ার ওসি বলছেন, 'ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়েছে। এই কারবারে কারা যুক্ত, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বিধাননগর মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু হয়েছে। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের ইন্দ্রাণী ফলসের ছবিটি তুলেছেন মৃণাল রানা।

নবি দিবসের পর নিষেধাজ্ঞা পুলিশের

ভেনাস মোড়ে জমায়েতে না

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে ভেনাস মোড় আটকে কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না। সম্প্রতি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার এই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

নবি দিবসকে সামনে রেখে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নুর-ই-মুজস্সম নামের একটি সংগঠনের তরফে ভেনাস মোড়ে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। চলেছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। রাস্তা দখল করে মঞ্চ বানিয়ে অনুষ্ঠান চালানোর অভিযোগে পুলিশের তরফে ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে গত শুক্রবার একাধিক ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়। এই মামলায় সাধারণ মানুষকে হয়রানি, রাস্তা দখল ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতার ধারা দেওয়া হয়েছে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা প্রসঙ্গে ডিসিপি (ইস্ট) বলেন, 'ভেনাস মোড় শিলিগুড়ির হার্টবিট। কিছু হলেই দেখা যায়, ভেনাস মোড়ে জমায়েত করে সেই হার্টবিট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কারও জমায়েত করার ইচ্ছে থাকলে মাঠে গিয়ে করুক। ভেনাস মোড়ে এই কাজ আর চলবে না।' একইসঙ্গে ডিসিপি (ইস্ট) জানিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়টা মাথায় রেখেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সমস্যা যেখানে

পুলিশ অনুমতি না দিলেও রাস্তার কিছুটা অংশ নিয়ে করা হয়েছিল মঞ্চ

মঞ্চের সামনে মানুষের জমায়েতে ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে

অনুষ্ঠান চলাকালীন সমস্যা সমাধানে সংগঠনের কাউকে পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ

ভেনাস মোড় শিলিগুড়ির হার্টবিট। কিছু হলেই দেখা যায়, ভেনাস মোড়ে জমায়েত করে সেই হার্টবিট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কারও জমায়েত করার ইচ্ছে থাকলে মাঠে গিয়ে করুক। ভেনাস মোড়ে এই কাজ আর চলবে না।

রাকেশ সিং ডিসিপি (ইস্ট)

এদিকে, মামলা প্রসঙ্গে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ রাজু। তাঁর মতে, 'সরকার যখন একপাশের গোটা রাস্তা আটকে হিমালয়ান ফেস্টিভাল করে, তখন কোনও সমস্যা হয় না। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। সরকার ধর্মের ওপরে নয়।'

এই প্রসঙ্গে এসআই পদমর্যাদার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, ওই সংগঠনের তরফে রাস্তার মাঝে অস্থায়ী মঞ্চ করার কথা পুলিশকে জানানো হয়েছিল। সেই আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। ওই সংগঠনকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, রাস্তা আটকে কোনও ধরনের মঞ্চ তৈরি করা যাবে না। যদিও অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায় ভেনাস মোড় পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখা যায়, রাস্তার কিছুটা অংশ নিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেই মঞ্চের সামনেই বহু মানুষের জমায়েত হয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ায় এসআই সহ বাকি পুলিশকর্মীরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে। সমস্যা সমাধানে ওই সংগঠনের সদস্যদের অনুষ্ঠান চলাকালীন খোঁজা হলেও কাউকে পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ওইদিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত যানজট তৈরি হয়েছিল বলেও জানা যায়। আনন্দ, উৎসব থেকে শুরু করে প্রতিবাদ। ভেনাস মোড় যেন হয়ে উঠেছে শক্তি প্রদর্শনের জায়গা। অনেক সময়ই যানজট সমস্যার সমাধানে কার্যত কালঘাম ছুটে যায় পুলিশের। তবে এবার এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন শিলিগুড়িতে

মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : রোজ রাত গভীর হতেই শহরের অলিগলিতে বসছে মদের আসর। আর সেই আসরকে ঘিরে ঘটছে ঝামেলা। বিশেষ করে মদ্যপদের বাধা দিলেই মারধর জুটছে প্রতিবাদীদের কপালে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ শহরবাসী। সম্প্রতি শহর শিলিগুড়িতে এধরনের একাধিক ঘটনা সামনে আসায় প্রশাসনের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ছবি: এআই

যদিও রাত বাড়তেই টহলদারির পাশাপাশি কোনও মদ্যপকে হুজ্জতি করতে দেখলেই গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করছেন মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা। পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'রাতে টহলদারি করা হচ্ছে। কোথাও কোনও হুজ্জতি নজরে পড়লেই আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

শুক্রবার রাতে এক মদ্যপ অটোচালককে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধে সেবক রোডে। প্রথমদিকে ওই চালককে স্থানীয়রা অসুস্থ মনে করলেও পরবর্তীতে মদ্যপ অবস্থায় থাকার বিষয়টা সামনে আসতেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন স্থানীয়রা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শহরবাসীর কথায়, 'রাতের শহর একেবারেই মদ্যপদের দখলে চলে যাচ্ছে।' স্থানীয়দের কথা যে খুব একটা ভুল নয়, সেটা সম্প্রতি একের পর এক ঘটনায় পরিষ্কার। বুধবার গভীর রাতে দেশবন্ধুপাড়ার এক তরুণ অ্যাপার্টমেন্টে কবিতা চর্চা করছিলেন। বাইরে মদ্যপদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদী ওই তরুণকে কয়েকজন মদ্যপ বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় পরবর্তীতে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণ। তাঁর অভিযোগ, 'অ্যাপার্টমেন্টের নীচে কয়েকজন তরুণ মদের আসর বসিয়েছিলেন। তাঁদের শান্তভাবে বলি চলে যেতে। যার পালটা আমাকে বেধড়ক মারধরের শিকার হতে হয়।'

গত মাসেই দার্জিলিং মোড়ে মদ্যপ দুই গোষ্ঠীর মারপিটের ভিডিও করতে গিয়ে এক তরুণ বেধড়ক মারধরের শিকার হন। সেই তরুণকে স্থানীয় দোকানদার বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধরের শিকার হতে হয়। ঘটনার পরবর্তীতে একজন গ্রেপ্তারও হয়। সম্প্রতি চম্পাসারিতে এক দোকানদার বেধড়ক মারধরের শিকার হন।

রাত গভীর হতেই মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো থেকে হুজ্জতি এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের উচিত, এব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।

বসুন্ধরা দাস
শহরবাসী

অভিযোগ, মদ্যপ দুই তরুণ ওই দোকানদারের দোকানের সামনে গাড়ি পার্ক করেন। গাড়ি সরাতে বলতেই জোটে মার। ডাবগ্রাম মাঠেও প্রায়দিনই মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী।

শহরবাসী বসুন্ধরা দাস বলছেন, 'রাত গভীর হতেই মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো থেকে হুজ্জতি এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের উচিত, এব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'এটা একটা সামাজিক সমস্যা। আমাদের সকলকেই এব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৬ সেপ্টেম্বর : লরিতে বিহার থেকে অসমে পাচারের সময় ২৪টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত শাকিল আহম উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। শনিবার পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি লরি আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ লরি থেকে মোষগুলি উদ্ধার করে। চালকের কাছে বৈধ কোনও নথি ছিল না। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে চালক মোষ পাচারের কথা স্বীকার করেন।

ফুটবল ম্যাচ

চোপড়া, ৬ সেপ্টেম্বর : সুশীল নাগরিক সমাজের উদ্যোগে চোপড়ার কোটগছ হাইস্কুলে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এলাকার ৪ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সম্মান জানানো হয়। গতবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬টি স্কুলের মোট ৩৬ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ফুটবল ম্যাচে প্রাইমারি শিক্ষক দল ২-১ গোলে হাইস্কুল শিক্ষক দলকে হারিয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ৬ সেপ্টেম্বর : ঘর থেকে তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটগছ এলাকায়। মৃতের নাম জাহিদ আলি (২২)। তিনি কিছুদিন ধরে বাড়িতে একা থাকতেন। শনিবার সকালে বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা এসে ঘরে তরুণের ঝুলন্ত দেহ দেখে হকচকিয়ে যান। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

লোডশেডিং

চোপড়া, ৬ সেপ্টেম্বর : সদর চোপড়ায় লোডশেডিংয়ে ভুগছেন বাসিন্দারা। গত এক সপ্তাহ ধরে এই সমস্যা চলছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনে কমপক্ষে ৮-১০ বার বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত সাহা বলেন, 'শনিবার দিনভর বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ পরিষেবার বিঘ্ন ঘটে।' বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির চোপড়া স্টেশন সূত্রে অবশ্য বলা হচ্ছে, এলাকায় গাছের ডাল ভেঙে পড়াতে এইদিন সমস্যা হয়েছে।

কার্যালয় নিয়ে ফাঁপরে তৃণমূল

চোপড়া, ৬ সেপ্টেম্বর : সেনার জমিতে দলীয় কার্যালয় করে চোপড়ায় ফাঁপরে পড়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের ব্লক কার্যালয়ের চারদিক তার দিয়ে ঘেরা পড়েছে। চার মাস ধরে তৃণমূলের চোপড়া অঞ্চল ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি কার্যালয়ের বাইরেই সারতে হচ্ছে। ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'দলীয় কার্যালয়ের জন্য অন্যত্র জমি দেখা হচ্ছে। সদর এলাকার বাইরে জমি রয়েছে। কিন্তু এতে অনেকের আপত্তি রয়েছে। চোপড়া ও কালাগছের মাঝে জমি চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। আশা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই সমাধানসূত্র মিলবে।'

তৃণমূলের চোপড়া অঞ্চল সভাপতি তনয় কুণ্ডু বলেন, 'কোন জায়গায় কার্যালয় করা যাবে, এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।'

সদর চোপড়ায় থানার সামনের মাঠ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা সেনার জমি হওয়াতে চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। মাঠে ইতিমধ্যে সেনার ছাউনি বসেছে।

সেনার জমিতে এই কার্যালয় নিয়ে সমস্যা।

চারদিকে তারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। একই লাইনে কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় রয়েছে। তবে এখনও কংগ্রেস ও বিজেপির ব্লক কার্যালয় তারের ঘেরার ভেতরে না পড়াতে সেভাবে মাথাব্যথা নেই দুই দলের নেতা-কর্মীদের। তবে ব্লক কার্যালয় হাতছাড়া হওয়াতে সমস্যায় পড়েছেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ব্লক কার্যালয় নিয়ে মাথাব্যথা বাড়ছে তৃণমূল শিবিরে। এখানে দিনভর দলীয় কার্যালয় খোলা থাকত। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের কর্মী-সমর্থকরা সদর চোপড়ায় এলে অন্তত একবার ব্লক কার্যালয়ে ঢুঁ মারতেন।

বেশিরভাগ সময়ই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে গমগম করত শাসকদলের এই কার্যালয়। ব্লক কার্যালয়ের সামনের ফাঁকা মাঠে বছরভর দলের বিভিন্ন কর্মসূচি চলত। তবে এখন কার্যালয়ের চারদিকে তারের ঘেরা থাকায় বিভিন্ন কর্মসূচি চালাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

বোনাসের দিকে তাকিয়ে শ্রমিক, ব্যবসায়ীরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : সরকারি নির্দেশিকায় এ বছরের চা বোনাস দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। যদিও জলপাইগুড়ি জেলার একটি বাগান ছাড়া আর কোনও বাগানই এখন পর্যন্ত বোনাস দেয়নি। কয়েকটি বাগান বিশ্বকর্মাপুজোর দিন অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বরের ডেটলাইন দিয়ে রেখেছে। এদিকে প্রাকপুজোর প্রথম রবিবাসরীয় হাট রবিবার। সব মিলিয়ে শ্রমিক ও ব্যবসায়ী মহল বোনাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চা বণিকসভাগুলির অবশ্য দাবি, আগামী সপ্তাহ থেকেই বোনাস দেওয়া শুরু হয়ে যাবে।

শনিবার বোনাস হয়েছে মেটেলির জুরন্তি চা বাগানে। সেখানে ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দেওয়া হয়েছে। এর আগে প্রথম বোনাস দিয়েছিল আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগান। বাগানগুলির একাংশের বোনাস নিয়ে এখন শ্রমিক-মালিক পক্ষের স্নায়ুর যুদ্ধ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। রুগ্ন বাগানগুলি বরাবরের মতোই ছাড় চেয়ে শ্রম দপ্তরের কাছে আবেদন করেছে। যদিও সরকারি নির্দেশিকা বা অ্যাডভাইজারিতে ছাড়ের কোনও সংস্থান নেই। ঢালাও সব বাগানকেই ২০ শতাংশের বোনাস দিতে বলা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিরও আলোচনার জায়গা নেই। বোনাস না হওয়ায় রবিবারের হাট যে জমছে না তা নিয়ে সংশয় নেই। ১৫ সেপ্টেম্বরের আগে সব বাগানে বোনাস না হলে ১৪ তারিখের আরেকটি রবিবারের হাটে পুজোর বিকিকিনি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। যে কারণে মালবাজার হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত বলছেন, 'সারাবছর পুজোর হাটের বিক্রির দিকেই তাকিয়ে থাকেন ব্যবসায়ীরা। তাই কালবিলম্ব না করে বাগানগুলি দ্রুত বোনাস মিটিয়ে দিক। মনে রাখতে হবে বোনাস অর্থনীতির সঙ্গে ডুয়ার্সের অন্তত দুই থেকে তিন লক্ষ হাট ব্যবসায়ীর দুটো টাকা বাড়তি উপার্জনের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে।'

বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'মালিকরা কী চাইছেন পরিষ্কার নয়। আমাদের অবস্থান জলের মতো পরিষ্কার। সরকারি গাইডলাইন মেনে সময়মতো বোনাস দিতে হবে। নচেৎ রাজ্যকেই পদক্ষেপ করতে হবে।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের কথায়, 'আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই যাবতীয় বোনাস পর্ব মিটিয়ে ফেলা হোক। নয়তো হাতে আর সময় থাকবে না।' বণিকসভাগুলি অবশ্য জানিয়েছে নিয়মনীতি মেনেই বোনাস দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের শাখার সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সদস্যভুক্ত বাগানগুলি নিয়মনীতি মেনেই বোনাস দেবে।'

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সচিব রামঅবতার শর্মা বলেন, 'কিছু বাগান প্রকৃত অর্থেই রুগ্ন। আশা করছি সবাই সবকিছু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে।' এদিকে, কেন্দ্রের ভারীশিল্পমন্ত্রকের অধীনস্থ বানারহাটের অ্যান্ড্রিউ ইউলের চা বাগানগুলি দুই কিস্তিতে বোনাস দিতে চেয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির কাছে আবেদন করেছিল। সেটা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর।

শনিবার নাগরাকাটার হাট।

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল
পূর্ব রেলওয়ে
৫৬, সি.আর. অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১২, ওয়েবসাইট: www.rrcer.org

২০২৫-২৬ বর্ষের স্পোর্টস্ কোটায় নিয়োগ

নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি

এমপ্লয়মেন্ট বিজ্ঞপ্তি নং.: আরআরসি/ইআর/স্পোর্টস্ কোটা (ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট)/২০২৫-২৬

১. সময়সীমা:
i) অনলাইন আবেদন শুরুর তারিখ এবং সময়: ১০.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা।
ii) অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ এবং সময়: ০৯.১০.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা।

এমপ্লয়মেন্ট বিজ্ঞপ্তি নং. আরআরসি/ইআর/স্পোর্টস্ কোটা (ওপেন অ্যাডভার্টাইজ্মেন্ট)/২০২৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব রেলওয়েতে পিবি-১-এর ৫২০০-২০২০০ টাকা বেতনমানে গ্রেড পে ২৪০০/২৮০০ টাকা (লেভেল-৪/৫), ১৯০০/২০০০ টাকা (লেভেল-২/৩) এবং ১৮০০ টাকা (লেভেল-১)-এর ৫০(পঞ্চাশ)টি পদ পূরণের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব আছে এমন যোগ্য এবং মেধাবী খেলোয়াড়দের থেকে **অনলাইন** আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত ডিসিপ্লিনে বর্তমান শূন্যপদের বিবরণের তালিকা নিম্নরূপ:

২. গ্রুপ-'সি' এবং পূর্বতন গ্রুপ -'ডি'-তে পদের বিস্তারিত বিবরণ:

ক্যাটেগরি নং.	৭ম সিপিসি অনুযায়ী পদ	পদের সংখ্যা	পদের বিস্তারিত বিবরণ
১.	গ্রুপ 'সি', লেভেল-৪/লেভেল-৫ (৭ম সিপিসি) জিপি ২৪০০/২৮০০ টাকা (৬ষ্ঠ সিপিসি)	০৫ (পাঁচ)	পূর্ব রেলওয়ের যে কোনও ইউনিটে লেভেল-৪/৫ পদের যে কোনও উপযুক্ত পদ
২.	গ্রুপ 'সি', লেভেল-২/লেভেল-৩ (৭ম সিপিসি) জিপি ১৯০০/২০০০ টাকা (৬ষ্ঠ সিপিসি)	১২ (বারো)	পূর্ব রেলওয়ের যে কোনও ইউনিটে লেভেল-২/৩ পদের যে কোনও উপযুক্ত পদ
৩.	গ্রুপ 'ডি', লেভেল-১ (৭ম সিপিসি) জিপি ১৮০০ টাকা (৬ষ্ঠ সিপিসি)	৩৩ (তেত্রিশ)	পূর্ব রেলওয়ের যে কোনও ইউনিটে লেভেল-১ পদের যে কোনও উপযুক্ত পদ
মোট - ৫০ (পঞ্চাশ)			

প্রতি ক্যাটেগরি-তে পদের বিন্যাস:

ক্যাটেগরি-১: পিবি-১ (৫২০০-২০২০০ টাকা) তৎসহ জিপি ২৪০০ টাকা অথবা ২৮০০ টাকা (৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্স-এর লেভেল-৪ অথবা লেভেল-৫)- (কোটা-০৫)

ক্র. নং.	খেলার নাম	স্পেশালিটি (পজিশন/ইভেন্ট)	নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত খেলোয়াড়
১.	তীরন্দাজী (পুরুষ ও মহিলা)	রিকার্ভ/কম্পাউন্ড	০১(এক)
২.	অ্যাথলেটিক্স (মহিলা)	১০০ মি./২০০ মি./৮০০ মি./১৫০০ মি./১০০০০ মি./ট্রিপল জাম্প/হাই জাম্প	০২(দুই)
৩.	সুইমিং (পুরুষ)	ফ্রি স্টাইল (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্রেস্টস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্যাকস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/বাটারফ্লাই (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)	০১(এক)
৪.	সুইমিং (মহিলা)	ফ্রি স্টাইল (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্রেস্টস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্যাকস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/বাটারফ্লাই (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)	০১(এক)
মোট			০৫ (পাঁচ)

ক্যাটেগরি-২: পিবি-১ (৫২০০-২০২০০ টাকা) তৎসহ জিপি ১৯০০ টাকা অথবা ২০০০ টাকা (৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্স-এর লেভেল-২ অথবা লেভেল-৩)- (কোটা-১২)

ক্র. নং.	খেলার নাম	স্পেশালিটি (পজিশন/ইভেন্ট)	নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত খেলোয়াড়
১.	তীরন্দাজী (পুরুষ ও মহিলা)	রিকার্ভ/কম্পাউন্ড	০১(এক)
২.	অ্যাথলেটিক্স (মহিলা)	১০০ মি./২০০ মি./৮০০ মি./১৫০০ মি./১০০০০ মি./ট্রিপল জাম্প/হাই জাম্প	০২(দুই)
৩.	ব্যাডমিন্টন (পুরুষ)	-	০১(এক)
৪.	ব্যাডমিন্টন (মহিলা)	-	০১(এক)
৫.	বাস্কেটবল (মহিলা)	পয়েন্ট গার্ড/ফরোয়ার্ড/পোস্ট	০১(এক)
৬.	কবাডি (মহিলা)	লেফট্ রেডার/অল-রাউন্ডার	০১(এক)
৭.	কবাডি (পুরুষ)	অল-রাউন্ডার/রাইট রেডার/রাইট কভার/লেফ্ট কভার/রাইট কর্নার/লেফ্ট কর্নার	০১(এক)
৮.	ভলিবল (পুরুষ)	অ্যাটাকার/ব্লকার/সেটার/ইউনিভার্সাল	০১(এক)
৯.	ভলিবল (মহিলা)	অ্যাটাকার/ব্লকার/ইউনিভার্সাল	০১(এক)
১০.	টেবিল টেনিস (পুরুষ)	-	০১(এক)
১১.	টেবিল টেনিস (মহিলা)	-	০১(এক)
মোট			১২ (বারো)

ক্যাটেগরি-৩: পিবি-১ (৫২০০-২০২০০ টাকা) তৎসহ জিপি ১৮০০ টাকা (৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্স-এর লেভেল-১)- (কোটা-৩৩)

ক্র. নং.	খেলার নাম	স্পেশালিটি (পজিশন/ইভেন্ট)	নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত খেলোয়াড়
১.	অ্যাথলেটিক্স (মহিলা)	১০০ মি./২০০ মি./৮০০ মি./১৫০০ মি./১০০০০ মি./ট্রিপল জাম্প/হাই জাম্প	০১(এক)
২.	বাস্কেটবল (মহিলা)	পয়েন্ট গার্ড/ফরোয়ার্ড/পোস্ট	০২(দুই)
৩.	ক্রিকেট (পুরুষ)	ফাস্ট বোলার/মিডিয়াম পেস বোলার কাম ব্যাটার/ব্যাটার কাম বোলার/স্পিনার/অলরাউন্ডার	০২(দুই)
৪.	ক্রিকেট (মহিলা)	মিডিয়াম পেসার/ব্যাটার অলরাউন্ডার/স্পিনার অলরাউন্ডার	০৩(তিন)
৫.	ফুটবল (পুরুষ)	গোলকিপার/সেন্টার ব্যাক/সাইড ব্যাক/উইং হাফ/স্ট্রাইকার	০৬(ছয়)
৬.	হকি (পুরুষ)	গোলকিপার/ফুল ব্যাক/মিডফিল্ডার/ফরোয়ার্ড	০৬(ছয়)
৭.	কবাডি (মহিলা)	লেফট্ রেডার/অলরাউন্ডার	০২(দুই)
৮.	কবাডি (পুরুষ)	অলরাউন্ডার/রাইট রেডার/রাইট কভার/লেফ্ট কভার/রাইট কর্নার/লেফ্ট কর্নার	০৩(তিন)
৯.	সুইমিং (পুরুষ)	ফ্রি স্টাইল (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্রেস্টস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্যাকস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/বাটারফ্লাই (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)	০১(এক)
১০.	সুইমিং (মহিলা)	ফ্রি স্টাইল (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্রেস্টস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/ব্যাকস্ট্রোক (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)/বাটারফ্লাই (৫০মি./১০০মি./২০০মি.)	০১(এক)
১১.	ভলিবল (পুরুষ)	অ্যাটাকার/ব্লকার/সেটার/ইউনিভার্সাল	০৩(তিন)
১২.	ভলিবল (মহিলা)	অ্যাটাকার/ব্লকার/ইউনিভার্সাল	০৩(তিন)
মোট			৩৩ (তেত্রিশ)

দ্রষ্টব্য: (i) স্পোর্টস্ কোটায় নিয়োগ সংক্রান্ত রেলওয়ে বোর্ডের মাস্টার সার্কুলার অনুযায়ী এই নিয়োগে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি এবং ইডব্লুএস) জন্য যোগ্যতামান, বয়স অথবা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় নেই।
(ii) প্রার্থীরা এক বা একাধিক ক্যাটেগরির পদে এবং এক বা একাধিক স্পোর্টসের ডিসিপ্লিনে আবেদন করতে পারেন যদি তাঁরা সকল যোগ্যতামান পূরণ করেন। অবশ্য, তাঁরা পৃথক আবেদন ফর্ম পূরণ করবেন, পৃথকভাবে পরীক্ষা/আবেদন ফি প্রদান করবেন এবং পৃথকভাবে আবেদন সহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি আপলোড করবেন।

৪. বয়সসীমা: (i) ন্যূনতম ১৮ বছর এবং সর্বাধিক ২৫ বছর। ০১.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বয়স গণনা করা হবে।
(ii) বয়সে কোন ছাড় (কম বা বেশী) অনুমোদিত নয়।

দ্রষ্টব্য: প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন ফর্ম পূরণ করার সময় তাঁদের বয়স প্রমাণের সার্টিফিকেট (জন্ম তারিখ উল্লেখ করা ম্যাট্রিকুলেশন অথবা ১০ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট অথবা মাধ্যমিক/সেকেন্ডারি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড)-এর স্ক্যান করা কপি বাধ্যতামূলকভাবে অবশ্যই আপলোড করবেন এবং নির্দেশানুযায়ী ও নথিপত্র যাচাই করার সময় ট্রায়ালের দিনে বয়স প্রমাণের সার্টিফিকেটের অরিজিনাল কপি অবশ্যই দাখিল করবেন।

স্পোর্টস্ কোটায় নিয়োগ (ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট)/২০২৫-২৬ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য (সকল যোগ্যতামান ও খেলার নিয়মাবলী এবং অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী সহ) আরআরসি-ইআর-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.rrcer.org) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে।

অনলাইন আবেদন জমা করার জন্য লিংকে আরআরসি-ইআর ওয়েবসাইটে (www.rrcer.org) পাওয়া যাবে।

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

বিজেপি, তৃণমূলকে তোপ কংগ্রেসের

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) এবং ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে শনিবার কংগ্রেসের তরফে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। সেই মিছিল থেকে বিজেপি ও তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন দুপুরে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। হিলকার্ট রোডের বিবেকানন্দ ভবনের সামনে তা শেষ হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

তিনি বললেন, ''বিজেপি সরকারের অসাংবিধানিক এসআইআর আমরা মানছি না। সিএএ ও এনআরসির ভয় দেখিয়ে বাংলাকে বঞ্চিত করা যাবে না। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও তৃণমূল ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চাইছে। ভোট চুরি করে সরকার চলছে। সেই কারণে 'ভোট চোর, গদি ছোড়' স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যে আমরা জনমত গড়ে তুলছি।''

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মির বলেছেন, 'বিহারে যে এসআইআর জারি করা হয়েছে, তা আগামীতে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হোক এমন কোনও নীতি আমরা কার্যকর হতে দেব না। জনতা যাতে সতর্ক থাকে, সেই কারণে আমরা প্রচার চালাচ্ছি।' এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক, জীবন মজুমদার, সুজয় ঘটক প্রমুখ।

নতুন সাজে দেবী চৌধুরানি মন্দির

বেলাকোবা ও রাজগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকে শিকারপুর চা বাগানের দেবী চৌধুরানি মন্দিরে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে জোরকদমে। ১০ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির সভা থেকে ওই মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে কাজের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন। তিনি জানালেন, উদ্বোধনের পর আগামী ২০ সেপ্টেম্বর মহাসাড়ম্বরে বিশেষ পুজো আয়োজিত হবে।

গজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (জিডিএ) পক্ষ থেকে প্রায় কোটি টাকা খরচ করে মন্দিরের চারপাশে সীমানা প্রাচীর, গেট ও ৪৩টি সোলার লাইট বসানো হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মুখচিত্র।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন গতিসত্তম সাহা।*

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়ানজুলি দখল

খড়িবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খড়িবাড়ি কৃষি গবেষণাকেন্দ্রের নয়ানজুলি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে শনিবার খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ ওয়াসিম রেজা। অন্যদিকে, নয়ানজুলিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, তাঁদের বলে দাবি করেছেন নারায়ণ ওরফে জ্যোতিষ সিংহ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

১৯৭৭ সালে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কের পাশে লক্ষ্মীপুর এলাকায় ২৫ একর জমি নিয়ে তৈরি হয় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গবেষণাকেন্দ্র ও খামার। এরপর ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর খড়িবাড়ি কৃষি গবেষণাকেন্দ্র ও খামারটিও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই কেন্দ্রে বিভিন্ন ফসলের উন্নত প্রজাতির ও অধিক ফলনশীল বীজ তৈরির গবেষণা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন জমি মাপজোখ করে দেখা যায়, ২৫ একরের পরিবর্তে এখন জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.৯৩ একর। ১৯৭৭ সালের পর থেকে জমির গা ঘেঁষে বহু বাড়ি তৈরি হয়েছে। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অল্প অল্প করে দখল করেছেন। শুক্রবার পূর্ব হাওদাভিটার বাসিন্দা নারায়ণ বেশ কয়েকজন লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেট লাগোয়া খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কের পাশে নয়ানজুলির ৬ ডেসিমাল (প্রায় ৪ কাঠা) জমি খুঁটি পুঁতে দখল করেন বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ এসে দখলদারদের সরিয়ে দেয়।

শনিবার গবেষণাকেন্দ্র ও খামারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অধ্যাপক ডঃ ওয়াসিম রেজা এবিষয়ে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখলের বিষয়টি তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে জানান। ডঃ রেজা বলছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা নয়ানজুলির বেশকিছু অংশ দখল করে খুঁটি পুঁতে দেন কয়েকজন। জমিটি আগে তারজালি দিয়ে ঘেরা ছিল। থানা সহ বিভিন্ন জায়গায় উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আবেদন করা হয়েছে।'

এই নয়ানজুলি দখলের অভিযোগ উঠেছে। খড়িবাড়িতে।

যা অভিযোগ

- ২৫ একরের পরিবর্তে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.৯৩ একর
- ১৯৭৭ সালের পর থেকে জমির গা ঘেঁষে বহু বাড়ি তৈরি হয়েছে
- অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অল্প অল্প করে দখল করেছেন
- শুক্রবার নারায়ণ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নয়ানজুলির প্রায় ৪ কাঠা জমি দখল করেন

অন্যদিকে, নারায়ণের বক্তব্য, 'নয়ানজুলিটি আমার বাবা গয়সল সিংহের নামে খতিয়ানভুক্ত রয়েছে।' তিনি খতিয়ান দেখিয়ে দাবি করেন, খড়িবাড়ি মৌজার ১৪৩০ (সাবেক ৭৩৪) দাগের ৬ ডেসিমাল জমি গয়সলের নামে নথিভুক্ত। তাঁর দাবি, এই নয়ানজুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়। নিজেদের জমি মাপজোখ করে খুঁটি লাগিয়েছেন বলে জানান নারায়ণ। এবিষয়ে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অভিযোগ পেয়ে দখলদারদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

শহরে অপরাধে লাগাম টানতে পদক্ষেপ পুলিশের

ফাঁড়ি বাড়ানোর ভাবনা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : বাড়ছে শহরের গণ্ডি। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরাধমূলক ঘটনা। এই পরিস্থিতি মাথায় রেখে শহর সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়াতে আরও একাধিক ফাঁড়ি তৈরির ভাবনা শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অন্দরে। মাটিগাড়া ও প্রধাননগর থানা এলাকায় নতুন করে বাড়তে থাকা বসতির ওপর নজর দিতে চাইছেন মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা। প্রাথমিকভাবে কাওয়াখালি, খাপরাইল ও শালবাড়ি এলাকায় ফাঁড়ি তৈরির জন্য পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

গত কয়েক বছরে এই তিন এলাকায় জনবসতি বেশ খানিকটা বেড়েছে। অপরাধমূলক ঘটনার খবর উঠে আসছে হামেশাই। এই পরিস্থিতিতে ফাঁড়ি তৈরি করা গেলে ওই এলাকায় নজরদারি বেশ অনেকটা বাড়ানো যাবে বলে মনে করছেন পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেড কোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলেন, 'ওই তিন এলাকায় ফাঁড়ি তৈরির ব্যাপারে আমরা প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা শুরু করেছি। এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে।'

শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা বেশ অনেকটা জায়গার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে। এর মধ্যে রয়েছে আঠারোখাই, মাটিগাড়া-১, মাটিগাড়া-২ ও পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত। এছাড়া রয়েছে পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছুটা অংশ। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসতি বাড়ার পাশাপাশি একের পর এক শপিং মল, অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হওয়ায় ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে শিবমন্দিরের জন্য আলাদা থানার প্রস্তাব দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

উত্তরায়ন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ফাঁড়ি থাকলেও, খাপরাইল ও কাওয়াখালির জন্য আলাদা ফাঁড়ি তৈরি করতে চাইছেন পুলিশকর্তারা। কাওয়াখালি এলাকার কিছুটা এনজেপি থানার মধ্যে রয়েছে। ফাঁড়িটি তৈরি হলে সেটা মাটিগাড়া থানার আওতায় করা হবে নাকি, এনজেপি থানার আওতায়- সেই ব্যাপারেও আলোচনা চলছে। অন্যদিকে, পরিবহণ নগরে ফাঁড়ি তৈরির জন্য সম্প্রতি ব্যবসায়ী মহলের একটা অংশ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি রেখেছেন।

সেই দাবিপত্র পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠিয়েছেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। ব্যবসায়ীদের এই দাবি মাথায় রেখে খাপরাইলে ফাঁড়ি তৈরির পরিকল্পনা বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

অন্যদিকে, প্রধাননগর থানা থেকে শালবাড়ির দূরত্ব দশ কিলোমিটারেরও বেশি। ওই এলাকায় কোনও ঘটনা ঘটলে পৌঁছোতে পুলিশের অনেক সময় লেগে যায়। তাই শালবাড়ি বাজার এলাকায় একটি ফাঁড়ি করা গেলে পুলিশি নজরদারি প্রয়োজন মতো বাড়ানো যাবে বলে মনে করছেন পুলিশের পদস্থ কর্তাদের একাংশ।

সবমিলিয়ে, শহর সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ নজর দিতে চাইছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

ছবি : সংগৃহীত

কী পরিকল্পনা

- প্রাথমিকভাবে কাওয়াখালি, খাপরাইল ও শালবাড়ি এলাকায় ফাঁড়ি তৈরির জন্য পরিকল্পনা
- কয়েক বছরে এই তিন এলাকায় জনবসতি বেশ খানিকটা বেড়েছে
- অপরাধের খবরও প্রায়ই উঠে আসছে সংবাদ শিরোনামে
- এই পরিস্থিতিতে ফাঁড়ি তৈরি করা গেলে ওই এলাকায় নজরদারি অনেকটাই বাড়ানো যাবে

সভাপতি বদল নকশালবাড়ি কলেজে

নকশালবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : মেয়াদ শেষের আগেই নকশালবাড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদ থেকে সরানো হল ডাঃ রাজীব প্রসাদকে। মাত্র দু'বছরের মাথায় পদ খোয়ালেন তিনি। সেই জায়গায় আসছেন নকশালবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়।

নকশালবাড়ি কলেজের টিচার ইনচার্জ সেলিনা থাপা বলেন, 'দুই বছরের মধ্যে কলেজের গভর্নিং বডি পরিবর্তনের চিঠি এসেছিল। শুধুমাত্র আমাদের কলেজ নয় অন্যান্য কলেজেও দু'বছরের মধ্যে কমিটি পরিবর্তন হয়েছে।'

২০২৩ সালের মে মাসে তৎকালীন কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রিন্সিপাল রাজীবকে ৪ বছরের জন্য নকশালবাড়ি কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি করা হয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদ থেকে তাঁর অপসারণ চেয়েছিল এসএফআই। তারপর থেকেই রাজীবের প্রতি অসন্তোষ বাড়তে থাকে। তবে কী কারণে তাঁকে সরানো হল, তা স্পষ্ট নয়।

রাজীব বলছেন, 'দু'বছর সভাপতি ছিলাম। কলেজের পড়ুয়াদের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন কোর্স শুরু করেছিলাম। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। অনেক কলেজেই দু'বছরে কমিটি পরিবর্তন হয়েছে।'

পৃথ্বীশের কথায়, 'আগে আমি কলেজের কমিটিতে ছিলাম। আমাকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিকাশ ভবন। এতে আমার কিছু করার নেই।'

সম্মেলন

ফাঁসিদেওয়া, ৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার এবিটিএ'র আঞ্চলিক সম্মেলন হল ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ঘোষপুকুরের আমবাড়ি হাইস্কুলে। সম্মেলনে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ, দ্রুত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ বন্ধ এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদি দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভাষণ দেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু সহ অন্যরা।

বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ। শীতলকুচিতে শনিবার বিশ্বজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

অভিযোগ শুনলেন মেয়র

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে শনিবার ফের রাস্তার খারাপ অবস্থা ও বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার অভিযোগ শুনলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এছাড়া রাস্তা দখল করে দোকান ও বাজার বসার অভিযোগ পেয়েছেন তিনি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবীরস্থান এলাকা থেকে এই অভিযোগ এসেছে। পুজোর পরে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র। শহরের একাধিক এলাকায় ভূগর্ভস্থ কেবলিং এবং গ্যাসের পাইপলাইন পাতার কাজ চলছে। তাই রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। ফলে রাস্তাগুলির অবস্থা বেহাল। এই সকল রাস্তা দিয়ে চলাচল করার সময় সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এই বিষয়গুলি নিয়ে এদিন বেশি ফোন এসেছিল। মেয়র জানান, ইতিমধ্যে কিছু জায়গায় রাস্তা মেরামত শুরু হয়েছে। পুজোর আগে কিছু রাস্তা সংস্কার হয়ে যাবে। নভেম্বরের মধ্যে শহরের সব রাস্তা মেরামত হয়ে যাবে।

শকুন দিবস

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে সকল জীবের গুরুত্ব রয়েছে। সেখানে শকুনের গুরুত্ব ঠিক কতটা সেই বিষয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করতে শনিবার আন্তর্জাতিক শকুন দিবস উপলক্ষ্যে বেঙ্গল সাফারিতে এই বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলের পড়ুয়ারা শিবিরে উপস্থিত ছিল।

মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাপিস

কাঠগড়ায় দুই ব্যাংককর্মী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : ব্যাংকের অ্যাপ ডাউনলোড করে তার মাধ্যমে টাকা লেনদেনের জন্য বেসরকারি দুই ব্যাংককর্মীর সহযোগিতা চেয়ে প্রতারিত হলেন এক মহিলা। তিনি ইতিমধ্যে ওই দুই ব্যাংককর্মীর বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। মহিলার অভিযোগ, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওই দুই কর্মী। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম থানা। যদিও এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থানা এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলা পেশায় ব্যবসায়ী। বেসরকারি একটি ব্যাংকের স্টেশন ফিডার রোড শাখায় তাঁর অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তিনি জানান, ওই দুই কর্মীর মধ্যে একজন তাঁর ব্যাংক সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করে থাকেন। মহিলার কথায়, 'মোবাইলের অ্যাপ সংক্রান্ত বিষয়ে আমি অতটা সড়োগড়ো নই। নতুন মোবাইল কেনার পর তাতে ব্যাংকের অ্যাপ ও অন্য একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে দেওয়ার জন্য আমি ওই ব্যাংককর্মীকে আমার অফিসে ডেকেছিলাম।' সেই মোতাবেক অগাস্টের শেষদিকে ওই ব্যাংককর্মী আরেকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অফিসে আসেন। তারপরই ঘটে এই কাণ্ড।

মহিলার অভিযোগ, 'পূর্বপরিচিত কর্মী এবং তাঁর সঙ্গে আসা আরেকজন কর্মী মিলে আমার মোবাইল নিয়ে অ্যাপ ডাউনলোড করেন। আমি তখন তাঁদের বলি, আমার এক আত্মীয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ট্রান্সফার করে দিতে। যদিও তাঁরা জানান, ট্রান্সফার করা যাচ্ছে না। এরপর তাঁরা ফিরে যান।' মহিলার কথায়, 'সেদিন অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নজরে পড়েনি। পরদিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করতেই নজরে আসে, অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে।' ব্যাংক স্টেটমেন্ট পরীক্ষা করতেই তিনি দেখেন, অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন পুলিশকর্তারা। যদিও দুজনেরই দাবি, তাঁরা এই ঘটনায় জড়িত নন। তদন্ত চলছে।

পঞ্চানন বর্মার মূর্তি লোপাট

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ সেপ্টেম্বর : শুকটাবাড়িতে মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি ভেঙে রহস্যজনকভাবে উধাও করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় অশান্তি ছড়াতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বিজেপির পালটা অভিযোগ, তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। শাসক-বিরোধী দুই দলই তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছে।

৯ সেপ্টেম্বর পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস। তার আগে শনিবার মূর্তি উধাওয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় এনিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা শুরু হয়েছে। তিরোধান দিবসেই সেখানে নতুন মূর্তির আবরণ উন্মোচন হবে বলে ঘোষণা করেছে ঘাসফুল শিবির। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

২০২২ সালে তৃণমূলের উদ্যোগে কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফাঁসিরঘাট চৌমাথায় পঞ্চানন বর্মার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর সেখানে তৃণমূলের পাশপাশি বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে মনীষীর জন্ম ও তিরোধান দিবস পালন করা হত। শনিবার সকালে দেখা যায় সেখানে থাকা মূর্তিটি নেই। কারা এই ঘটনায় জড়িত তা খুঁজে বের করার দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুপুরের দিকে সেখানে তৃণমূলের তরফে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে অংশ নেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। অভিজিৎবাবুর কথায়, 'মূর্তি পুরোটাই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনও অবশিষ্ট রাখা হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, উদ্দেশ্য নিয়ে এটি করা হয়েছে। তিরোধান দিবসে আমরা নতুন করে এখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করব।' পঞ্চানন অনুরাগী হিসেবে পরিচিত গিরীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যারা এই কাজ করেছে তারা জানে মনীষীর মূর্তিতে হাত দিলে অশান্তি ছড়াবে। তাই সেই উদ্দেশ্যেই এই কাজ করা হয়েছে। তবে কোথাও যাতে গণ্ডগোল না ছড়ায় সেজন্য আমরা রয়েছি। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

এখান থেকে চুরি গিয়েছে মূর্তি। ছবি : জয়দেব দাস

অচেনা 'বন্ধু'-কে ভালোবাসায় বেঁধেছে খুদেরা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ওদের সিলেবাসে নেই। তবু 'মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও'- কবিতার লাইনগুলো কীভাবে যেন ওদের ছোট্ট একটা কাজে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্দরান কুচলিবাড়ি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে অনন্য এক মানবিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন স্থানীয় মানুষ। স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা প্রতিদিন নিজেদের মিড-ডে মিল থেকে ভাগ দিচ্ছে এক মানসিক ভারসাম্যহীনকে। গত দুই মাস ধরে সেই ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছেন বিদ্যালয়ের একটি পরিত্যক্ত ঘরে। অথচ তাঁকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, খুদে ছাত্রছাত্রীরা তাকে বন্ধু করে নিয়েছে। স্কুলের আঙিনায় খেলার সময় বা মিড-ডে মিলে খাবারের ভাগ দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে তারা তাঁকে আপন করে নিয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বক্তব্য, অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তি এর আগে বিদ্যালয়ের পাশে ভিআইপি মোড়ের একটি বিশ্রামাগারে থাকতেন। মাস দুয়েক আগে হঠাৎই তিনি ঠাঁই নেন স্কুলের একটি খালি ঘরে। ঝড়-বৃষ্টি এলে আশ্রয় নেন বিদ্যালয়ের বারান্দায়। শান্ত স্বভাবের কারণে খুব দ্রুতই স্কুলের খুদেরা তাকে আপন করে নেয়। পূর্ণি রায় পোদ্দার নামের এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তার 'বন্ধু' সম্পর্কে জানাল, 'ও চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকে। আমরা যখন মিড-ডে মিল খেতে যাই, ও আমাদের সঙ্গে খেতে আসে।' একই শ্রেণির শুভ রায় বলে, 'আমাদের কোনওদিনও ভয় দেখায়নি। তাই আমরাও ওকে কখনও বিরক্ত করি না।' মানব ঋষি নামের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র জানাল, 'আমাদের মতো ওরও একটি থালা আছে। প্রতিদিন আমরা একসঙ্গে বসে মিড-ডে মিল খাই।'

খুদেদের সঙ্গে বসে মিড-ডে মিল খাচ্ছেন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরুণকুমার রায় বলেন, 'প্রায় দু'মাস ধরে উনি এখানে রয়েছেন। কোনও কথা বলেন না। আমরা চেষ্টা করি ওঁর খাবারের ব্যবস্থা করতে।' জগবন্ধু রায় নামে অপর এক শিক্ষক বলেন, 'স্কুলে যেদিন মিড-ডে মিল হয় না, সেদিন ওঁর জন্য দোকান থেকে খাবার কিনে দিই। তবে প্রশাসনের উচিত ওঁর পরিবারের খোঁজ করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শিপুল রায় বলেন, 'আমরা অনেক চেষ্টা করছি ওঁর বাড়ি ও পরিচয় জানার। কিন্তু কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।'

সেই ব্যক্তি আপনমনে অনেক কিছু বললেও কারও সামনে প্রায় নীরব। তবে ইশারায় সব বোঝাতে সক্ষম। তাঁর খুদে বন্ধুরাই জানাল, মুখে কখনও হাসি নিয়ে, কখনও বিষণ্ণ মনে বসে থাকে তাদের বন্ধু। মাঝেমাঝে খেলতে খেলতে একেবারে কাছে চলে গেলেও এতটুকু বিরক্ত হয় না। তারাও চায় তাদের বন্ধু যেন স্কুল থেকে কোথাও চলে না যায়।

গ্রামের মানুষজনও শিখেছেন- ঢাক না পিটিয়েও কীভাবে নিঃশব্দে কারও জন্য কিছু করা যায়। আর সেটা শিখিয়েছে তাঁদের ঘরের খুদেরাই।

জাতীয় সড়কে গর্ত

ফাঁসিদেওয়া, ৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়ক ভরে গিয়েছে খানাখন্দে। গর্ত উড়ালপুলেও। এতে প্রতিদিন বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। মাঝে মাঝে গর্ত বোজাতে পিচ বা কংক্রিট ব্লকের তাপ্পি দেওয়া হলেও লাভ হচ্ছে না। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা বলেন, 'আমি বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেব।'

২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের এই অংশ কয়েক বছর আগেই চালু হয়েছে। অংশটি ঘোষপুকুর-সলসলাবাড়ি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর ও ফুলবাড়ি বাইপাসের অঙ্গ হওয়ায় উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন এই পথে কয়েক হাজার বড় লরি যাতায়াত করে। এর মধ্যে বেশ কিছু দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তারপরও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। নাকাল গাড়িচালক থেকে পথচারী সকলেই। স্থানীয়দের দাবি, নির্মাণে ত্রুটি থাকার কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে।

ঘোষপুকুরের বাসিন্দা অমল সিংহের কথায়, 'জাতীয় সড়কের গর্ত হাতে গোনা যাবে না। মেরামত করা হলে, কয়েকদিন ঠিক থাকে। আবার একই পরিস্থিতি হয়।' গোয়ালটুলির বাসিন্দা অনিল ঘোষ বলেন, 'ঠিকাদারি সংস্থা জাতীয় সড়ক তৈরির সময়ই ত্রুটি করেছে। তাই বারবার রাস্তা খারাপ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে।'

ব্রিটিশ বাহিনীর তিহার দর্শন

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : কোটি কোটি টাকার ঋণখেলাপিতে অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া, নীরব মোদিদের দেশে ফেরানোর তোড়জোড় করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই অভিযুক্তদের ঠাঁই হতে পারে তিহার জেলে। সেক্ষেত্রে তিহারে তাদের কোন পরিস্থিতিতে থাকতে হবে সেটা খতিয়ে দেখতে তিহার পরিদর্শন করল ব্রিটেনের ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস। পলাতক অভিযুক্তদের হাতে পেতে প্রত্যর্পণের আবেদন করেছে ভারত। তার আগে তিহারে এসে উচ্চনিরাপত্তাসম্পন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা। বন্দিদের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা। মনে করা হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা ভোটের আগে অভিযুক্ত নীরব মোদি, বিজয় মালিয়াদের জেলে পাঠাতে পারে কেন্দ্র।

কারখানায় মাদক

হায়দরাবাদ, ৬ সেপ্টেম্বর : একটি রাসায়নিক কারখানায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করল পুলিশ। মাদকের সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে, প্রায় ৩২ হাজার লিটার মাদক তৈরির কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি। ঘটনাটি হায়দরাবাদের চেরলাপল্লি এলাকার। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারদর প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। ঘটনায় এক বিদেশি সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন কারখানার মালিক শ্রীনিবাস ভালোটি ও তাঁর সহযোগী তানাজি পাটে।

পুলিশ জানিয়েছে, কারখানার হদিস পেতে পাচারকারীদের সঙ্গে মিশে যায় পুলিশের চর। কয়েক সপ্তাহ পর খোঁজ মেলে কারখানার। পুলিশ অনুমান, একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে থাকার পাশাপাশি মাদক পাচারের সঙ্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক যোগও। ঘটনার পর কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আসছে বছর আবার হবে... *হুসেন সাগর লেকে গণেশ বিসর্জন। শনিবার হায়দরাবাদে।*

ন্যুড গ্যাং-এর খোঁজে ব্যর্থ ড্রোন, সিসিটিভি

মিরাট, ৬ সেপ্টেম্বর : আতঙ্কের নাম ন্যুড গ্যাং বা নগ্ন বাহিনী। এই বাহিনীকে নিয়েই আপাতত রাতের ঘুম ছুটেছে উত্তরপ্রদেশের মিরাটের দৌরালার বাসিন্দাদের, বিশেষ করে মহিলাদের। অভিযোগ, এই গ্যাংয়ের লোকজন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মহিলাদের দিকে ধেয়ে আসে এবং তাদের নির্জন এলাকায় টেনে নিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত ন্যুড গ্যাং চারজন মহিলাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে ভরলা গ্রামের এক মহিলার সঙ্গে। তিনি একা একা কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দুজন লোক এগিয়ে এসে ওই মহিলাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওই মহিলার চিৎকারে আশপাশের গ্রামবাসীরা গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে পাওয়া যায়নি। ওই মহিলা পরে জানিয়েছেন, যারা তাঁকে ধরতে এসেছিল তাদের পরনে সামান্য সুতোও ছিল না।

আতঙ্ক মিরাটে

পুলিশ আকাশে ড্রোন উড়িয়ে গোটা এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে। চলছে সিসিটিভি নজরদারিও। কিন্তু সন্দেহভাজন কাউকেই পাওয়া যায়নি। ন্যুড গ্যাংয়ের কার্যকলাপের খবরে উদ্বিগ্ন পুলিশ। এসএসপি বিপিন টাডা বলেন, 'আমরা গোটা এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে এবং গ্রামবাসীদের সাহায্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছি। কিন্তু কোনও সন্দেহভাজনকে খুঁজে পাইনি। এলাকায় মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' গ্রাম প্রধান রাজেন্দ্র কুমার বলেন, 'গ্রামবাসীরা গোড়ায় বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এখন আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। ওই গ্যাং এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র মহিলাদেরই নিশানা করেছে।'

রাষ্ট্রসংঘের সভায় যাচ্ছেন না মোদি

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার আসন্ন অধিবেশনে অংশ নেবেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৩-২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা অধিবেশনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের তরফে বক্তাদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রীর বদলে কোনও মন্ত্রী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শনিবার পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, মোদির পরিবর্তে সাধারণ সভায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

আমেরিকার তরফে অবশ্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই সভায় বক্তব্য রাখবেন। আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় মোদির অনুপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। সাধারণ সভায় যোগদান উপলক্ষ্যে একই সময়ে নিউ ইয়র্কে থাকার কথা ছিল মোদি ও ট্রাম্পের। অধিবেশনের ফাঁকে দুই শীর্ষ নেতার বৈঠকের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছিল। মোদি সাধারণ সভায় অংশ না নেওয়ায় চলতি বছর ভারত-মার্কিন শীর্ষ বৈঠকের সম্ভাবনা কার্যত নেই।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোগ না দিলেও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার কথা। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জানিয়েছেন, আসন্ন অধিবেশনে ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংকট, মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে।

১০২ বছর বয়সে মাউন্ট ফুজি জয়

টোকিও, ৬ সেপ্টেম্বর : যে বয়সে বেঁচে থাকাই সাফল্য হিসাবে গণ্য হয়, সেই বয়সে ফুজি শৃঙ্গ জয় করে তাক লাগিয়ে দিলেন জাপানের কোকিচি আকুজাওয়া। বয়স ১০২ বছর হলেও তিনিই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ, যিনি পা রাখতে পেরেছেন জাপানের সর্বোচ্চ পর্বত ফুজির চূড়ায়।

গত ৫ অগাস্ট আকুজাওয়া তাঁর মেয়ে, নাতনি, নাতনির স্বামী ও বন্ধুদের সঙ্গে ৩,৭৭৬ মিটার উঁচু ফুজি জয় করেন। যাত্রাপথে দু'দিন ক্যাম্প করার পর শীর্ষে পৌঁছোন তাঁরা। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর কর্তাব্যক্তিরা তাঁর এই সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

হাঁটুর জোর না কমলেও কানটা আর তেমন বশে নেই শতবর্ষী আকুজাওয়ার। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে ডাকতে হয় তাঁর মেয়ে ইউকিকোকে। ফুজির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের পর তাঁর সাহায্য নিয়ে আকুজাওয়া বলেন, 'অর্ধেক পথেই হাল ছাড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধুরা উৎসাহ দিয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে।'

তবে এটি তাঁর প্রথম রেকর্ড নয়। ৯৬ বছর বয়সেও ফুজি জয় করেছিলেন আকুজাওয়া। এরপর হৃদরোগ, শিংগলস (হারপিস জোস্টার) ও একটি দুর্ঘটনার পরেও পাহাড়ে ফেরার আগ্রহ কমেনি তাঁর। এবারের অভিযানের আগে তিন মাস ভোরে হাঁটা, পাহাড় চড়া ও নিয়মিত ব্যায়ামে তৈরি করেছিলেন নিজেকে।

আকুজাওয়া আগে একা একাই পাহাড়ে চড়তে ভালোবাসতেন। কিন্তু বয়স বাড়ায় এখন সঙ্গীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তিনি বলেন, 'ফুজি খুব দুর্গম পাহাড় নয়, তবে এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে। একা হলে পারতাম না, সবার সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে।'

অবসর জীবনে আকুজাওয়া

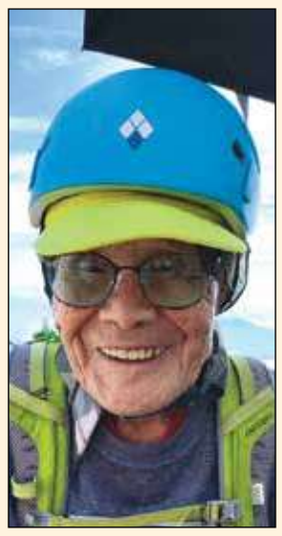

প্রবীণদের সহায়তা কেন্দ্র ও নিজের বাড়িতে আঁকার ক্লাস নেন। তাঁর মেয়েরা চান, এবার তিনি সূর্যোদয়ের সময় ফুজির ছবি আঁকুন শেষ জয়যাত্রার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। ফোকলা মুখে একগাল হেসে আকুজাওয়া বলেন, 'পাহাড়ে ওঠা আর ছবি আঁকা দুটোই ধৈর্য আর শান্তির কাজ। হয়তো আর ফুজিতে উঠতে পারব না, কিন্তু পাহাড় আমার জীবনভর আনন্দ দিয়েছে, দেবেও। ও দৃশ্য যে ভোলার নয়!'

সোনা চুরি লালকেল্লায়

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : চোরেদের উৎপাত থেকে বাদ গেল না ঐতিহাসিক লালকেল্লাও। কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সোনার জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে লালকেল্লা চত্বর থেকে। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ১০ দিন ধরে জৈন সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় উৎসব চলছে লালকেল্লা চত্বরে। সেই উৎসবের মধ্যেই এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, জৈনদের মতো সাদা বস্ত্র পরে উৎসবে আসা অতিথিদের ভিড়ে মিশে গিয়েছে অভিযুক্ত। সেই সুযোগেই একটি সোনার কলসি, ৭৬০ গ্রামের একটি সোনার নারকেল, সোনার আরও কয়েকটি জিনিসপত্র চুরি করেছে অভিযুক্ত। হিরে, চুনি, পান্নাখচিত সোনার কলসিটি জনৈক ব্যবসায়ীর। উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি প্রতিদিন ওই সমস্ত মূল্যবান জিনিস সোনার কলসিতে করে নিয়ে আসতেন। উৎসব কমিটির দাবি, যে সমস্ত জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে সেইসবের আনুমানিক মূল্য দেড়কোটি টাকারও বেশি। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পেরেছে, আয়োজকরা যখন অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই চুরির ঘটনা ঘটেছে। অনুষ্ঠান পুনরায় শুরুর পর বোঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীগুলি চুরি গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন

দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি

জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি

আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৫,০০০/-	৭,৫০০/-	৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার

প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে

পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-

সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩২'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম ..... ঠিকানা .....

.....

যোগাযোগের প্রতিনিধি ..... ফোন ..... মোবাইল .....

পুজোর থিম (থাকলে) .....

মণ্ডপশিল্পী ..... প্রতিমাশিল্পী ..... আলোকশিল্পী .....

পুজোর ব্যয়বরাদ্দ.....

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR

UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR

PKSH care & compassion DR. P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL 1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তায় জল্পনা

এআইয়ের হাতে কি বেকার হবে বিশ্ব?

সান ফ্রানসিসকো, ৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বজুড়ে যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর জয়জয়কার, তখন প্রায়শই একটি প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে—এই প্রযুক্তি কি শেষপর্যন্ত আমাদের চাকরি কেড়ে নেবে? সম্প্রতি, একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞের সতর্কবার্তা সেই আশঙ্কায় নতুন করে ইন্ধন জুগিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ লুইসভিলের কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক রোমান ইয়াম্পোলস্কি মনে করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশ চাকরিই এআইয়ের দখলে চলে যাবে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তিনি বলছেন, এআইয়ের কারণে শ্রমবাজার এমনভাবে ভেঙে পড়বে যে, মানুষকে কাজে নিয়োগ করা আর লাভজনক থাকবে না। তিনি আরও বলেন, 'এই পরিস্থিতির জন্য আমাদের কাছে কোনও প্ল্যান বি বা বিকল্প পরিকল্পনা নেই।'

শুধু ইয়াম্পোলস্কি নন, অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও একই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। অ্যানথ্রপিকের সিইও ডারিও অ্যামোডেইয়ের মতে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০ শতাংশ হোয়াইট-কলার বা পেশাদারি চাকরি এআইয়ের হাতে চলে যাবে। গুগলের প্রাক্তন কর্মকর্তা মো গাওয়াট ২০২৭ সালের মধ্যেই সব হোয়াইট-কলার কাজের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটবে বলে মনে করেন।

এআইয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা কাজগুলি হল ডেটাএন্ট্রি, গ্রাহক পরিষেবা, কোডিং এবং এমনকি প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো নতুন কাজও। ইয়াম্পোলস্কি বলেছেন, এআই মানুষের চেয়ে অনেক ভালো প্রম্পট ডিজাইন করতে পারে, তাই এই ধরনের কাজও ঝুঁকিপূর্ণ। সহজ কথায়, যে কাজগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক এবং নির্দিষ্ট নিয়মের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলিতে এআই সহজেই মানুষের জায়গা নিতে পারে।

তাহলে কি ভবিষ্যৎ অন্ধকার? চাকরি কি সত্যিই অপ্রচলিত হয়ে যাবে?

না, এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। বিশেষজ্ঞরা সবাই একমত নন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) একটি বিশ্লেষণ বলছে, এআই বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ চাকরির ওপর প্রভাব ফেলবে। তবে এর অর্ধেক কাজই এআইয়ের সাহায্যে আরও উন্নত হবে। বিশেষ করে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে ৬০ শতাংশ চাকরি প্রভাবিত হলেও, এর অর্ধেক এআইয়ের সঙ্গে মিলে মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

এআই একদিকে যেমন কিছু কাজকে অপ্রচলিত করে তুলছে, তেমনি নতুন নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি করছে। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে এআইয়ের কারণে বিশ্বজুড়ে ৭.৫ কোটি চাকরি হারিয়ে গেলেও, ১৩.৩ কোটি নতুন চাকরির সুযোগও তৈরি হবে। অর্থাৎ, হারানোর চেয়ে কাজের সুযোগ বাড়বে।

নতুন এআই-কেন্দ্রিক কিছু চাকরির উদাহরণ

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার : এআইকে সঠিক নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই পেশার চাহিদা বাড়ছে।

এআই এথিসিস্ট/অডিটর : এআইয়ের নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এর কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করা।

ডেটা সায়েন্টিস্ট ও অ্যানালিস্ট : এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি হওয়া বিপুল ডেটা বিশ্লেষণ করা।

এআই লিটারেসি ট্রেনার : কর্মীদের এআই ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা।

এছাড়াও এমন কিছু পেশা আছে যেখানে এআই সহজে মানুষের জায়গা নিতে পারবে না, কারণ এগুলিতে প্রয়োজন মানুষের আবেগ, সৃজনশীলতা, নৈতিক বিচার এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক। যেমন-স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, শিক্ষক, পরামর্শদাতা, মনোবিদ এবং দক্ষ কারিগরদের কাজ।

ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কী প্রস্তুতি নেওয়া উচিত? ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হল 'স্কিল' বা দক্ষতা বৃদ্ধি। আমাদের নতুন প্রযুক্তি শিখতে হবে এবং এআইকে প্রতিযোগী না ভেবে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কর্মজীবনের জন্য শুধু ডিগ্রি যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন নিরন্তর শেখার মানসিকতা। যেসব কর্মী এআইয়ের সঙ্গে কাজ করতে জানেন, তারাই আগামীতে এগিয়ে থাকবেন। প্রযুক্তি বদলেছে, তাই কাজের ধরনও বদলাবে। এই পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে আলিঙ্গন করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এআই একটি যন্ত্র মাত্র, আর এই যন্ত্রকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেই সিদ্ধান্তটি শেষপর্যন্ত মানুষকেই নিতে হবে।

ট্রাম্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে নোবেল জয়ীর মন্তব্য

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারত সহ বিভিন্ন দেশের ওপর বেনজির শুল্ক আরোপ করে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতা আইনের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি আমেরিকার এক নিম্ন আদালত এমনই রায় দিয়েছে। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। মার্কিন শীর্ষ আদালতের রায়ের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। তবে মামলার ফল নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত নই যে সুপ্রিম কোর্ট খুব বেশি কিছু করবে। আমার মনে হয় না যে তারা নিবাহী বিভাগের পদক্ষেপ বাতিল করবে। শীর্ষ আদালত সরকারের ইচ্ছার প্রতি খুব বেশি মাত্রায় রক্ষণাত্মক মনোভাব পোষণ করে। দ্বিতীয়ত, আমার মতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আদালতের

'মনে হয় না, সুপ্রিম কোর্ট খুব কিছু করবে'

রায়কে পাশ কাটানোর উপায় বার করবেন। অতীতে একাধিক ক্ষেত্রে তিনি এটা করেছেন। তিনি নিজে বর্তমান নীতি পরিবর্তন না করলে আদালতের নির্দেশে সেটা হওয়া কঠিন।'

ভারতীয় পণ্যে আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ প্রসঙ্গে অভিজিৎ বিনায়কের বক্তব্য, 'এই পদক্ষেপ বাণিজ্যকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না। কারণ, আমেরিকা ও চিনের চেয়ে আমাদের বাণিজ্যের ধরন আলাদা। একে ধাক্কা দেওয়া কঠিন।' অস্ট্রেলিয়া, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের আর্থিক জোট রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ-এ যোগ দিতে কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ। আমেরিকাকে দূরে ঠেলে ভারতের রাতারাতি চিন ও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনাও খারিজ করে দিয়েছেন তিনি।

মমতার চিঠির জবাব নির্মলার

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্যবিমা এবং জীবনবিমার ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে চিঠি দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি ২টি ক্ষেত্রের ওপর থেকে জিএসটি তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। এজন্য কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতিত্ব দেবেন? শনিবার এক সাক্ষাৎকারে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সীতারামন। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বিমাক্ষেত্রকে জিএসটির আওতার বাইরে আনতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চিঠি লিখতে পারেন। কিন্তু জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক থেকে বেরিয়ে আমি দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। আমরা সবাই মিলে একটি পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছি।' পশ্চিমবঙ্গের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমি ভারতের রাজনৈতিক নেত্রীদের ভীষণ সম্মান করি। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ প্রতিমন্ত্রীও একজন মহিলা। তিনি জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে নিজের বক্তব্য খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছিলেন।'

খালিস্তানি মুক্তাঞ্চল, স্বীকারোক্তি কানাডার

অটোয়া, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারতবিরোধী খালিস্তানপন্থী জঙ্গিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে কানাডা। খালিস্তানপন্থীরা কানাডায় শুধু যে সদস্য এবং অর্থ সংগ্রহ করছে তা-ই নয়, ভারতবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় তারা। সদ্য প্রকাশিত একটি রিপোর্টে একথা খোলাখুলি স্বীকার করেছে কানাডার অর্থমন্ত্রক। খালিস্তানপন্থীরা ছাড়াও হিজবুল্লা ও হামাসের মতো মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গিগোষ্ঠীও কানাডা থেকে আর্থিক মদত পেয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের সক্রিয়তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরব ভারত। তবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমলে ভারতের দাবিকে আমল দেয়নি কানাডা সরকার। উলটে খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় ভারতের দিকে আঙুল তুলেছিল। যার জেরে ভারত-কানাডা সম্পর্কে ফাটল ধরে। ট্রুডোর পদত্যাগের পর মার্ক কার্নি কানাডার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি ক্ষমতায় আসার পর দু'দেশের সম্পর্ক ইতিবাচক মোড় নিয়েছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার কথা ঘোষণা করেন কার্নি। সেদেশের অর্থমন্ত্রকের রিপোর্ট ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সেখানে বলা হয়েছে, 'কানাডার ফৌজদারি আইনের আওতায় তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যেমন হামাস, হিজবুল্লা এবং খালিস্তানপন্থী সহিংস চরমপন্থী গোষ্ঠী বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল এবং আন্তর্জাতিক শিখ যুব ফেডারেশন কানাডা থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে বলে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে।' ওই রিপোর্ট অনুযায়ী কানাডায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী বিদেশ থেকেও অর্থ সংগ্রহ করেছে। গাড়ি চুরি, মাদক পাচারের মাধ্যমেও টাকা জোগাড় করেছে জঙ্গিরা। একাধিক এনজিও তাদের সাহায্য করেছে। খালিস্তানপন্থীরা প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশের কাছ থেকেও টাকা চেয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন।

একনজরে

- খালিস্তানপন্থীরা কানাডায় শুধু যে সদস্য এবং অর্থ সংগ্রহ করছে তা-ই নয়, ভারতবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় তারা
- কানাডায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে
- গাড়ি চুরি, মাদক পাচারের মাধ্যমে টাকা জোগাড় করেছে জঙ্গিরা
- একাধিক এনজিও তাদের সাহায্য করেছে
- খালিস্তানপন্থীরা প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশের কাছেও টাকা চেয়েছে

পুজো মণ্ডপে বিদ্যুৎ বিলে ছাড়ের আশ্বাস

বাঙালি মন পেতে দরাজ দিল্লি সরকার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজধানীর প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপুজোয় এবছর অভূতপূর্ব সহায়তার আশ্বাস দিল বিজেপিশাসিত দিল্লি সরকার। সরাসরি আর্থিক অনুদান না দিলেও ১২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ছাড় এবং মিটারের ডিপোজিট মাত্র ২৫ শতাংশ করে দিয়েছে প্রশাসন। শনিবার এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শহরের শতাধিক পুজো উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরাও মায়ের পুজো করি। তাই দুর্গাপুজোয় কোনও অভাব হতে দেব না। কোনও অসুবিধায় সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।' এই প্রথম দিল্লির কোনও মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত বাঙালি পুজো উদ্যোক্তাদের একত্রিত করে উৎসবে সহায়তার আশ্বাস দিলেন।

বিজেপি সরকারের মনোভাব পরিবর্তনে খানিকটা ধন্ধে পুজো উদ্যোক্তারাও। কেরোলবাগ দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি দীপক ভৌমিকের কথায়, '২৫ বছর ধরে পুজো করছি, কখনও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়নি। এতদিন সবকিছু হত দিল্লি পুলিশের মাধ্যমে।' প্রথমবার বিজয়া সম্মিলনির আয়োজনও করছে দিল্লি বিজেপি। বাঙালি জনসংযোগ মজবুত করাই মূল লক্ষ্য। এর পাশাপাশি গঠন করা হয়েছে পৃথক দুর্গাপুজো কমিটিও, যার দায়িত্বে রয়েছে দিল্লি বিজেপির বেঙ্গলি সেল।

জানা গিয়েছে, ৫০ বছর, ১০০ বছর বা তার বেশি পুরোনো পুজো এবং ভালো আয়োজন করা কমিটিগুলিকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলা ও বাঙালি ইস্যুতে তৃণমূল যেভাবে বিজেপির সমালোচনায় সরব হয়েছে, তাতে পিঠ বাঁচাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে এই বিতর্ক বিজেপির জন্য বুমেরাং হতে পারে বলে শঙ্কাও রয়েছে। তাই এবার বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজোকেই বেছে নিয়েছে গেরুয়া শিবির। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বাংলা ভ্রমণে 'জয় মা দুর্গা', 'জয় মা কালী' ধ্বনি তারই ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে বিজেপির দিল্লি বেঙ্গলি সেলের অরুণ মুখোপাধ্যায় অবশ্য রাজনীতির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। বাঙালিদের নিয়েই বিজেপি সরকার পথ চলতে চায়। সেইমতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

গাড়িতে তুলে সহপাঠীকে বেধড়ক মার

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর : গাড়িতে তুলে এক কলেজ পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধর করে সহপাঠীরা। এই ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং এলাকায়। ভিডিওতে দেখা যায়, শিখর মুকেশ কেশরওয়ানি নামে ওই ছাত্রকে মাত্র দেড় মিনিটের মধ্যে প্রায় ২৫-৩০ বার চড় মারা হচ্ছে। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন তরুণীও ছিলেন। আক্রমণকারীরা শুধু মারধরই করেনি, তাঁকে গালাগাল ও হুমকিও দিয়েছে। শিখর আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা বলে, 'মুখ থেকে হাত সরাও, না হলে আরও মার খাবে।'

ঘটনাটি ঘটে গত ২৬ অগাস্ট। শিখরের বাবা জানান, সেদিন

তাঁর ছেলে কলেজে যাওয়ার পথে এক বান্ধবীর গাড়িতে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিংয়ে পৌঁছোনোর পর কয়েকজন ছাত্র গাড়িতে ঢুকে পড়ে। এরপর টানা ৪৫ মিনিট ধরে শিখরকে মারধর, গালিগালাজ করা হয় এবং ভয় দেখানো হয়। এমনকি মুকেশের মোবাইল ফোন ভেঙে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

মুকেশের বাবার অভিযোগ, এই ঘটনার পর থেকে শিখর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বন্ধ করে দিয়েছেন কলেজে যাওয়াও। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচজন ছাত্রের নামে এফআইআর করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

জঙ্গি হামলার হুমকির নেপথ্যে বন্ধুবিদ্বেষ

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর : শহরজুড়ে জঙ্গি হামলার হুমকি রীতিমতো কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল মুম্বই পুলিশের। কিন্তু গোটা একটি দিন কাটতে না কাটতেই জানা গেল, সেই হুমকি ছিল ভুয়ো। মুম্বই পুলিশকে মিথ্যা সন্ত্রাস হুমকির বার্তা পাঠানোর অভিযোগে নয়ডার এক বাসিন্দাকে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ভুয়ো বার্তা পাঠানো হয়েছিল।

ধৃত ব্যক্তির নাম অশ্বিনী কুমার (৫১)। তিনি বিহারের পাটনার বাসিন্দা হলেও গত পাঁচ বছর ধরে নয়ডার সেক্টর ৭৯-এর একটি আবাসনে থাকতেন। নিজেকে জ্যোতিষী ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচয় দিতেন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ সেক্টর ১১৩ থানার পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে সেক্টর ৭৯ থেকে অশ্বিনী কুমারকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশি জেরায় অশ্বিনী কুমার স্বীকার করেন, তিনি প্রতিশোধ নিতেই এই ভুয়ো বার্তা পাঠিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে তাঁর এক বন্ধুই পাটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় কুমারকে তিন মাস জেলও খাটতে হয়েছিল। সেই বন্ধুর নাম ব্যবহার করেই তিনি মুম্বই পুলিশকে হুমকি বার্তা পাঠান, যাতে তাঁকে ফাঁসানো যায়। ওরলি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সোনম কাণ্ডে চার্জশিট পুলিশের

শিলং, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট জমা দিল মেঘালয় পুলিশ। শনিবার ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে চার্জশিট পেশ করা হয়। চার্জশিটের সঙ্গে আদালতে যথোপযুক্ত প্রমাণ জমা দিয়েছেন তদন্তকারীরা। হত্যায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে স্ত্রী সোনম রঘুবংশীকে উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। পাশাপাশি অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে সোনমের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা, বিশাল সিং চৌহান, আকাশ সিং রাজপুত এবং আনন্দ কুর্মীর নামও। চার্জশিটে বলা হয়েছে, স্ত্রী সোনমের উপস্থিতিতেই খুন করা হয়েছিল রাজাকে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১), ২৩৮(এ) এবং ৬১(২) ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

বিহারে আসন বণ্টনে জট এনডিএ শিবিরে

পাটনা, ৬ সেপ্টেম্বর : মুখে ঐক্যের বার্তা দেওয়া হলেও মনে মনে বিজেপি-জেডিইউ দূরত্ব থেকেই গিয়েছে। অন্তত বিহারে আসন্ন বিধানসভা ভোটে আসনবণ্টনের ক্ষেত্রে তার আঁচ মিলছে ভালোমতোই। প্রাথমিকভাবে এনডিএ-র দুই বড় শরিকের মধ্যে ঠিক হয়েছে, বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে উভয় দলই ১০০ থেকে ১০৫টি করে আসনে লড়াই করবে। কিন্তু একটি সূত্রের খবর, জেডিইউ এই রফাসূত্রে রাজি নয়।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল চাইছে বিজেপির থেকে তারা যেন অন্তত একটি বেশি আসনে লড়াই করতে। কেন তারা এমনটা চাইছে তার ব্যাখ্যাও মিলেছে জেডিইউয়ের তরফে। দলের এক নেতা বলেন, 'লোকসভা ভোটে আমরা নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে লড়াই করেছিলাম। সেইসময় বিজেপি ১৭টি এবং জেডিইউ ১৬টি আসনে লড়াই করেছিল। অপরদিকে নীতীশ কুমারকে মুখ করে বিধানসভা ভোটে লড়াই হবে। তাই আমরা অন্তত একটি বেশি আসনে লড়াই করব এটাই তো স্বাভাবিক। তাতে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বের এবং এনডিএ-র সমন্বয়ের সঠিক বাতাটাই ভোটারদের কাছে যাবে।'

এনডিএ-র একটি সূত্র জানিয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে নয়াদিল্লিতে আগামী সপ্তাহে বিহারের শাসক জোটের নেতারা বৈঠকে বসবেন। তাতে আসনবণ্টন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ঘটনা হচ্ছে, বিজেপির একাংশ নীতীশ কুমারের দলকে অতিরিক্ত আসন ছাড়তে নারাজ। তাছাড়া এনডিএ-র বাকি তিন শরিককে আসন ছাড়া নিয়েও জট রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের দল ৪০টি আসনের দাবি তুলেছে। যদিও বিজেপি ও জেডিইউ তাদের ২০টির বেশি আসন ছাড়তে নারাজ। অপরদিকে উপেন্দ্র কুশওয়াহা ও জিতনরাম মাঝির দলকেও কিছু আসন ছাড়তে হবে। ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে নীতীশের দল ১১৫টি, বিজেপি ১১০টি আসনে লড়েছিল। যদিও বিজেপি জিতেছিল ৭৪টিতে। জেডিইউ পেয়েছিল মাত্র ৪৩টি।

জাতীয় প্রতীক ভাঙচুরে বিতর্ক

শ্রীনগর, ৬ সেপ্টেম্বর : নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ। কিন্তু এই সাজসজ্জা ঘিরেই বিতর্কের জল গড়াল ভূস্বর্গে। শুক্রবার হজরতবাল

ওই প্রতীক এবং ফলকপ্রস্তরটি রাখার প্রয়োজন পড়ল কেন? সংস্কারের কাজটিই কি যথেষ্ট ছিল না?

ওমর আবদুল্লা

মসজিদের বাইরে লাগানো নতুন একটি ফলকে ভাঙচুর করে একদল লোক। ওই ফলকে থাকা অশোকস্তম্ভের ওপর পাথর দিয়ে আঘাত করে বিকৃত করে দেয়।

মানুষের এই আচরণকে সমর্থন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। হজরতবালের দেওয়ালে থাকা ফলকে অশোকস্তম্ভের প্রতীক থাকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ওমর। তিনি বলেন, 'ওই প্রতীক এবং ফলকপ্রস্তরটি রাখার প্রয়োজন পড়ল কেন? সংস্কারের কাজটি কি যথেষ্ট ছিল না?' পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট কার্যকর করা নিয়ে ওমরের কথায়, 'প্রথমে আপনারা মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করবেন। তারপর আপনারা এসব কার্যকর করবেন। এর অর্থ কী?' পিডিপিনেত্রী মেহবুবা মুফতিও হামলাকে সমর্থন করেছেন।

উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার পালটা দাবি, 'হজরতবাল মসজিদের বাইরে থাকা সংস্কার ফলকে অশোকস্তম্ভের প্রতীকের ওপর যে হামলা হয়েছে, তাতে মর্মাহত। অশোকস্তম্ভ আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গর্বের প্রতীক। এই ধরনের কাজ আমাদের জাতীয় আবেগের ওপর আঘাত। কোনওভাবেই এটা বরদাস্ত করা যায় না। যাঁরা এই কাজটি করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ইতিমধ্যে বেশ কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপার্সন দরক্ষণ আন্দ্রাবিও কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন।

যে গ্রামে স্বামী-স্ত্রী কথা বলেন আলাদা ভাষায়

স্বামী-স্ত্রীর মতের অমিল এমনকি মনের অমিল তো হয়েই থাকে। কিন্তু ভাষায় অমিল! কী সাংঘাতিক! তাহলে তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হবে কী করে!

ভাবতে পারেন, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন, কিন্তু দু'জনের ভাষা একেবারেই আলাদা? শোনার পর মনে হয়, আচ্ছা, ঝগড়া না মিটলেও দোষ নেই,

বোঝাবুঝিই তো হবে না! কিন্তু এই ঘটনা সত্যিই ঘটে নাইজিরিয়ার উবাং নামের এক গ্রামে। এমন বিচিত্র গ্রাম সবুজ গ্রহে দ্বিতীয়টি নেই।

এই গ্রামে পুরুষ আর মহিলাদের ভাষা আলাদা। যেমন, পুরুষরা জামা বলতে বলে 'নাকি', আর মহিলারা বলে 'আরিগা'। পুরুষরা গাছকে ডাকে 'কিচি'। আর মহিলারা বলে 'ওকওয়েং'। শুনে মনে হবে যেন একই গ্রামে ঘরের মধ্যে ঘর, পাশাপাশি দু'টি আলাদা দেশ!

আরও মজার ব্যাপার হল, ছোট ছেলে-মেয়েরা মায়ের কাছ থেকে দুই ভাষাই শেখে। কিন্তু ছেলেরা দশ বছর বয়সে পৌঁছোলেই বাধ্যতামূলকভাবে 'প্রবেশিকা পরীক্ষা' শুরু হয়। তাদের মায়ের ভাষা ছাড়তে হয়। শুধু তা-ই নয়, বরণ করে নিতে হয় পুরুষদের কথ্য ভাষাকে। এটাই নাকি তাদের 'পুরুষ হয়ে ওঠার' প্রথম ধাপ।

গ্রামপ্রধান অলিভার ইবাংয়ের মতে, 'এই প্রথা এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। বলা হয়, আদম-ইভ নাকি আলাদা ভাষায় কথা বলতেন, আর সেখান থেকেই উবাং-এর এই বিশেষ রীতি তৈরি হয়েছে।'

তবে ইংরেজির প্রভাব বাড়ায় এই মজার প্রথা এখন ঝুঁকিতে। আধুনিক সংস্কৃতির ধাক্কায় প্রথা ভুলতে শুরু করেছেন আদম-ইভের উত্তরসূরিরা!

প্রথম মিলিওনেয়ার ইউটিউবার

তখনও টেস্টটিউবের মতো জনপ্রিয় নয় ইউটিউব! তখনও খুব বেশি লোক বুঝে উঠতে পারেনি যে এই নতুন টিউব আমেরিকান টিউব রেলের নয়া অবতার কি না। সেই যুগে, মানে ইউটিউবের শুরুর সময় এক মজার চরিত্র ঝড় তুলেছিল—ফ্রেড ফিগলহর্ন। গলা চেপে ধরে চিলচিৎকার, অদ্ভুত কাণ্ড আর হুল্লোড় করে তিনি কেবল বাচ্চাকাচ্চাদের নয়, বুড়োহাবড়াদেরও মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

বিশ্বাস করবেন? এই ফ্রেড-ই ছিলেন ইউটিউবের 'প্রথম চ্যানেল', যেটা ১০ লাখ সাবস্ক্রাইবার ছুঁয়েছিল!

ফ্রেডের ক্যাচফ্রেজ বাচ্চাদের মুখে মুখে ঘুরত। নিকেলোডিয়ন তাঁকে দিয়ে বানাল তিন তিনটে সিনেমা। এমনকি তিনি ঢুকে পড়লেন 'আইকার্লি' আর 'হানা মন্টানা'-তেও। তখন মনে হচ্ছিল, এই ছেলেটাকে কেউ থামাতে পারবে না।

কিন্তু ইন্টারনেট তারারাও অনেক সময় উল্কাপিণ্ডের মতো হয়। হঠাৎ ঝলসে ওঠে, আবার হঠাৎ মিলিয়ে যায়। ২০১৫-র পর থেকে ইউটিউব থেকে উধাও ফ্রেডের ভিডিও। ভক্তরা হাহুতাশ করল, গুজব ছড়াল, কোথায় গেলে হে লুকাস ক্রুইকশ্যাঙ্ক, ফ্রেডের মাস্টারমাইন্ড?

আসলে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সারা বিশ্বে লাখো ইউটিউবার চলে আসায় লুকাস এখন আর আগের মতো কনটেন্ট বানান না। তবে তিনি পুরোপুরি গায়েবও নন। মাঝেমধ্যে ইউটিউবে বা সমাজমাধ্যমে নিজের মতো হাজির হন। বলা যায়, তিনি আজ আর 'গলাবাজ ফ্রেড' নন, বরং লোকচক্ষুর আড়ালে জীবন কাটাচ্ছেন নিজের শর্তে, নিজের ছন্দে। প্রতিভাবানরা তো এমনই হয়, তা-ই না?

পিঁপড়েরাই পৃথিবীর সেরা পালোয়ান। ওরা নিজের ওজনের চেয়ে ৫০ গুণ বেশি ভার বহন করতে পারে।

শিশু কিশোর আসর

১১

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ 11

আলোর উৎসবে আমার মতে সবচেয়ে ভালো হল...

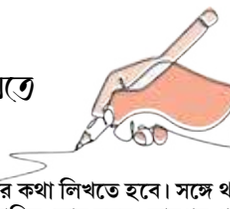

লেখালেখি

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

রুমেলা ও কাঠবিড়ালী

অগ্রদীপ দত্ত

কাঠবিড়ালীটা কুটকুট করে কী যেন একটা খাচ্ছিল। সেটা দেখে আরেকটা কাঠবিড়ালী তিড়িংতিড়িং করে কৃষ্ণচূড়া গাছ বেয়ে উপরে উঠে এল। তারপর গোটা গাছজুড়েই খেলা শুরু। স্কুল থেকে ফিরে স্কুলড্রেস না ছেড়েই ব্যালকনিতে এসে উদাস মনে দাঁড়িয়েছিল রুমেলা। হঠাৎ চোখ পড়ল গেটের সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। গাছটার কোটরের ভেতরে বাসা বেঁধে থাকে ওরা। রুমেলার মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে কাঠবিড়ালীগুলোর মতো আপ্রাণ দৌড়ে বেড়াতে। হিংসেও হয় খুব। ওদের তো বকা, মার কিছুই খেতে হয় না। পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে- এমন চিন্তাও ওদের নেই।

এসবই দেখছিল রুমেলা, তখনই ঘর থেকে চিৎকার ভেসে এল মায়ের, 'স্নান করে পুজোটা দিতে বলে গিয়েছিলাম। একটা কিচ্ছু করিসনি এখনও!' দরজার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুমেলা। তারপর কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবল— কেন যে কাঠবিড়ালী না হয়ে মানুষ হয়ে জন্মাল!

রাজ-রুমেলার অ্যানুয়াল এগজামের রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ। মা একের পর এক ফোন করে সেই রেজাল্টের কথাই জানাচ্ছে সবাইকে। কিন্তু কথা শুনে মনে হচ্ছে শুধু রাজেরই রেজাল্ট বেরিয়েছে। ভাই কোন কোন সাবজেক্টে কত মার্কস পেল, সব জানাচ্ছে। কিন্তু রুমেলা? সে তো বরাবরের মতো এবারেও ক্লাসে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তার কথা তো মা এতবার বলছে না কাউকে। সবকিছুতে ভাইকেই মাথায় তুলে রাখে সবাই। রুমেলার যেন কোনও অস্তিত্বই নেই। কথাটা মনে হতেই চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। একবিন্দু জল গাল বেয়ে নেমে এল নীচে।

অনেক আশা নিয়ে রাতে বাবার কাছে গেল রুমেলা। বাবা মার্কশিটে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বলল, 'বাহ! ভালো হয়েছে।' শুধু এটুকুই? ব্যাস? আশাহত হল রুমেলা। বাবার থেকে অন্তত একটু বেশি প্রশংসা, বাহবা আশা করেছিল।

স্কুলের শিক্ষিকা, বান্ধবীরা সবাই কত করে কনগ্র্যাচুলেট করেছে আজ ওকে। ভেবেছিল বাড়ি এসে সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেবে সমানভাবে। কিন্তু তা আর হল কোথায়! মা রেজাল্ট দেখে বলল, 'আরও ভালো করতে হবে।'

হতাশ হয়ে মার্কশিট হাতে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। রবিবারের সকাল। ডাইনিং টেবিলে ব্রেকফাস্ট করতে করতে মা বলল, 'এই উইকটাই লাস্ট। তারপর আর সুইমিংয়ে যেতে হবে না।'

রুমেলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

মায়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'আগামী বছর ক্লাস সিক্স। পড়ার চাপ বাড়বে। তাই উলটো-পালটা সময় নষ্ট করে পড়ার ক্ষতি করতে হবে না।'

উলটো-পালটা সময় নষ্ট? ঘরভর্তি এত এত প্রাইজ কি সব একা একাই হেঁটে এসেছে? রুমেলা যে শুধু লেখাপড়ায় ভালো তা নয়। খুব ছোট থেকেই সাঁতার শিখছে সে। জলের প্রতি ওর গভীর ভালোবাসা। বহু সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছে। সব উলটো-পালটা? বেকার?

পড়ার ক্ষতি কীভাবে হচ্ছে— কথাটা মাথায় ঢুকল না রুমেলার। সবদিক সামলে স্কুলেও ফার্স্ট হয়ে আসছে সে। আর ফার্স্ট হয়েও বা কী লাভ? কেউ কি একবারও সে কথা বলছে? এত অবহেলা কেন তার প্রতি! রাগে গজগজ করে উঠল রুমেলা। বলল, 'পড়াশোনা ছেড়ে দেব। সুইমিং ছাড়তে পারব না।'

মা রেগে গেল এবার, 'একদম মুখে মুখে কথা বলবে না। যা বলা হচ্ছে, তাই করতে হবে।'

টেবিলের ওপাশ থেকে রাজ এসব দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। রুমেলা সেটা দেখে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভাই যে সারাদিন ধেইধেই করে খেলে বেড়িয়ে রেজাল্ট খারাপ করছে! তখন? ওর বেলায় সাত খুন মাফ।'

রাতে মনে মনে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল রুমেলা। এই বাড়িতে আজই শেষ দিন। আর থাকবে না এখানে। ভাই জন্মানোর পর থেকেই আচমকা সবার ভালোবাসা, মনোযোগ রুমেলার ওপর থেকে সরে রাজের উপর গিয়ে পড়েছিল। ভাই না চাইতেই অনেক কিছু পায়। সমস্ত মার, বকা সব রুমেলাকেই খেতে হয়। তাছাড়া মা-বাবা দুজনেই নিজেদের কাজে এত বেশি ব্যস্ত যে রুমেলাকে ভালোবাসার আলাদা করে কোনও সময় তাদের নেই।

এসব ভাবলেই রাগে কান-মাথা গরম হয়ে যায়। তারপর রাগ কমলে ভেতরে জমে থাকা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু কাঁদতে পারে না। একমাত্র সুইমিং পুলের জলে গিয়েই চোখের সমস্ত জল মিশিয়ে দিতে পারে রুমেলা। সেখানেই বড় শান্তি। কাল সুইমিংয়ের শেষ দিন। এরপর আর চাইলেও জলে শরীর ভাসাতে পারবে না। তাই কাল বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যানটা সেট করে ফেলল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সাঁতরে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে শিবমন্দির সুইমিং পুলের গেট থেকে বেরিয়ে পড়ল রুমেলা। পাঁচটা নাগাদ মা নিতে আসবে। খুঁজে না পেয়ে মায়ের মুখখানা দেখতে কেমন হবে? ভাবতে ভাবতে শহরতলির নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। ক্যানালের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রুমেলার মনে হল, এত দূরে চলে আসাটা বোধহয় তার ঠিক হয়নি। এদিকে আগে কখনও আসেনি। কিন্তু ফেরার কোনও উপায় নেই। বাঁধের একেবারে সামনে গিয়ে বসল রুমেলা। সামনে নদী বইছে কুলকুল শব্দে। নদীর ওপারে অনেকটা দূর থেকে ভেসে আসছে যানবাহনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। সম্পূর্ণ অন্ধকার এখনও না নামলেও আলো প্রায় শেষ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে বাড়ির লোক। হঠাৎ চোখ পড়ল ওপারে। বাঁধের ধার থেকে ঝপ করে নদীতে কী একটা যেন পড়ল।

দুই

রুমেলা মার খেল। টানা একঘণ্টা চিৎকার-চ্যাঁচামেচির সঙ্গে চড়থাপ্পড়ও পড়ল গালে, পিঠে। কিন্তু সে চুপচাপ মার খেয়ে গেল। রাত ন'টা নাগাদ অফিস থেকে ফেরার পথে তিয়াত্তর মোড়ের কাছে রুমেলাকে দেখতে পায় তার ছোটকা। এদিকে সন্ধ্যা থেকেই বাড়িতে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু। ফোনাফোনি, খোঁজাখুঁজির পরও বাবা, মা, ঠাম্মা কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না। বাবা পুলিশ স্টেশন অবধি পৌঁছে গিয়েছিল মিসিং ডায়েরি করতে। তখনই ছোটকা রুমেলাকে ইতস্তত ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে।

অনেকক্ষণ মারের পর, বাবা বলে গেল- সুইমিংয়ের সঙ্গে তার বাইরে টিউশন পড়তে যাওয়াও আজ থেকে পুরোপুরি বন্ধ।

এত কথা, এত মার খাওয়ার পরও রুমেলার মনটা বেশ হালকা লাগছিল। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল আজ সন্ধ্যার কথা। কত্ত লোক, কত্ত হাততালি, কত্ত ছবি! তার সামনে এই চিৎকার,-চ্যাঁচামেচি, চড়থাপ্পড়- তুচ্ছ, নগণ্য।

পরদিন সকালে পেপার পড়তে গিয়ে 'আমার শহর' বিভাগে চোখ পড়তেই বুক মুচড়ে উঠল রুমেলার বাবার। ছবিটা বারবার খুঁটিয়ে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। এ তো তারই মেয়ে। কাল সন্ধ্যায় তরী বাঁধের সামনে এক বৃদ্ধ পা ফসকে নদীতে পড়ে যায়। সেটা দেখে তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাঁপ দেয় রুমেলা দত্ত। তলিয়ে যাওয়ার আগে সুইমিং চ্যাম্পিয়ন এই বাচ্চা মেয়েটাই বৃদ্ধকে টেনে নদীর পাড়ে নিয়ে আসে- প্রত্যক্ষদর্শীরা এমনটাই জানিয়েছেন। সেই বৃদ্ধ আর রুমেলার ছবি বেরিয়েছে আজ পেপারে। আশপাশে ঘিরে রয়েছে প্রচুর মানুষ।

চোখের কোণটা চিকচিক করে উঠল রুমেলার বাবার। খবরটা পড়ে মা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। চিবুক বেয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু। মেয়ের জন্য ভীষণ গর্ববোধ হল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রুমেলা। আজও কাঠবিড়ালীগুলো খেলে বেড়াচ্ছে গাছের ডালে ডালে।

'রুমু...' চমকে উঠল রুমেলা। পেছন ফিরে দেখল তার মা-বাবা দাঁড়িয়ে। মা এসে আচমকাই জড়িয়ে ধরল। সে কিছুই বুঝল না। কিন্তু মায়ের হাত দুটো ছাড়িয়ে যেতেও ইচ্ছে করল না। এমন আদর সে অনেকদিন পায়নি। বাবা ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'কাল এসব বলিসনি কেন?' রুমেলা কোনও উত্তর দিল না। চোখ বন্ধ করে শুধু মনে মনে ভাবল- ভাগ্যিস কাঠবিড়ালী না হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিল।

উড়তে উড়তে চাঁদকে ছোঁয়া

পাখিরা তো সারাজীবন ধরে ওড়েই। মানুষকেও সারা জীবন ধরে হেঁটেচলে বেড়াতে হয়। প্রশ্ন হল, পাখিরা উড়তে উড়তে এক জীবনে কতটা পথ পাড়ি দেয়? কিংবা একটা মানুষকে সারা জীবন ধরে কতটা পথ হাঁটতে হয়? প্রশ্নটা শুনতে সহজ মনে হলেও অঙ্কটা খুব জটিল। এনিয়ে পৃথিবীর সেরা কম্পিউটারগুলো এবং এখনকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারা (এআই) হিসেব করে দেখেছে, একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বাড়িতে হাঁটাচলা, বাগানে ঘোরাফেরা, দোকান বাজারে যাওয়া-আসার জন্য সর্বাধিক পাঁচ হাজার কদমও হেঁটে যান তাহলে সারা জীবনে (৬৫-৭০ বছর বয়স পর্যন্ত) তাঁকে হাঁটতে হবে ৯৬,০০০ কিলোমিটার। বিষুবরেখা বরাবর একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হলে চল্লিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। ৯৬,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার মানে হল পৃথিবীকে দু'বার প্রদক্ষিণ করার চেয়েও বেশি পথ। আর পাখিদের মধ্যে পরিযায়ী আর্কটিক টার্ন পাখি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত এক পরিযানেই প্রায় ৭০ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। আর সারা জীবন ধরে যতটা পথ ওড়ে তাতে চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

গত সংখ্যার উত্তর

অক্সিজেন, ১, কান, আকাশ

দেবী দুর্গার আরেক নাম 'অপরাজিতা'। তাঁকে কেন এই নামে ডাকা হয়?

দেবী দুর্গার রূপ বর্ণনা করে লেখা প্রধান গ্রন্থটির নাম কী?

উত্তরবঙ্গের কোথাকার পুজোয় দুর্গার রং লাল, সেই দেবীর নাম কী?

চালচিত্রে মহিষাসুর সহ দুর্গা পরিবারের সব দেবদেবী এবং তাঁদের বাহনের হাত ও পায়ের মোট সংখ্যা কত?

অক্ষর সাজাও

- পস্যহাহাসরি
- জবারাররদ
- রীনারঅশ্বর্ধ
- শুইবাস্তচিগ্র
- বাকারচোরার
- করন্তীহীজয়
- ক্ষয়াতৃঅয়তী

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : দিকচক্রবাল, উঠতি পড়তি, পাণ্ডববর্জিত, হাস্য-পরিহাস, স্বখাত সলিল, ষোড়শোপাচার, সংক্ষিপ্তসার

অন্য দুর্গা

শুভাশিস দাশ

এআই অ্যাপে দুর্গা এঁকে
বাবাই বলে মাগো
অসুর নিধন করতে ধরায়
এবার তবে জাগো।
কাশফুল সব রঙিন হল
এআই অ্যাপের ছোঁয়ায়
ধুনুচিতে ধুপ জ্বালিয়েও
গন্ধ নেই যে ধোঁয়ায়।
ল্যাপটপ, ট্যাব বন্ধ করে
ঘুমিয়ে পড়ে বাবাই
রাত গভীরে হঠাৎ যেন
ডাকছে তাকে এআই
বাবাই দেখে দুর্গা মা তো
নিজেই দিয়ে দেখা
বলছে ট্যাবে এআই দিয়ে
একটি অসুর আঁকা
এখনই যে বধ করব
অ্যাপের অসুরটাকে
আর তাহলে ডাকবি না তুই
ধরার দুর্গা মাকে।

আমাদের লেখালেখি

অন্যের ব্যথায় কাতর

সত্যিই মায়েরা বোধহয় দশভুজাই হন। কেমন করে দু'হাত দিয়ে দশদিক সামলে নেন। দেবী দুর্গা যেমন একাধারে সরল মনের দয়ালু হন তেমনি অসুর বধের জন্য ত্রিশূলও ধরতে পারেন; মায়েরাও তেমন। সংসার সামলান, আমাদের সামলান, দাদাই-ঠাম্মির যত্ন করেন, আমার এবং ভাইয়ের স্কুলের টিফিন তৈরি করেন, আমাদের পড়ান, ভাইকে স্কুলে দিয়ে আসা-নিয়ে আসা, বাবার যত্ন প্রভৃতি কাজ। আমাদের ছোট ছোট ভুল যেমন মায়ের নজর এড়ায় না। আমরা যদি ছোট কোনও ব্যথাও পাই মা তাতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। যেন মা নিজেই ব্যথা পেয়েছেন। মাঝে মাঝে রণচণ্ডী রূপ ধারণ করলেও কিছুক্ষণ পরেই আবার গলে জল।

-স্বস্তিকা পাল
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

মায়ের মতো হব

মা আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিছুদিন আগে আমার বাবা মারা গেছেন। সেই থেকে আমার মা-ই আমাকে ও আমার ছোট্ট বোনকে বড় করছেন। আমি অসুস্থ হলে আমার মা সবসময় আমার পাশে থাকেন। মা জমির কাজ করেন, রান্না করেন, স্নান করিয়ে দেন, আমাকে খাওয়ান, পড়া সেখান ও ঘুম পাড়িয়ে দেন। মা সকালে উঠে সবার জন্য খাবার তৈরি করেন। এরপর আমাকে তৈরি করে স্কুলে দিয়ে আসেন। আমি যখন কিছু বুঝতে পারি না, মা আমাকে বুঝিয়ে দেন। মা কোনও সময় নিজের কথা ভাবেন না, সবসময় আমাদের কথা ভাবেন। আমার মা সত্যিকারের দুর্গা, আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমি আমার মায়ের মতো হতে চাই।

-রিয়া মোদক
রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়

ভিন্ন ভিন্ন রূপ

মা হল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মনের মানুষ। সব বিপদ থেকে আগলে রাখেন, ভুল করলে বকাঝকা করেন, শাসন করেন, আবার কষ্ট বা দুঃখ পেলে কাছে টেনে নেন। দুর্গাপুজোর সময় যেমন মণ্ডপে মণ্ডপে মা দুর্গার এক এক রকমের মূর্তি দেখা যায়, তেমনি বাড়িতেও মায়ের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র আমরা দেখতে পাই। দেবী দুর্গা যেমন সব কাজ দশ হাতে সামলান তেমনি মায়েরাও বাড়িতে সব কিছু দু'হাতে সামলান। বলতে গেলে বাড়িতে সবার ভালো থাকা মায়ের উপরেই নির্ভর করে। মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েই আমরা ভালোমন্দ চিন্তা করার ক্ষমতা রাখি। মা আমাদের জন্য অতুলনীয় একজন মানুষ, দেবীও।

-অভিরূপ বাড়ই
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

ভালো মা

আমার মা সবচেয়ে ভালো মা। ভালো রান্না করতে পারে, পড়াতেও পারে। আবার মাঝে মাঝে পার্কে নিয়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করে। মাঝেমাঝে মন্দিরে বেড়াতে নিয়ে যায়। ঘুমোনোর সময় সুন্দর সুন্দর গল্প বলে। বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে মা আমাদের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। তাই মাকে খুবই ভালোবাসি এবং মাও আমাকে খুব ভালোবাসে। দুর্গা যেমন দশ হাত দিয়ে জগৎকে রক্ষা করে আমার মাও তেমনি দুর্গার মতো দশ হাতে সব সামলায়।

-সৌরীশ মণ্ডল
বালুরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়

সবচেয়ে প্রিয়

মা আমার সবচেয়ে প্রিয়। তিনি তাঁর সবকিছু দিয়ে আমায় ভালোবাসেন। আমাকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। আমার ভালো লাগা না লাগায় তিনি যেমন গুরুত্ব দেন তেমনি কোনটা ভালো তা শিখিয়ে দেন। আমাকে দেখভালে তিনি এতটুকু অবহেলা করেন না। পড়াশোনা, খেলাধুলো সবেতেই তিনি আমার শিক্ষক, আমার বন্ধুও। মা আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাই তাঁকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি মা দুর্গার মতোই।

-দিবাকর রায়
কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাড়ির আলো

আমার মা যেন দুর্গা। সব সময় তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তিনি আমার বন্ধু, শিক্ষক ও একজন পথপ্রদর্শক। মা আমাদের সব সময় সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেন। বাড়ির সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কখনও ক্লান্ত হন না। মা নিজের ভালোবাসা দিয়ে সবার মন জয় করতে পারেন। আমার কষ্টে তিনিও কষ্ট পান। মায়ের হাসি আমাদের বাড়ির আলো। মা নিজের দশ হাতে সব কাজ করতে পারেন। তাই আমার কাছে আমার মাই প্রকৃত দুর্গা।

-শ্রীময়ী সরকার
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

আঁকিবুকি

অর্পিতা দাস, ষষ্ঠ শ্রেণি,
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

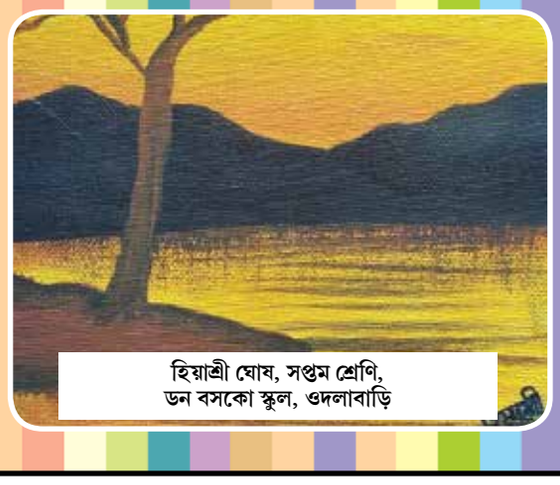

হিয়াশ্রী ঘোষ, সপ্তম শ্রেণি,
ডন বসকো স্কুল, ওদলাবাড়ি

উর্ভি পাল, নবম শ্রেণি,
শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

শ্রেয়া মাহাতো, সপ্তম শ্রেণি,
চককাশি শ্যামসুন্দর হাইস্কুল, বালুরঘাট

জিএসটি ২.০

লাভবান হবে কোন কোন সেক্টর?

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কায় যখন দেশের অর্থনীতি নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছিল, তখনই জিএসটি সংস্কার কেন্দ্রীয় সরকারের মাস্টারস্ট্রোক হতে পারে। ৩-৪ সেপ্টেম্বর জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের আনা প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে জিএসটির নয়া হার চালু হবে। জিএসটি ২.০ ভারতীয় শেয়ার বাজারেও দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

২০১৭-এ জিএসটি চালু হওয়ার সময় থেকে ৪টি স্ল্যাব ছিল ৫,১২,১৮ এবং ২৮ শতাংশ। সংস্কারের পর থাকবে মাত্র ২টি স্ল্যাব। ৫ এবং ১৮ শতাংশ। ১২ শতাংশ স্ল্যাবের অধিকাংশ পণ্য চলে আসবে ৫ শতাংশ স্ল্যাবে। ২৮ শতাংশের স্ল্যাবে থাকা অধিকাংশ পণ্য আসবে ১৮ শতাংশের স্ল্যাবে। এর ফলে প্রায় ২০০টি পণ্যের দাম কমতে পারে। এর পাশাপাশি, ক্ষতিকর পণ্যের ওপর নয়া ৪০ শতাংশ স্ল্যাব আনা হয়েছে। অন্যদিকে জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমার ওপর থেকেও জিএসটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই সংস্কারের ফলে বিক্রি বাড়বে। আমজনতার হাতে বাড়তি অর্থ থাকবে। যার সুফল পাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারও।

জিএসটি সংস্কারের জেরে কম-বেশি লাভবান হবে প্রায় সব সেক্টরই। তবে গাড়ি, এফএমসিজি, বিমা সহ আরও কয়েকটি সেক্টর এই সংস্কারের সব থেকে বেশি ফায়দা তুলতে পারে—

অটো

জিএসটি সংস্কারে সবথেকে বেশি লাভবান হবে অটো সেক্টর। এই সেক্টরে জিএসটি কমেছে-

১. ৩৫০সিসির কম বাইক, স্কুটির জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশ হয়েছে।

২. এসইউভির ওপর জিএসটি ৫০ শতাংশ থেকে কমে ৪০ শতাংশ হয়েছে। কমেছে সেসও।

৩. ট্র্যাক্টরের ওপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হয়েছে।

৪.গাড়ির যন্ত্রাংশের জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশ হয়েছে।

এর ফলে লাভবান হবে যেসব সংস্থা তার মধ্যে অন্যতম হল হিরো মোটো, বাজাজ অটো, টিভিএস, আইসার, মারুতি, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, হুন্ডাই, টাটা মোটরস, অশোক লেল্যান্ড, এসএমএল ইসুজু, এসকর্টস, ভিএসটি টিলার্স, উনো মিন্ডা, এনডুরেন্স টেক, মিন্ডা কর্প, এক্সাইড, আমারা রাজা, সোনা বিএলডব্লিউ, সম্বর্ধনা মাদার সন সহ বহু সংস্থা।

এফএমসিজি

অটো সেক্টরের পর জিএসটি সংস্কারে সবথেকে বেশি লাভবান হয়েছে এফএমসিজি সেক্টর

১. বিস্কুট, নুডলস, চকোলেট, ইনস্ট্যান্ট কফি, আইসক্রিম, ফ্রুট জুস, সস, চিজ সহ একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে জিএসটি ১৮ শতাংশ ও ১১ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

২. সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, হেয়ার অয়েল সহ একাধিক প্রসাধনী পণ্যে জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

এর ফলে লাভবান হবে হিন্দ ইউনিলিভার, কোলগেট, ব্রিটানিয়া, নেসলে, গোদরেজ কনজিউমার, ম্যারিকো, ডাবর, পতঞ্জলি, আইটিসি, ইমামি, বরুণ বিভারেজ সহ একাধিক সংস্থা।

পোশাক ও জুতো

১. ১০০০ থেকে ২৫০০ টাকা মূল্যের পোশাকে জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

২. জুতোয় জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

এর ফলে লাভবান হবে ট্রেন্ট, অরবিন্দ ফ্যাশন, এবি লাইফ স্টাইল, বাটা, রিলাক্সো, মেট্রো ব্র্যান্ড ইত্যাদি।

টেক্সটাইল

এই সেক্টরে জিএসটি কমিয়ে ৫ শতাংশ করায় লাভবান হবে বহু সংস্থা। অরবিন্দ, রেমন্ড, ওয়েলস্পান লিভিং, অলোক ইন্ডাস্ট্রিজ, ট্রাইডেন্ট, বেদান্ত ফ্যাশন, কেপিআর মিল, বর্ধমান টেক্সটাইল, পেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি।

সিমেন্ট

চলতি জিএসটি সংস্কারে বিপুল লাভবান হতে পারে সিমেন্ট সেক্টর। সিমেন্টে জিএসটি ২৮ শতাংশ কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর জেরে পরোক্ষে লাভবান হবে আবাসন এবং পরিকাঠামো নির্মাণ শিল্পও।

যেসব সংস্থা লাভবান হবে তার মধ্যে অন্যতম হল অম্বুজা সিমেন্ট, জেএসডব্লিউ, আলট্রাটেক, শ্রী সিমেন্ট, জেকে সিমেন্ট, গ্রাসিম, ডালমিয়া ভারত, ডিএলএফ, সানটেক রিয়েলিটি, গোদরেজ প্রপার্টিজ সহ একাধিক সংস্থা।

বিমা

জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমায় এবার আর কোনও জিএসটি দিতে হবে না। ফলে প্রিমিয়াম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে।

এই সংস্কারে লাভবান হবে এই ক্ষেত্রে যুক্ত প্রায় সব সংস্থাই। এর মধ্যে অন্যতম হলে এলআইসি, জিআইসি, এসবিআই লাইফ, এইচডিএফসি লাইফ, ম্যাক্স লাইফ, স্টার হেল্থ, নিভা বুপা, আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ইত্যাদি।

কৃষি

এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ওপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি সার ও রাসায়নিকের ওপরও জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

এর ফলে লাভবান হবে টাটা কেমিক্যালস, আরতি ইন্ডাস্ট্রিজ, আরসিএফ, জিএসএফসি, করমণ্ডল ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার, চম্বল ফার্টিলাইজার সহ একাধিক সংস্থা।

কনজিউমার ডিউরেবল

এসি, টিভি সহ এই ক্ষেত্রের একাধিক পণ্যে জিএসটির হার ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে লাভবান হবে ভোল্টাস, ব্লু স্টার, হুয়ার্লপুল, হ্যাভেলস, ক্রম্পটন গ্রিভস, ডিক্সন, অ্যাম্বার সহ একাধিক সংস্থা।

এ তো গেল বিভিন্ন সেক্টরের ওপর জিএসটি সংস্কারের সরাসরি প্রভাব। পরোক্ষে এই সংস্কার দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী দিনে জিডিপি এক ধাক্কায় ১-১.৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমলে বিক্রি বাড়বে। আমজনতার হাতে বাড়তি অর্থ এলে চাহিদা বাড়বে। আগামীদিনে রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার আরও কমালে দেশের অর্থনীতিতে নতুন করে জোয়ার আসবে।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার

উৎসাহ কবে ফিরবে বাজারে?

বোধিসত্ত্ব খান

এই মুহূর্তের বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বৃদ্ধি দেখাচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। মাত্র কয়েকদিন আগে প্রকাশিত হওয়া জিডিপি দাঁড়িয়েছে ৭.৮ এবং জিভিএ ৭.৬ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ম্রিয়মাণ। ব্রেন্ট ক্রুড ট্রেড করছে মাত্র ৬৫.৪৫ ডলার প্রতি ব্যারেল। তবে সোনার দাম মধ্যবিত্তের কপালে ভাঁজ ফেলছে প্রতিনিয়ত। এমসিএক্সে ২৪ ক্যারেটের প্রতি ১০ গ্রাম সোনা (৩ অক্টোবর এক্সপায়ারি) ট্রেড করছে ১০৭৭৪০ টাকা। অর্থাৎ সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে।

জিএসটি কাউন্সিল মিটিংয়ের পর দেশের বিভিন্ন পণ্যের ওপর ট্যাক্স কমানো হয়েছে দুটি স্ল্যাবে। একটি ৫ শতাংশ এবং অন্যটি ১৮ শতাংশ। এর ফলে দারুণ উপকৃত হতে চলেছে অটো, এফএমসিজি এবং ক্যাপিটাল গুডস। এই তিনটি সেক্টরে র‍্যালি আসলেও তা এখনও বেশ সতর্ক। অন্যদিকে ভারতের সেমি কনডাক্টর কোম্পানিগুলি স্বপ্নের দৌড় দেখছে। বিগত ১ সপ্তাহ কেইনস র‍্যালি করেছে ৮.৭২ শতাংশ। স্পেল সেমিকনডাক্টর র‍্যালি করেছে ৭৩.১১ শতাংশ, এএসএম টেকনলজি বিগত এক মাসে ২৫.৫৬ শতাংশ, এমআইসি ইলেক্ট্রনিক্স ৩৭.৭৬ শতাংশ প্রভৃতি।

আইটি সেক্টর যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। কেবলমাত্র ২০২৫-এ এই নিফটি ইন্ডেক্স পতন দেখেছে ২০.০৮ শতাংশ। অন্যদিকে ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্কের ফলে অনিশ্চয়তার মেঘে ঢাকা পড়েছে জেমস এবং জুয়েলারি, টেক্সটাইলস প্রভৃতি সেক্টর। প্রভাব পড়ছে সামুদ্রিক খাদ্যের ওপরও। এসসিও মিটিং সফলভাবে শেষ হওয়ার পর থেকেই আমেরিকায় একটি হতাশ মনোভাবের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল লিখেছেন, ভারত এবং রাশিয়া হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে এবং তারা চিনের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলেছে। আমেরিকার এই ট্যারিফ ট্যারিফ খেলার ফলে গোটা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শেয়ার বাজার মোটেই স্বাভাবিক হচ্ছে না।

ভারতীয় বাজার বিগত এক মাস যে গণ্ডির মধ্যে ট্রেড করছিল তা এখনও সেই গণ্ডির মধ্যে ট্রেড করছে। অর্থাৎ ২৪৫০০ থেকে ২৫৫০০। এফআইআই'রা বিগত কয়েকমাস ধরেই শেয়ার বিক্রি করে চলেছে। বিগত শুক্রবার শেয়ার বাজার পজিটিভে ট্রেড শুরু করলেও একটি উড়ো খবরের জেরে নিফটি ওপরের স্তর থেকে প্রায় ২০০ পয়েন্ট নীচে নেমে যায়। ভুয়ো খবরটি হল, ট্রাম্প এবার আইটি কোম্পানিগুলিকেও নিশানা করতে চলেছেন।এবং সার্ভিসেস সেক্টরের ওপর শুল্ক আরোপ করবেন। যদিও বেশিক্ষণ এই খবর টেকেনি। তথাপি ততক্ষণে আইটি সেক্টরে যে পতন হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছিল। এদিন নিফটি আইটি ইন্ডেক্স ১.৪৪ শতাংশ পতন দেখে। পতন এসেছিল বিএসই এফএমসিজি সেক্টরেও (-১.২২ শতাংশ)। যে কোম্পানিগুলিতে ভালো পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে বরুণ বিভারেজেস পারসিসটেন্ট, প্রেস্টিজ এস্টেট, টরেন্ট পাওয়ার এবং পিবি ফিনটেক। যে কোম্পানিগুলি বাজারে দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও ভালো উত্থান দেখেছে তার মধ্যে রয়েছে ভোডাফোন আইডিয়া, বিএসই লিমিটেড, ইন্ডাস টাওয়ার্স, আরবিএল ব্যাংক, গ্লেনমার্ক।

শুক্রবার যে কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় তার মধ্যে হল নেটওয়েব টেকনলজি, গুজরাট মিনারেলস, আরবিএল ব্যাংক, লেমন ট্রি, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা। তবে চিন্তা বাড়াচ্ছে এফআইআইরা। জুলাইয়ে এফআইআইরা মোট ৪৭,৬৬৬.৬৮ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছিল এবং অগাস্টে ৪৬,৯০২.৯২ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বরে মাত্র পাঁচদিনে এরা ৫৬৬৬.৯০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে। এদের নিয়মিত বিক্রির ফলে ক্রমাগত চাপ বাড়ছে টাকার ওপর এবং ডলার হয়ে উঠছে শক্তিশালী। প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৮৮.১৭ টাকা করে।

যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এখনও আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। ডব্লিউটিআই ক্রুড ৬১.৮৭ ডলার প্রতি ব্যারেল, মারবান ক্রুড ৬৮.০৮, ব্রেন্ট ক্রুড ৬৫.৫০ ডলার প্রতি ব্যারেল ট্রেড করছে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার তেলের ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চলেছে জানুয়ারি থেকে। তাতে ভারত থেকে ইউরোপ তেল রপ্তানির ওপর চাপ পড়তে পারে ভবিষ্যতে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

স্বমহিমায় ফিরলে মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকে সপ্তাহের শেষে ফের অস্থির হল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বিগত কয়েক সপ্তাহের পতনের ধারা রুখে দিয়ে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮০৭১০.৭৬ এবং ২৪৭৪১.০০ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেনে দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ৯০১.১১ এবং ৩১৪.১৫ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবার সেনসেক্স ৮১৫০০ এবং নিফটি ২৫০০০-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। আগামী সপ্তাহে এই দুই লেভেলের দিকে নজর দিতে হবে। এই লেভেল অতিক্রম করলে তবেই বাজার তেজি হবে। নাহলে বাজারে ওঠা-নামা চলবে। তবে বাজারে বড় মাপের পতনের সম্ভাবনা খুবই কম। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করেই আগামী দিনে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে কেন্দ্রের দেওয়া প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ৪টি স্ল্যাবের পরিবর্তে মাত্র ২টি অর্থাৎ ৫ এবং ১৮ শতাংশ স্ল্যাব থাকবে। এর ফলে একাধিক পণ্যের দাম কমবে। যা দেশের অর্থনীতিতে বিপুল চাহিদা তৈরি করবে। এর জেরেই আপাতত ঘুরে দাঁড়িয়েছে শেয়ার বাজার। কেন্দ্রের জিএসটি সংস্কারে অটো, এফএমসিজি, কনজিউমার ডিউরেবলস, সিমেন্ট সহ একাধিক সেক্টর বিপুল লাভবান হবে। আগামী দিনে এই সংস্কার ভারতীয় শেয়ার বাজারকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে। এর পাশাপাশি, পরবর্তী দ্বিমাসিক ঋণ নীতির বৈঠকে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যদি রেপো রেট আরও ০.২৫-০.৫০ শতাংশ কমায় তাহলে রেকর্ড উচ্চতার দিকে দৌড় শুরু করতে পারে শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

তবে আশঙ্কার পাল্লাও সমানভাবে বজায় রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন ৫০ শতাংশ ট্যারিফের ওপর আরও ট্যারিফ বসাতে পারেন। যা দুর্বল করছে শেয়ার বাজারকে। খুব শীঘ্রই আমেরিকার সঙ্গে ইতিবাচল বাণিজ্য চুক্তি না হলে এর নেতিবাচক প্রভাব আরও গভীর হবে। এখনও শেয়ার বিক্রি করে চলেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তারা ক্রেতার ভূমিকায় না ফিরলে স্থিতিশীল হবে না ভারতীয় শেয়ার বাজার। সামনে উৎসবের মরশুম। কেনাকাটা বাড়বে। ২২ সেপ্টেম্বর জিএসটির নয়া হার চালু হলে কেনাকাটা আরও বাড়বে। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক মাস এর প্রভাব ইতিবাচক থাকবে।

এই মুহূর্তে লগ্নিকারীদের প্রাথমিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। গুণগতমানে ভালো শেয়ার বাছাই করে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করতে হবে। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে লগ্নির পাশাপাশি লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শেয়ারে।

অন্যদিকে ঝিমিয়ে থাকা সোনা-রুপোর বাজারও নতুন করে দৌড় শুরু করতে পারে। নজর রাখতে হবে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দিকেও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ভারত ইলেক্ট্রনিক্স :** বর্তমান মূল্য-৩৭০.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৩৬/২৪০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭১০৪৬, টার্গেট-৪৬৫।
- **ন্যাটকো ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-৮৫২.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৩৯/৭২৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৮০০-৮৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫২৭৩, টার্গেট-১২৭০।
- **ডাবর ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৫৪৬.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৭২/৪৩৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৬৯৬৭, টার্গেট-৬৫০।
- **হাইওয়ে ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-৯০.৭৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩১/৮৮, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৮০-৮৭, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৫১, টার্গেট-১৫৮।
- **হিরো মোটোকর্প :** বর্তমান মূল্য-৫৩৬৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২৪৬/৩৩৪৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫০০০-৫২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৭২৯৬, টার্গেট-৬৪৫০।
- **পিএনসি ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-৩১৩.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৭০/২৪০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৯০-৩১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০৩০, টার্গেট-৪০০।
- **গেল :** বর্তমান মূল্য-১৭৩.৯৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪৫/১৫০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৬৫-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৪৩৮৭, টার্গেট-২১০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এসকর্টস কুবোটা

- **সেক্টর :** অটোমোবাইল-ট্র্যাক্টর
- **বর্তমান মূল্য :** ৩৬৯০
- **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ২৭৭৬/৪৪২০
- **মার্কেট ক্যাপ :** ৪১২৮৮ কোটি
- **বুক ভ্যালু :** ৮৭৯.২৫
- **ফেস ভ্যালু :** ১০
- **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৭৬
- **ইপিএস :** ২১০.৯৮
- **পিই :** ১৭.৪৯
- **পিবি :** ৪.২০
- **আরওসিই :** ১৩.৬ শতাংশ
- **আরওই :** ১২.৮ শতাংশ
- **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে
- **টার্গেট :** ৪২৫০

একনজরে

■ এসকর্টস দেশের প্রথম সারির ট্র্যাক্টর নির্মাতা। এছাড়াও কৃষি যন্ত্রপাতি, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং রেলওয়েতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরি করে এই সংস্থা।

■ সংস্থার আয়ের ৭০ শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। পরিকাঠামো এবং রেলওয়ে ক্ষেত্র থেকে আসে যথাক্রমে ১৯ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ।

■ দেশের ট্র্যাক্টর ক্ষেত্রে এসকর্টসের মার্কেট শেয়ার প্রায় ১২ শতাংশ।

■ ট্র্যাক্টর ও কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য ৫টি কারখানা, পরিকাঠামো এবং রেলওয়ে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জামের জন্য ১টি করে কারখানা রয়েছে।

■ সংস্থার আয়ের ৯২ শতাংশ দেশের অভ্যন্তর থেকে হয়। ৮ শতাংশ হয় বিদেশে রপ্তানি থেকে।

■ জাপানের কুবোটার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করছে এই সংস্থা।

■ ঋণের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ বিগত ৫ বছরে লাগাতার মুনাফা বাড়িয়ে চলেছে এই সংস্থা।

■ ২০২৫-২৬-এর প্রথম কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ৩৮.৫৩ শতাংশ বেড়ে ৩৭৫৯.৭৮ কোটি এবং নিট মুনাফা ৩৬৩.১৬ শতাংশ বেড়ে ১৩৯৭.১১ কোটি হয়েছে।

■ ট্র্যাক্টরের ওপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর সুফল পাবে এই সংস্থা।

■ প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৬৮.০৪ শতাংশ শেয়ার। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১১.৪৩ শতাংশ এবং ৫.২২ শতাংশ।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

আমাদের শহরের পরিবেশ যেভাবে দিন-দিন দূষণে জর্জরিত হয়ে পড়ছে তাতে আগামী প্রজন্মের জন্য দেখা যাবে অক্সিজেনহীন এক পৃথিবীতে মানুষকে বাঁচতে হচ্ছে কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে, শিল্পীর ভাবনায় এবার এটাই হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজোর মূল ভাবনা, আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

পুজোর থিমে পরিবেশের তিন ধাপ

পরিবেশ নিয়ে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপসজ্জা। ছবিটি তুলেছেন সঞ্জীব সূত্রধর।

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : যেখানে একসময় ছিল নির্মল বাতাস আর সবুজের সমারোহ, আজ সেখানে শুধু ধোঁয়া আর কংক্রিটের দমবন্ধ আবহাওয়া। আর যদি এখনই সাবধান না হই তবে সামনে অপেক্ষা করছে অক্সিজেনশূন্য এক ভবিষ্যৎ। এই ভয়াবহ সত্যকে এবছরের থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব। এবার দুর্গাপুজোয় এই ক্লাবের থিম হল 'তিনকাল'। যেখানে অতীতের সৌন্দর্য, বর্তমানের দূষণ আর ভবিষ্যতের ভয়াল রূপ একসঙ্গে ধরা পড়বে। এটি শুধু থিম নয়, সাধারণ মানুষের জন্য এক সতর্কবাণী বলেও জানান পুজো উদ্যোক্তারা।

অতীতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিল। ছিল সবুজ বন, নির্মল হাওয়া পরিষ্কার জলাশয়। শহর এতটা ভিড়ে ঠাসাঠাসি পরিবেশ ছিল না। মুক্ত পরিবেশে প্রাণ খুলে শ্বাস নিতে পারত মানুষ। এখন ছবিটা একদমই ভিন্ন। চারিদিকে প্লাস্টিক, ধোঁয়া কংক্রিট আর অবাধ দূষণ। ভিড়ে ঠাসা রাস্তা, ফ্লাইওভার, গাড়ির ভিড়, দূষণ এক দমবন্ধকর পরিবেশ। আর এই ভয়াবহ পরিবেশ থেকেই ভবিষ্যতের রূপ কল্পনা করা হয়েছে মণ্ডপে। আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য দেখা যাবে অক্সিজেনহীন এক পৃথিবী, যেখানে মানুষকে বাঁচতে হচ্ছে কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে। এই পুরো বিষয়টিকে নানা মডেল ও কারুকাজে মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরা হবে। এবারে ৫৬তম বর্ষে বিশেষ এই উদ্যোগ নিয়েছে পুজো কমিটি। মণ্ডপ ও প্রতিমায় শিলিগুড়ির শিল্পীরাই কাজ করছেন। থিমমেকারদের সঙ্গে কথা বলে ক্লাব উদ্যোক্তা ও সবার যৌথ চিন্তায় এই ভাবনাটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছরই বিশেষ ভাবনায় পুজোয় তাক লাগিয়ে দেয় এই ক্লাব। এই বছরও মণ্ডপে ঢুকলেই থিমটিকে অনুভব করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। কোথাও স্কুল ব্যাগ নিয়ে যাওয়া বাচ্চার কাঁধে ব্যাগের জায়গায় অক্সিজেন সিলিন্ডার, তো কোথাও ভিড়ে ঠাসা পৃথিবী, ফ্লাইওভার, কংক্রিটের জঙ্গলকে তুলে ধরা হবে। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নিমাই পাল বলেন, 'আমাদের পুজোর মাধ্যমে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ফুটিয়ে তুলতে চাই। এই থিমের মাধ্যমে পরিবেশকে বাঁচিয়ে তোলার বার্তাও থাকবে।'

বন কেটে কংক্রিট

- এবার পুজোর থিম নানা মডেল ও কারুকাজ আর মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরা হচ্ছে
- পুজোর মণ্ডপে ঢুকলেই দর্শনার্থীরা পরিবেশের গুরুত্ব অনুভব করতে পারবেন
- দেখতে পাবেন স্কুলের পথে বাচ্চার কাঁধে বইয়ের ব্যাগের বদলে রয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার
- থাকবে শহরের দূষণ চিত্র, ভিড়ে ঠাসা ফ্লাইওভার, বন কেটে গড়ে ওঠা কংক্রিটের জঙ্গল
- এই থিমের মাধ্যমে পরিবেশকে বাঁচিয়ে তোলার বার্তাও থাকবে এই ক্লাবের পুজোয়

হায়দরপাড়ার পুজোতে থিমের ছোঁয়া লেগেছে। গোটা শহরের ভিড় জমে এই ক্লাবে। তবে অভিষেক পাল, সৌরভ দে-র কাছে এটি পাড়ার পুজো। তাই তাঁদের আবেগটা একটু আলাদা। সৌরভের কথায়, 'আগে তো প্রায় প্রতিদিন মণ্ডপে আড্ডা মেরে সেখানেই দিন কেটে যেত। তবে এখন একটু বাইরেও যাই।' এই পুজো ঘিরে যে অনেকটাই আবেগ তা বলছিলেন অভিষেক। দ্বিতীয়াতেই এই পুজোর উদ্বোধন রয়েছে জানালেন পুজো কমিটির সভাপতি সঞ্জয় সাহা, সম্পাদক উৎপল পাল চৌধুরী।

মিটিংয়েই এল না তিনটি ক্লাব

পুজো কার্নিভালে উৎসাহে ভাটা

খরচে না পোষানোয় ক্লাবগুলি পুজো কার্নিভালে অংশ নিতে চাইছে না। কার্নিভালের জন্য এবং বাড়তি দুইদিন মণ্ডপে প্রতিমা রাখতে যে পরিমাণ খরচ হয় আর্থিক পুরস্কারের টাকায় সেই খরচ মেটে না।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে পুজো কার্নিভালে এবার কমতে পারে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা। গত বছর অংশ নেওয়া তিনটি ক্লাব এবার কার্নিভালে অংশ না-ও নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কার্নিভালের বিষয়ে আলোচনা করতে শনিবার পুরনিগম ভবনে শহরের পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেখানে ৯টি ক্লাব অংশ নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আলোচনায় অংশ নেওয়া ৯টি ক্লাব বা পুজো কমিটির মধ্যে বেশকিছু নতুন নাম রয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর। মূলত খরচের কারণে ক্লাবগুলি পুজো কার্নিভালে অংশ নিতে চাইছে না। কারণ কার্নিভালে অংশ নিতে হলে প্রচুর জাঁকজমক রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাড়তি দুইদিন মণ্ডপে প্রতিমা রাখতে হবে। তার জন্যও খরচ আছে। তাই অনেক পুজো কমিটি পিছিয়ে আসছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগম অংশগ্রহণকারী এবং বিজয়ীদের আর্থিক পুরস্কার দেয়। কিন্তু ওই টাকায় খরচ মেটে না বলে ক্লাবগুলির দাবি।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'এখনও পর্যন্ত ৯টি ক্লাব আলোচনায় এসেছে। আরও ক্লাব আসবে। গত বছর ১২টি ক্লাব এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের একটি ট্যাবলো ছিল।'

এ বছর ৪ অক্টোবর শিলিগুড়িতে পুজো কার্নিভালের দিন ঠিক করা হয়েছে। ওইদিন শিলিগুড়িতে হিলকার্ট রোডে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে। সেখানে ক্লাবগুলি নিজেদের প্রদর্শনী উপস্থাপন করবে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় এলইডি স্ক্রিন বসানো হবে। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় স্টেজ তৈরি হবে। ভিআইপিদের জন্য আলাদা মঞ্চ থাকবে। এলাকায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তার পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ক্লাবগুলি বিধান রোড দিয়ে লাইন করে একে একে এসে হিলকার্ট রোডে ঢুকবে। প্রতিটি ক্লাবকে প্রদর্শনীর জন্য পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় দেওয়া হবে। এই নিয়েই এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমে আলোচনা হয়।

পুরনিগমে ক্লাবকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

সময় বরাদ্দ

৪ অক্টোবর পুজো কার্নিভালের দিন ঠিক করা হয়েছে

ওইদিন হিলকার্ট রোডে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে

সেখানে ক্লাবগুলি নিজেদের প্রদর্শনী উপস্থাপন করবে

প্রতিটি ক্লাব বিধান রোড দিয়ে হিলকার্ট রোডে ঢুকবে

প্রতিটি ক্লাব প্রদর্শনীর জন্য ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় পাবে

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৫-এ ছোট নাটকের উৎসবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে প্রথম নাটক শিলিগুড়ি ওপেন সিক্রেট প্রযোজনা 'এক আহম্মকের গল্প' এবং দ্বিতীয় নাটক মিত্র সম্মিলনীর প্রযোজনা 'শ্যামের সাইকেল'।

মহিলা সমিতির সম্মেলন উপলক্ষ্যে মিছিল

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্মেলনের তরফে শনিবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিল হয়।

রবিবার মিত্র সম্মিলনী হলে সমিতির ১৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নারী নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরা হবে। এদিনের মিছিলে সমিতির সদস্যরা আদিবাসী নাচ করেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ বসু, জেলা সম্পাদিকা মণি থাপা প্রমুখ।

দেখভাল নেই, পার্ক বেহাল

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : থাকার কথা ছিল খেলার সামগ্রী। কিন্তু দোলনা ভেঙে গিয়েছে, স্লিপগুলি আর চড়ার যোগ্য নেই। এমনই অবস্থা শহরের বেশ কিছু পার্কের। বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও পার্কগুলি সংস্কার করা হয়নি। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, সেখানে একটি পার্ক রয়েছে। পার্কের ভেতর বসার জায়গাগুলি ভেঙে গিয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। এবিষয়ে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'আমরা বোর্ডে আসার পর অনেকগুলি পার্ক সংস্কার করেছি। সৌন্দর্যায়নের জায়গাগুলিও শীঘ্র সংস্কার করা হবে।'

রাস্তার ওপরেই রয়েছে গঙ্গানগর এলাকার পার্কটি। পার্কের ভেতরে বসার জায়গাগুলি ভেঙে গিয়েছে, পার্কে থাকা দোলনাগুলি ভেঙে শুধু লোহার শিকলগুলি ঝুলছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুনীতি শাহ বলেন, 'আমাদের এই পার্কের অবস্থা খুব খারাপ। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার সংস্কারের আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। আর কোনওদিন সংস্কার হবে বলে মনে হয় না।'

একইরকম হতাশা প্রকাশ করেছেন প্রমোদনগরের বাসিন্দারা। তাঁদের এলাকায় থাকা পার্কটিরও একইরকম পরিস্থিতি। পার্কের ভেতরে দোলনা, স্লিপ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। পার্ক চত্বর আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। বহু বছর ধরে যে সংস্কার হয়নি তা আর বলার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় বাসিন্দা অঙ্কুশ সরকারের কথায়, 'এই পার্ক দেখলে মনে হয় যেন এখানে যুদ্ধ হয়েছে। সব খেলাধুলোর সামগ্রী ভেঙে গিয়েছে। কবে শেষ কচিকাঁচাদের এখানে খেলতে দেখেছিলাম তা মনে নেই।'

পাতি কলোনি পার্কের দুরবস্থা। –সংবাদচিত্র

প্রায়ই এলাকার ছেলেমেয়েরা পার্কে যাওয়ার বায়না করে। কিন্তু পার্কটির বেহাল দশার জন্য তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই এলাকা থেকে দূরের কোনও পার্কে ওদের খেলতে নিয়ে যেতে হয় বলে জানান পাতি কলোনির বাসিন্দা অনুজ সরকার। তাঁর কথায়, 'আমার ছোট মেয়ে অনেক সময়ই পার্কে যাওয়ার বায়না করে। আমাদের এলাকায় যে পার্কটি রয়েছে তা ব্যবহারের অযোগ্য। এছাড়া সন্ধ্যা হলে সেখানে নেশার আসর বসে।' এই এলাকার পার্কটি রেলের জমির ওপর রয়েছে এবং পার্কটি দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে পুরনিগম। কারা পার্কটি সংস্কার করবে সেই জট কাটছে না।

একই পরিস্থিতি ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনি পার্কের। শুধু পার্ক নয়, মহানন্দা নদীর দু'পাড়ে যে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল তার অবস্থা শোচনীয়। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভূপেন্দ্রনগরের সৌন্দর্যায়নের একই পরিস্থিতি।

ভাঙা সামগ্রী

- শহরের অধিকাংশ পার্কের খেলার সামগ্রী ভেঙে গিয়েছে
- বসার জায়গাগুলি ভেঙে গিয়েছে
- পার্কের ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আবর্জনা পড়ে রয়েছে
- পার্ক চত্বর আগাছায় ঢেকে গিয়েছে

শান্তিনগরে নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে উধাও ইলেক্ট্রিক তার

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রাতে নির্মীয়মাণ বাড়িতে দেওয়ালের ভেতর দিয়ে তার ঢুকিয়ে কন্সিল ওয়্যারিংয়ের কাজ করিয়েছিলেন মধ্য শান্তিনগরের নিখিলরঞ্জন টিকাদার। সেখান থেকেই চুরি গেল প্রায় ৩ লক্ষ টাকার তার।

নিখিল বলেন, 'পাশাপাশি দুটি বাড়ি আমার। একটি বাড়ি নতুন তৈরি হচ্ছে। সেখানে কন্সিল ওয়্যারিংয়ের কাজ করা হচ্ছিল। তবে শুক্রবার রাতে কেউ সেই বিদ্যুৎ তার চুরি করে নিয়ে যায়।' শনিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে বাড়িতে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের। তাঁদের কথা শুনে বাড়িতে গিয়ে নিখিল দেখেন তার চুরি হয়ে গিয়েছে। তিনতলা বাড়ির সমস্ত ফ্লোর থেকেই তার চুরি করা হয়েছে। বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও কিছুদিন আগে বাজ পড়ে তা খারাপ হয়ে যায়। তাই কে বা কারা চুরি করল, কিছুই জানা যায়নি।

অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আশিঘর ফাঁড়িতে। ঘটনাস্থলে গিয়ে, খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তার গর্তে পড়ে উলটে যাচ্ছে টোটো

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : এলাকায় ঢুকলেই সমস্যার ছবি ফুটে উঠবে। কোথাও দেখা যায় রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি, আবার কোথাও রাস্তায় নেই পিচের প্রলেপ। হতশ্রী রাস্তা দিয়ে চলাচলই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বৈকুণ্ঠপুর এলাকায়। কখনও টোটো উলটে যাচ্ছে। কখনও আবার গাড়ির চাকা গর্তে পড়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটছে। নিত্যদিনের হয়রানিতে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় রাস্তার দশা বেহাল। এলাকার বিভিন্ন রাস্তার পরিস্থিতি দেখে মনে হবে না, এটি পুর এলাকার অন্তর্গত। এই খানাখন্দে ভর্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার বাসিন্দা সমীর সাহা ক্ষোভের সুরেই বলেন, 'আমরা এলাকার রাস্তার রুগ্নদশার কারণে প্রচুর সমস্যায় পড়ছি। কবে এবং কীভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে জানা নেই।' এই রাস্তা দিয়ে টোটো নিয়ে যেতে প্রায়ই সমস্যায় পড়তে হয় নিতাই সরকারকে। তিনি বলেন, 'গত সপ্তাহে টোটো নিয়ে যাওয়ার সময় উলটে গিয়েছিল। ভাগ্যিস ওই সময় টোটোতে কোনও যাত্রী ছিল না। এত সমস্যা হয় এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে, যে কী বলি!'

যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার সিবিকা মিত্তল বলেন, 'ওই এলাকায় ইতিমধ্যেই কিছু জায়গায় রাস্তা ও নিকাশির কাজ হয়েছে। তবে এলাকার বাকি থাকা রাস্তাগুলিও সংস্কার করা হবে।'

সেবক রোডে ফুটপাথ দখল করে যথেচ্ছ ব্যবসা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : ফুটপাথের ওপর পেতে দেওয়া হচ্ছে চেয়ার ও টেবিল। বেলা বাড়তেই সেই চেয়ার ও টেবিলে বসে চলছে দেদার খাওয়াদাওয়া। শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন রাস্তার ধারে থাকা ক্যাফে, রেস্টুরেন্টগুলির নতুন এই পদ্ধতি ঘিরে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ পথচলতি মানুষ। অনুমতির তোয়াক্কা না করেই শহরের একাধিক জায়গায় রেস্টুরেন্ট, ক্যাফের মালিকরা সামনের জায়গা পেভার্স ব্লক পেতে দখল করে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। কিছু কিছু জায়গায় আবার সাধারণ ক্রেতাদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেটি সুনিশ্চিত করতে চেয়ার ও টেবিল পাতার পর জায়গাটি ঘিরে ফেলা হচ্ছে। অলিগলির পাশাপাশি মূল রাস্তার ফুটপাথের অংশও এভাবে দখল হতে শুরু করায় প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'বিষয়গুলি আমাদেরও নজরে পড়ছে। এভাবে রাস্তা আটকে ব্যবসা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শহর শিলিগুড়িতে প্রধান রাস্তার ধারে একাধিক রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে তৈরি হয়েছে। বেশকিছু জায়গায় আবার দোকান তৈরি করে চা, বিভিন্ন ফাস্ট ফুডও বিক্রি হচ্ছে। একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার পাশাপাশি দোকানের সামনের অংশটা সাধারণ মানুষের নজরে সহজেই ফেলার জন্য ফুটপাথের ওপরেই পেতে দেওয়া হচ্ছে চেয়ার ও টেবিল। চেকপোস্ট সংলগ্ন সেবক রোডের ইসকন মোড় যাওয়ার রাস্তায় নজরে পড়ল এমনই একটি রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টের ভেতরে একটি টেবিল পাতা থাকলেও বাইরের ফুটপাথ দখল করে ৫টি টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে।

ফুটপাথে চেয়ার পেতে রেস্তোরাঁ। –সংবাদচিত্র

প্রতিটি টেবিলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪টে করে চেয়ার। সেখানে বসা ক্রেতাদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য সেবক রোড দিয়ে ফুটপাথে ওঠার অংশটায় চেন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এভাবে চেয়ার ও টেবিল পেতে রাখা হলে সাধারণ মানুষ যাবেন কীভাবে? প্রশ্ন করতেই ওই রেস্টুরেন্টের এক কর্মীকে বলতে শোনা গেল, 'আসলে মানুষজন এখন বাইরে বসে খেতেই বেশি পছন্দ করেন। ভেতরে অনেকেই এখন অস্বস্তি অনুভব করেন। খোলা ছাতার তলায় বসে খাওয়াটাই এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।' কিন্তু ট্রেন্ডের নাম করে এভাবে দখলদারির কারণে মানুষ সমস্যায় পড়ছেন? অবশ্য কোনও উত্তর দিতে চাননি ওই রেস্টুরেন্ট কর্মী। একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানেও।

সেই দোকানে চায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ফাস্ট ফুডও পাওয়া যায়। সেখানেও ফুটপাথ দখল করে খোলা ছাতার নীচে চেয়ার ও টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে। স্টেশন ফিডার রোডে তো আবার নালার ওপর থাকা স্ল্যাবে পেভার্স ব্লক দিয়ে সাজিয়ে তুলে চেয়ার ও টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আবার বাইরে যাঁরা বসছেন তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, আলাদা কাউন্টারও করে দেওয়া হয়েছে। কথা হচ্ছিল পথচলতি মানুষের সঙ্গে। শহরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলছিলেন, 'আসলে সময়ের সঙ্গে সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। আগে হকারদের দাপটে ফুটপাথে চলা যেত না। এখনও হকার রয়েছে, তারমধ্যেই নতুন ট্রেন্ডের অছিলায় ফুটপাথের মধ্যেই চেয়ার ও টেবিল পেতে দিচ্ছেন একশ্রেণির ব্যবসায়ী। সেখান দিয়ে যাওয়া অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।' এই ব্যাপারে বিশেষ অভিযান চালানো হোক, দাবি জানাচ্ছেন পথচলতি মানুষের একটা বড় অংশ। সবমিলিয়ে, নতুন ট্রেন্ডের অছিলায় ফুটপাথ দখল করে হচ্ছে ব্যবসা।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু কিশোরীর

প্রথম পাতার পর

আচমকা জানলার পাশ থেকে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পান। বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। আশপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও বের হন। দেখা যায়, স্কুলের পোশাক পরা এক কিশোরী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আবাসনের কেউ সামনে এগিয়ে আসেননি তখনও। ইন্দ্রজিৎ ও আবাসনের অপর এক মহিলা কিশোরীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যান। ইন্দ্রজিতের স্ত্রী সেখানকার চিকিৎসক। তিনি আগেই ফোন করে স্ত্রীকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে দেন। সেইমতো ওই চিকিৎসক চলে আসেন জরুরি বিভাগের সামনে। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সরলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ততক্ষণে খবর পৌঁছে গিয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফাঁড়িতে। পুলিশ ছাত্রীর আই কার্ড দেখে জানতে পারে, সে বিএসএফ কদমতলা স্কুলের পড়ুয়া। পুলিশ ঘটনাটি স্কুলে ফোন করে জানায়। স্কুল থেকেই ছাত্রীর বাবা, মাকে ফোনে জানানো হয়। স্কুলের প্রতিনিধি এবং বাবা-মা মেডিকেলে আসেন। মেয়ের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন দম্পতি।

ওই ছাত্রী চারটি নোট লিখে গিয়েছে। একটির বিষয়বস্তু, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। অপরটিতে নিজের ভাইকে নিয়ে নানা কথা লিখেছে সে। তাকে ভালো থাকার উপদেশ দিয়েছে। মা, বাবার খেয়াল রাখতেও বলেছে। অপর একটি নোটে সবসময় তার পাশে থাকার জন্য স্কুলের এক শিক্ষিকা ও এক শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়েছে সরলা। শেষটিতে ছাত্রী উল্লেখ করেছে, সে সবার চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তাই সে এই পথ বেছে নিল। এই নোটটি দেখার পরই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ভুগছিল সরলা। সেটা হয়তো প্রকাশ করতে পারেনি বা প্রকাশ করলেও আমল দেওয়া হয়নি তার কথায়। যদিও মৃতের বাবা ঠাকচন অজয় কুমার সিং এব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি।

মোদির প্রশংসা

প্রথম পাতার পর

হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক বৈঠকে তার আগে ট্রাম্প বলেন, 'আমি সব সময় মোদির বন্ধু আছি এবং থাকব। যদিও তিনি এই মুহূর্তে যা করছেন, তা আমার ভালো লাগছে না।' তবে তাঁর দাবি, 'দু'দেশের সম্পর্কে চিন্তার কিছু নেই, কেবল মাঝেমধ্যে কিছু মতভেদ হয়, এই যা।'

মোদির এক্স পোস্টের পর ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও শনিবার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক অংশীদারিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর ভালো ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে।' জয়শংকরের কথায়, 'আমরা আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করছি। এর বাইরে এই মুহূর্তে বেশি কিছু বলার নেই।' ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'দু'দেশের সম্পর্ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং অতীতে বহু চ্যালেঞ্জ সামলে এগিয়েছে। নয়াদিল্লি আশা করছে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্বার্থের ভিত্তিতে এই অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে যাবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ডায়াবিটিসের স্মার্ট সমাধান

এবার ইনসুলিন ইনজেকশনের ঝামেলা থেকে মুক্তি? বিজ্ঞানীরা এমনটাই বলছেন! লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে বিজ্ঞানীরা এমন একটি স্মার্ট ইনসুলিন প্যাচ তৈরি করেছেন, যা রোগীদের জীবন বদলে দিতে পারে। এই প্যাচটি শরীরের গ্লুকোজের মাত্রা নিজে থেকেই মাপতে পারে এবং প্রয়োজন মতো ইনসুলিন সরবরাহ করে। এর ফলে বারবার ইনজেকশন নেওয়া বা আঙুল ফুটিয়ে রক্ত পরীক্ষা করার কোনও প্রয়োজন হবে না। এই প্যাচে আছে ছোট ছোট মাইক্রো-নিডল, যা ত্বকের সঙ্গে লেগে থাকে। এটি সরাসরি একটি স্মার্টফোন অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত, যা রোগীকে গ্লুকোজের অবস্থা জানায়। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই প্যাচ ব্যবহারের ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। এটি বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে। এটি এখন বড় পরিসরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে বাজারে আসতে পারে।

এআই জাদুতে সিওল এখন জ্যামমুক্ত

ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চান? দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল শহরে সেই স্বপ্ন এখন সত্যি। সেখানে চালু হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত এক নতুন ট্রাফিক ব্যবস্থা, যা শহরকে জ্যামমুক্ত করে দিয়েছে। এই সিস্টেম ক্যামেরা, সেন্সর এবং জিপিএস থেকে রিয়েল টাইম তথ্য নিয়ে ট্রাফিকের পূর্বাভাস দিতে পারে এবং জ্যাম শুরু হওয়ার আগেই সিগন্যালগুলো পরিবর্তন করে গাড়ির গতিপথ ঠিক করে দেয়। এর ফলে শহরে জ্যাম কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ এবং দুর্ঘটনা কমেছে ৩০ শতাংশ। সাধারণ ট্রাফিক সিগন্যাল একটি নির্দিষ্ট চক্রে চলে, কিন্তু এই এআই সিস্টেম গতিশীল। ধরুন, কোনও রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে এটি দ্রুত বিকল্প পথ দেখিয়ে দেয়, যাতে অন্য গাড়িগুলো সেখানে আটকে না পড়ে। এর ফলে মানুষের সময় বাঁচছে, জ্বালানি খরচ কমছে এবং পরিবেশ দূষণও কম হচ্ছে।

জন্মগত বধিরদের জন্য আশার আলো

জন্ম থেকেই যাঁরা বধির, তাঁরাও কি এবার শুনতে পাবেন? সুইডেনের একদল বিজ্ঞানী এমনই ঘটনা ঘটিয়েছেন। তাঁরা জিন থেরাপি করে ১০ জন জন্মগত বধির শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে এনেছেন। 'ওটিওএফ' নামে একটি জিনে ত্রুটির কারণে শব্দ মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারে না। বিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ ধরনের ইনজেকশনের মাধ্যমে সেই ত্রুটিপূর্ণ জিনের বদলে একটি সুস্থ জিন কানের ভিতরে প্রবেশ করিয়েছেন। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে শ্রবণক্ষমতা চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। এই সাফল্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে।

ব্যথানাশক কৃমি!

ভাবছেন ব্যথা কমাতে ব্যথানাশক ওষুধ লাগে? তাহলে শুনুন, বিজ্ঞানীরা এমন এক কৃমির সন্ধান পেয়েছেন, যা আমাদের ব্যথার অনুভূতি পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে! এটি যখন মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, তখন কোনও ব্যথা হয় না। বিজ্ঞানীরা এখন জেনেছেন, এই কৃমি এমন কিছু রাসায়নিক নির্গত করে যা আমাদের ব্যথা, তাপ এবং অন্য বিপদসংকেত অনুভব করার জন্য দায়ী স্নায়ুকোষগুলোকে চুপ করিয়ে দেয়। টুলেন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে ইঁদুরগুলোকে এই কৃমি দিয়ে আক্রান্ত করা হয়েছিল, তারা ব্যথা বা তাপের প্রতি কম সংবেদনশীল ছিল। এর অর্থ হল, এই কৃমিটি সত্যিই আমাদের ব্যথার অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়। এই গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে হয়তো ব্যথানাশক ওষুধ তৈরি করা যাবে, যা ব্যথার অনুভূতি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে। তবে এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে, কারণ এটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও দুর্বল করে দেয়।

শিলিগুড়ির ১৬ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় কড়াকড়ি আজ

অবজার্ভারদের পরিচয়ে প্রশ্ন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : রবিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম ও দশমের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। ৯ বছর পর পরীক্ষা আয়োজন করতে যাওয়ার আগে এখন প্রশ্ন, বির্তক এড়িয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারবে তো কমিশন? বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে এসএসসি যাঁদের অবজার্ভার হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে তাঁদের অনেকে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের সদস্য। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা প্রক্রিয়া প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছে বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি।

শিলিগুড়িতে ১৬টি পরীক্ষকেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার আয়োজন হচ্ছে। অধিকাংশ পরীক্ষাকেন্দ্রে কলেজের অধ্যাপকদের অবজার্ভারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির একটি কেন্দ্রের অবজার্ভারের দায়িত্বে রয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর্স অ্যাসোসিয়েশনের (ওয়েবকুপা)-র রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক অমল রায়। শুধু অমল নন, এমন অনেক তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক রয়েছেন, যাঁরা পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত। এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'যাঁরা তৃণমূল করেন, তাঁদের পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করায় একপ্রকার আশঙ্কা থেকেই যায়। কেননা, তৃণমূলের এজেন্টরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দুর্নীতি করেছেন। তৃণমূলের ওপর শিক্ষক মহলের আস্থা বা বিশ্বাস নেই। যেভাবে গতবার নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার দুর্নীতি অবলম্বন করেছিল, তেমন যে আবার হবে না- কেউ জোর গলায় বলতে পারবেন না।'

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই বলেছেন, '৫০ হাজার টাকায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে।' তাঁর এই অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি।

এদিকে, দাগি শিক্ষকদের ফের পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির শিক্ষা সেলের আহ্বায়ক বিশ্বদীপ ঘোষের কথায়, 'টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কেউ হাতে পেয়ে থাকলে, তাঁরা অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন। অধিকাংশ শিক্ষক তৃণমূল করেন। কিন্তু যদি কোনও তৃণমূলের শিক্ষক পরীক্ষা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব।'

যদিও এসএসসি'র তরফে দাগি শিক্ষকদের তালিকা প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের ইনচার্জদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দাগি শিক্ষকরা যাতে কোনওভাবেই এই পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন। যদিও বিরোধীদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চাননি ওয়েবকুপার নেতা অমল। তাঁর কথায়, 'যাঁদের অবজার্ভার করা হয়েছে, তাঁরা সবাই তো তৃণমূল নন! শিক্ষকের রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু তাঁরা যখন কোনও নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে দাগিয়ে না দেওয়াই ভালো।'

এসএসসি'র নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসুরায় বলেন, 'বিরোধীদরে কাজ হল, সরকারের সমালোচনা করা। প্রতিটি কেন্দ্রে অবজার্ভাররা থাকছেন। প্রতিটি ভেনুতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে পুলিশ। যাতায়াতের সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি জেলার সদরে পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে।'

শঙ্কায় চাকরিপ্রার্থীরা

প্রথম পাতার পর

ম্যাক্সিক্যাব চালিয়ে যদি রোজগার করতে না পারেন, তবে তাঁরাও যেন টোটো চালান- এমন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের ওসির বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুলেছিলেন চালকরা। এদিনের ঘটনা ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে। অনাথ রায় নামে এক চালকের হুঁশিয়ারি, 'আগামীতে আমরা অনশনে বসতে পারি। প্রয়োজনে পরিবার নিয়ে অনশনে বসব।' মিন্টু ঘোষ বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়িতে আসার কথা। প্রয়োজনে আমরা তাঁর কাছে যাব। মুখ বুজে সইব না।'

কোর্ট মোড় ইউনিয়নের সেক্রেটারি বিলাস ঘোষ রায়ের বার্তা, 'প্রশাসন সদুত্তর দেয়নি। তাই চালকরা প্রতিবাদ করছেন। মালিকরা তাঁদের সমর্থন করছেন। টোটোর কারণে ওঁদের সংসার চালানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এদিকে টোটো-ম্যাক্সিক্যাবের টানাপোড়েনের জেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফাঁপরে পড়লেন সাধারণ মানুষ। সাধন সরকার কোর্ট মোড় থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা পেলেন না ম্যাক্সিক্যাবের। শেষে বাসে চাপতে হল তাঁকে।

শনিবার খোলা ছিল অফিস, আদালত। নানা কাজে যাতায়াত করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হল মানুষকে। চম্পাসারি থেকে রবীন্দ্রনগর সংলগ্ন এলাকায় অফিসে আসতে গিয়ে দুইবার টোটো পালটাতে হয়েছে শুভাশিস দাসকে। গচ্চা গিয়েছে বেশি টাকা। শুভাশিসের গলায় ক্ষোভের সুর, 'এভাবে কতদিন চলবে? সমাধান নিয়ে ভাবা উচিত প্রশাসনকে। আমাদের ভুগতে হচ্ছে। প্রশাসন ও চালকরা আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিক।' এনজেপি স্টেশন থেকে জংশন, দার্জিলিং মোড় থেকে তিনবাত্তি মোড়, নৌকাঘাট সহ সমস্ত জায়গায় দুর্ভোগের ছবি নজরে এসেছে।

মেয়র গৌতম দেব শুক্রবার বলেছিলেন, 'ওঁরা আমাদের কাছে এলে কথা বলব।' এদিকে, গাড়িচালক ও তাঁদের সংগঠনের অভিযোগ, বারবার স্মারকলিপি দেওয়া হলেও কখনোই তাঁদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেননি মেয়র। রীতিমতো প্রেস্টিজ ফাইট শুরু হয়েছে প্রশাসনের সঙ্গে চালকদের। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদকে দুইবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি।

শিলিগুড়ি অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাস ফোনে জানিয়েছেন, তিনি এখনও শহরের বাইরে। আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা মিল্টন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এদিন সন্ধ্যায় মিল্টনকে একবার ফোন করা হয়েছিল, তিনি সাড়া দেননি।

বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে নিগৃহীত

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : চা বাগানে ঘুরতে গিয়ে বহিরাগত পাঁচ তরুণের হাতে বেধড়ক মার খেলেন এক কলেজ পড়ুয়া ও তাঁর বান্ধবী। ওই ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করে তা সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপে ছড়িয়ে দেওয়াও হয় বলে অভিযোগ। কলেজে ফিরেই বন্ধুদের নিয়ে আবার ওই চা বাগানে যান কলেজ পড়ুয়া। মারধরে অভিযুক্তদের তিনজনকে তুলে এনে কলেজ হস্টেলে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা চরমে ওঠায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আটক তিনজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া একটি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্র তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে কলেজের পাশেই একটি চা বাগানে ঘুরতে গিয়েছিলেন। ওই বান্ধবী অবশ্য কলেজের ছাত্রী নন। তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরেই। অভিযোগ, সেখানে ৫ জন তরুণ কলেজ পড়ুয়া ও তাঁর বান্ধবীর গায়ে হাত তোলার পাশাপাশি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন। তার ভিডিওও করা হয়।

ঘটনার খবর হস্টেলে ছড়াতেই কলেজ ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভিডিও মুছে ফেলার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এদিকে হস্টেলে বাইরে থেকে তিনজনকে এনে আটকে রাখা হয়েছে, এমন খবর

ওই ছাত্রের সহপাঠীরা দলবেঁধে চা বাগানের এলাকায় যান। দুজন পালিয়ে গেলেও তিনজনকে ধরে হস্টেলে নিয়ে আসা হয়। আটকে রাখার পাশাপাশি তাঁদের করা পেয়ে চলে আসেন অধ্যাপকরাও। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় কোতোয়ালি থানায় খবর দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়েই বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আইসি। আসে পিঙ্ক পুলিশও। আটকে রাখা তিনজনকে হস্টেল থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তবে তার আগেই আটকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই তিনজন তরুণকে উদ্ধার করে ডাক্তারি পরীক্ষার পর সেফ কাস্টডিতে রাখা হয়েছে। একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই তিনজনই শহর ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে একজন ডাম্পারচালক, একজন টোটোচালক ও একজন শ্রমিক। তাঁরা ওই বাগানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ বা আক্রান্ত পড়ুয়া ও তাঁর বান্ধবীর তরফে কোনওরকম অভিযোগ জমা পড়েনি। ওই কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'যতটুকু জানতে পেরেছি, যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে ওই বাগানে, তা কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে, যেহেতু কলেজ ক্যাম্পাসে নিয়ে আসা হয়েছিল বহিরাগতদের, তাই সেই বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

পুজোর আগে জমজমাট জুয়ার আসর

প্রথম পাতার পর

'জুয়াতে যারা জড়িত, নাগরিক স্বার্থে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত।' যদিও ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা কড়া হাতে জুয়ার ঠেক মোকাবিলায় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, 'আমাদের অভিযান নিয়মিত চলছে। নজরদারি ও টহলদারি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে।' পুজোর মরশুমে ছোটখাটো জুয়ার ঠেক শহরের জন্য নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু এবার জুয়ার বোর্ড বসাতে চক্রের 'মাস্টারমাইন্ড'রা যে কায়দা নিয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য রীতিমতো বিপজ্জনক।

শহরের অধিকাংশ এলাকাতেই জুয়ার ঠেকের রমরমা কারবার। বিশেষ করে বাংলা-বিহার লাগোয়া সীমানা এলাকায় চক্রের সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। সুভাষনগর, আলিনগর, তিনপুল, বাজার, ছৌসিয়া সংলগ্ন এলাকা, সুকান্তপল্লি সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঠেকগুলি চলছে। জুয়ার ঠেকেই টাকা ধার দেওয়ার জন্য 'মাসলম্যান' নিয়ে ফিন্যান্সাররা বসে থাকছে। জুয়ার বোর্ডে সব হেরে হাত পাতলেই সহজে মিলে যাচ্ছে টাকা। জুয়ার নেশায় দিনপ্রতি ১০ শতাংশ হারে সুদে হেরে যাওয়া টাকা জেতার তাগিদে ঋণ নিচ্ছে জুয়াড়িরা। জিতে আসতে পারলে ভালো। কিন্তু হেরে গেলেই বিপত্তি। ফলস্বরূপ পরের দিন থেকে সুদের টাকা তুলতে সিন্ডিকেটের মাসলম্যানরা পিছু নিচ্ছে।

পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর আকার নিয়েছে তা ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন সভাপতি গুরুদাস সাহার বক্তব্যে স্পষ্ট। তিনি বলছেন, 'আমার ওয়ার্ডে জুয়ার কারণে এই চক্রের টাকা মেটাতে সাধারণ মানুষ জমি বাড়ি বিক্রি করছেন। এমনকি একজন তো ঋণের টাকা না মেটাতে পেরে কয়েক মাস আগে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আমি গত রবিবার এলাকার মানুষকে সতর্ক করতে সচেতনতা শিবির করতে বাধ্য হয়েছি। সিন্ডিকেটের মাথারা টাকা কালেক্টরদের মোটা টাকার বেতনে পুষছে। মারধর পর্যন্ত চলছে। আমরা বিষয়টি দেখছি। দ্রুত পুলিশ পদক্ষেপ না করলে বড় বিপত্তি ঘটতে সময় লাগবে না।'

একটুকু ছোঁয়া লাগে... মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে ছবির প্রচারে সাংসদ অভিনেতা দেব। ছবি : অরিন্দম বাগ

অবশেষে খুলছে লাচুং

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে স্বস্তি পর্যটনে। অবশেষে সোমবার থেকে খুলছে লাচুং। শনিবার এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। তবে এখনও কয়েকটি এলাকায় রাস্তা বেহাল থাকায় এবং বর্ষা বিদায় না নেওয়ায় লাচেন থেকে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। তবে লাচেন বন্ধ থাকলেও, লাচুং খুলে যাওয়ায় খুশি পর্যটন মহল। পুজোর দিনগুলিতে কিছুটা হলেও পর্যটক পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী উত্তর সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর চলতি বছর মে মাসের শেষের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল উত্তর সিকিম। কিন্তু জুন মাসের প্রথমদিকে একাধিক জায়গায় ধস নামায় আটকে পড়েন পর্যটকরা।

ছাতেন সেনাছাউনিতে ধস নামায় নিখোঁজ হন ছয় সেনাকর্মী। পরবর্তীতে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপরেই নতুন করে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় উত্তর সিকিমে।

লাচেন বন্ধই

পুজো এগিয়ে আসতেই উত্তর সিকিম খুলে দেওয়ার দাবি উঠেছিল। প্রশাসনের মধ্যেও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ধারাবাহিকভাবে বৈঠক চলছিল। শনিবার জেলা শাসকের উপস্থিতিতে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে লাচুং খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবিবার থেকে পারমিট ইস্যু হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। পারমিট সেলের ইনচার্জ রোশন প্রধান বলেন, 'সোমবার থেকে লাচুং খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পারমিটের জন্য রবিবার থেকে আবেদন করা যাবে।'

তবে রাস্তা যান চলাচলের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত লাচেন বন্ধ থাকছে। পুজোর সময় লাচেন খুলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। কেননা, প্রায়দিন ধস নামায় রাস্তা মেরামতের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে কয়েকটি এলাকায়। গত ১৯ অগাস্ট পাহাড় কাটার সময় ধস নামায় তিন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে এখনও বর্ষা বিদায় নেয়নি। এমন পরিস্থিতিতে লাচেন খুলে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না প্রশাসনিক কর্তারা।

বিসর্জনের সুর জয়ন্তীতে

প্রথম পাতার পর

জয়ন্তীর পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অয়ন নাইডুর কথায়, 'আমাদের পুজোর বয়স ৮৩ বছর। এখানকার পুজো আমাদের আবেগ। তবে এই মুহূর্তে আমাদের স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাই অনিশ্চয়তার মধ্যেই পুজো করছি। তবে যেখানেই যাব সেখানেই আমরা এই পুজোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

পুজো কমিটির সভাপতি সুভাষ করণ বলেন, 'হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই আমরা জয়ন্তী ছেড়ে চলে যাব। পরবর্তীতে আমাদের কোনও চিহ্নই হয়তো থাকবে না। অনেকগুলি মানুষের আবেগ, ভালোবাসা আর অনেক সম্প্রদায়ের মিলমিশে এই পুজো আজ সর্বজনীন। তাই আমরা সবাই একমত যে, যেখানেই নতুন বসতি স্থাপন করব সেখানে আমাদের মা দুর্গাকে নিয়ে যাব।'

জয়ন্তী স্কুল মাঠের স্থায়ী মন্দিরেই পুজোর আয়োজন করেন বাসিন্দারা। তাঁদের এই পুজোয় পাশের গোটা বক্সা পাহাড়, সান্তালাবাড়ি সহ আশপাশের এসএসবি ক্যাম্প, শহরের মানুষ, এমনকি পর্যটকরাও ভিড় করেন। ভোগ খাওয়া থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিচারকও হন পর্যটকরা। পুজোয় জঙ্গলে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে এটা বাড়তি পাওনা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জয়ন্তী একটা সময় প্রাণচঞ্চল ছিল। ডলোমাইট, কাঠ, রেল যোগাযোগ সহ হাজার হাজার দেশি-বিদেশি মানুষের আনাগোনায় গড়ে উঠেছিল এক শিল্পাঞ্চল। ১৯৪২ সালে জয়ন্তীতে সুলতা নরেশ রায় নামে এক ব্যক্তির হাতে প্রথম দুর্গাপুজো আরম্ভ হয়। ওই সময় আলিপুরদুয়ার শহর থেকে কারিগর এনে পুজোমণ্ডপেই তৈরি করা হত দুর্গামূর্তি। বর্তমানে স্থানীয় জয়ন্তী মিলনি সংঘ এই পুজো পরিচালনা করে। তবে এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে মূর্তি নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। জয়ন্তী তার আগের জৌলুস হারালেও পুজোর আয়োজনে ভাটা পড়েনি। এখনও স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়ে পুজোর আয়োজন করেন।

পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা রাজীব লামার কথায়, 'আমাদের পুজোয় স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও অংশ নেন। কিন্তু আগামী বছর পুজোর আগেই হয়তো গ্রাম ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। এবার তাই শেষ পুজো কি না জানি না। তবে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করছি। আর মায়ের কাছে মানত করব আমরা চলে গেলেও জয়ন্তী যেন বেঁচে থাকে।' বন দপ্তর সূত্রে খবর, জয়ন্তীবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার ফাইল এখন আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা চলে গিয়েছে। সেখানে যাবতীয় প্রক্রিয়া চলছে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের পরেই হয়তো পুনর্বাসনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

দোলাচলে আজ এসএসসি

প্রথম পাতার পর

শংকরের কথা, 'আমাদের কাছে কোনও উপায় নেই, তাই এবারের পরীক্ষায় বসছি। আমাদের কার্যত বাধ্য করা হচ্ছে এই ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষায় বসতে। সরকার তার কলঙ্ক মুছতে এবারের পরীক্ষা নিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দাগি পরীক্ষার্থীদের আর কেউ যে পরীক্ষায় বসবে না তার গ্যারান্টি এসএসসি এখন পর্যন্ত দেয়নি। ফলে এই পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের আতঙ্ক থেকেই গেল।' চাকরির আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সুশান্ত ঘোষ। তাঁর গলাতেও অনিশ্চয়তারই সুর। সুশান্তর বক্তব্য, 'এবারের পরীক্ষার শুরু থেকে প্রতি পদেই বহু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলির কোনও উত্তর এখনও মেলেনি। ২০১৬-তে এসএসসি যেভাবে অনিশ্চতায় ঠেলে দিয়েছিল রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের, সেভাবে এবারেও নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করা হল। চাকরির বাজারে হাহাকার তৈরি হয়েছে। তাই এই অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো খুঁজতেই সবাই পরীক্ষায় বসবেন।'

২০১৬-র নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন মালদার সুস্মিতা দাস। এবারেও পরীক্ষা দিচ্ছেন তিনি। তাঁর কথা, 'গোটা দেশ জানে কীভাবে ২০১৬-তে দুর্নীতি হয়েছে। তবুও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হবে এই আশা নিয়েই রবিবার পরীক্ষা দিতে যাব। তাই এখন আর বাকি বিষয়ে ভাবছি না।' কোচবিহার কলেজের অধ্যাপক দেবাশিস মণ্ডলও মনে করেন পরীক্ষায় বসা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই চাকরিপ্রার্থীদের কাছে। তাঁর বক্তব্য, 'যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরীক্ষা হচ্ছে তাই অনেক কিন্তুর মধ্যেও ভরসা রাখতে হবে।' যদিও নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চলতে থাকা মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এসএসসি কর্তৃপক্ষকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা কতটা সঠিক তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপকুমার সরকার। তাঁর কথা, 'নিয়োগ প্রক্রিয়ার সবটা এসএসসি'র হাতে ছেড়ে না দিয়ে তা সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানেই হওয়া উচিত ছিল। চাকরিপ্রার্থীদের বিশ্বাস ফেরাতে প্রক্রিয়ায় প্রশাসনের নিরপেক্ষ কর্তাদের যুক্ত করাও জরুরি ছিল। কোনও দাগি চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় বসছে না সেই নিশ্চয়তা না দিয়েই এসএসসি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ করলে আবার ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের কালো স্মৃতি ফিরে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

কর্মবিরতি, রোগী ভোগান্তি

কিশনগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালের ১০২ নম্বর অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের কর্মবিরতি শনিবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল। পাঁচ মাস বেতন না পেয়ে অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা এই অনির্দিষ্ট সময়ের কর্মবিরতি শুরু করেছেন শুক্রবার থেকে। বেতন বাড়ানো সহ আট দফা দাবিতে এই কর্মবিরতি। জেলা অ্যাম্বুল্যান্সচালক সংঘের সভাপতি মহম্মদ হায়দর আলির অভিযোগ, আট ঘণ্টার বেশি ডিউটি করেও তাঁরা ন্যায্য বেতন পান না। পিএফ, বিমা ইত্যাদির বালাই নেই। কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হলে ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ও সরকারি কর্মীদের মতো অন্যান্য সুবিধাও চালকদের দাবি।

বজ্রাঘাতে মৃত ৩

কিশনগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : বিহারের কাটিহার জেলার কুরসেলার কবীর মঠ লাগোয়া খেতের পাশে শনিবার দুপুরে বজ্রপাতের কারণে ঘটনাস্থলেই তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম, গোপী মণ্ডল (৩০), অখিলেশ মণ্ডল (২৫) এবং ধীরনারায়ণ মণ্ডল (৪০)। এছাড়া সুন্দর মণ্ডল নামে আরেকজন ঝলসে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার । তিনি মৃত ব্যক্তিদের পরিবার পিছু ৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন।

গানের শরৎ

বাজলো তোমার আলোর বেণু

শিশির রায়নাথ

উত্তরের সেই একটানা, ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি যখন সদ্য শেষ হয়, পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ নিয়ে আকাশ নীল থেকে আরও বেশি নীল হয়, পাহাড়ি নদীর চরগুলোতে ঝালরের মতো সাদা কাশফুল সবে ফুটে উঠতে শুরু করে আর সকালের রোদকে কেমন যেন নরম, মিষ্টি লাগে- তখন এপার বাংলা, ওপার বাংলা বোঝে যে 'পুজোর গন্ধ এসেছে।'

আর পুজোর গন্ধ মানেই তো নতুন জামাকাপড়ের গন্ধ, নতুন জুতোর গন্ধ, নতুন প্যান্ডেলের গন্ধ, নতুন থিম-এর গন্ধ; সঙ্গে ঢাউস পুজোসংখ্যার গন্ধ।

কিন্তু এর বাইরেও আরও একটা গন্ধ আছে, অন্তত ছিল, সেই আমাদের হাফপ্যান্ট বয়স থেকে যা আমরা পেতাম। সে গন্ধ পুজোর গানের গন্ধ- মানে পুজোর সময় প্রকাশিত আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ড। তার উত্তেজনাও কিছু কম ছিল না। অন্তত গানপাগল মানুষজনের কাছে। পুজোসংখ্যা সাহিত্য পত্রিকা নিয়ে পাঠককুলের মধ্যে যে উত্তেজনা থাকত- কোন লেখক কোন পুজোসংখ্যায় কী লিখেছেন- তেমনই কোন শিল্পী কী গান গেয়েছেন এবছর পুজোতে- সে উত্তেজনাও থাকত চরম। আর তাতে ইন্ধন জোগাত এইচএমভি-র 'শারদ অর্ঘ্য' নামে এক অদ্ভুত সুন্দর রঙিন পুস্তিকা। সে কথায় যাবার আগে শুরুর গল্পটা বলে নেওয়া যাক।

দ্য গ্রামোফোন কোম্পানি 'গ্রামোফোন কনসার্ট' ট্রেডমার্কে ১৯১৪ সালের পুজোর সময় প্রথম 'শারদীয়া' নাম দিয়ে সতেরোটি গানের রেকর্ড প্রকাশ করে। তখনও ভিনাইল ডিস্ক বাজারে আসেনি। রেকর্ড ডিস্ক বানানো হত লাক্ষা (shellac) দিয়ে। গানগুলো ছিল মূলত কীর্তন, আগমনী এবং বিজয়ার গান। যাঁরা গান গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কে মল্লিক, অমলা দাশ, মানদাসুন্দরী, বেদানা দাসী, কৃষ্ণভামিনী প্রমুখ। তখন সম্পন্ন বাড়ির মহিলারা প্রকাশ্যে গান গাইতেন না। যেসব মহিলা শিল্পী এইসব গান

আর পুজোর গন্ধ মানেই তো নতুন জামাকাপড়ের গন্ধ, নতুন জুতোর গন্ধ, নতুন প্যান্ডেলের গন্ধ, নতুন থিম-এর গন্ধ; সঙ্গে ঢাউস পুজোসংখ্যার গন্ধ। কিন্তু এর বাইরেও আরও একটা গন্ধ আছে, অন্তত ছিল, সেই আমাদের হাফপ্যান্ট বয়স থেকে যা আমরা পেতাম।

রেকর্ড করিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক অমলা দাশ ছাড়া সবাই ছিলেন সেসময়ের নামী বাইজি। অমলা দাশ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ছোট বোন। তিনি সেবছর 'শারদীয়া'-তে দুটো রবিবাবুর গান (রবীন্দ্রসংগীত) রেকর্ড করিয়েছিলেন। পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে কে মল্লিক গেয়েছিলেন আগমনী গান। কে মল্লিকের আসল নাম ছিল মহম্মদ কাশেম। মুসলমান শিল্পীর গাওয়া আগমনী গান হিন্দু সমাজ মেনে নেবে না তথা রেকর্ড বিক্রি হবে না– এই আশঙ্কায় তাঁর গান রেকর্ড করা হয় কে মল্লিক নামে।

'শারদীয়া' গানের প্রভূত সাফল্য পরবর্তী বছরগুলোতে একটা ধারাবাহিকতা তৈরি করে। এবং 'শারদীয়া'-তে গান রেকর্ড করানো শিল্পীদের কাছে একটা সম্মানের ব্যাপার হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে নতুন নতুন শিল্পীরা এসে যোগ দেন এই প্রক্রিয়ায়। যেমন পঙ্কজকুমার মল্লিক, শচীনদেব বর্মন, আঙুরবালা দেবী। এঁদের গাওয়া গান বাজারে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোম্পানি ধীরে ধীরে গানের ধারাও পালটাতে থাকে। প্রচলিত আগমনী, কীর্তন, বিজয়া বা রবিবাবুর গান থেকে সরে এসে বাংলা আধুনিক গানে প্রবেশ করতে থাকে। সেসময়ে সেখানে যোগ দেন কেএল সায়গল, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র মতো শিল্পীরা। তাঁদের গান বাজার মাত করে দেয়।

১৯১৭ সালের পুজোর সময় গ্রামোফোন কোম্পানি সে বছর প্রকাশিত রেকর্ডের সঙ্গে গানের কথা (লিরিক) সমেত 'শারদীয়া' নামে একটা পুস্তিকাও প্রকাশ করে। রেকর্ড-ক্রেতাকে এই পুস্তিকা বিনি পয়সায় দেওয়া হত। যে কোনও সংগীতপ্রিয় মানুষের কাছে এই উপরি পাওনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আকর্ষক ছিল। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে এই আইডিয়া ছিল কোম্পানির একটা ভীষণ কার্যকরী 'মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি'। পরবর্তীকালে অন্য কোম্পানিগুলো- যেমন কলম্বিয়া, মেগাফোন- এই পথ অনুসরণ করে তাদের গানের তালিকার জন্যও পুস্তিকা প্রকাশের পথ নেয়। *এরপর ষোলোর পাতায়*

মিহি হয়ে আসা সন্ধেতেও আলো ছিল

নীলাদ্রি দেব

তখনও ইলেক্ট্রিকের খুঁটিগুলো শালকাঠের। এক খুঁটি থেকে অন্য খুঁটিতে লাল-হলুদ রংয়ের প্যাঁচানো তার। নির্দিষ্ট দূরত্বের পর তুবড়ে যাওয়া চোঙা মাইক। তা থেকেই বেজে উঠছে পুজোর গান। পুজোর নির্ঘণ্ট আর পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের পর বাকি সময়টা উচ্চগ্রামে যা বেজেই চলেছে। পুজো কমিটিগুলোর সীমানা যেহেতু নির্দিষ্ট, একটি পুজো পরিসরের শেষ থেকে অন্য একটি পুজো পরিসরের শুরু। তাই বিপরীতমুখী দুটো চোঙা থেকে যে দুটো ভিন্ন গান একই সময়ে বেজে উঠছে, তা মধ্যবর্তী অঞ্চলকে সত্যিই 'নো ম্যান্স ল্যান্ড' করে তুলতে যথেষ্ট। এ তো গেল পুজোর ক'টা দিন। কিন্তু পুজো মানে তো শুধু পুজো নয়, উৎসব। যার শুরু প্রায় বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে। মহালয়া এল মানে পড়াশোনায় ছুটি, নতুন পোশাক, ক্যাপ বন্দুক, হলুদ কমলা ম্যাগজিনগুলি, আর দুলতে থাকে কাশের ফুল। সমান্তরালে মাসজুড়ে ক্যাসেটে বেজে গিয়েছে গান। যে গান ঘরে পুজোর গন্ধ এনে দিয়েছে। পাশের বাড়িতেও। এভাবেই জেলা শহরগুলোতে শেষ নব্বইয়ে জন্মে ওঠা আমরা পুজোর গানকে পেয়েছি। যা ক্রমে বদলে গিয়েছে সময়ের থেকেও বেশি গতিতে।

আসলে পুজো যেভাবে উৎসব হয়ে ওঠে। পুজোকে মূল অক্ষে

আমরা যে পুজোর গানের কথা বলছি, তা ঠিক পুজোর গান নয়। মানে সে অর্থে পুজোয় ব্যবহার হয় না। বরং উৎসবের। প্রেমের, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। এ গান উপাসনা বা আরাধনার নয় বলেই হয়তো লুপে বাজে।

রেখে অজস্র একক, উপএককে উদযাপন সেজে উঠতে থাকে। দশমীর আক্ষেপের পাশে একসঙ্গে উচ্চারিত হয় অপেক্ষাও। বছরভর অপেক্ষা আসলে প্রস্তুতি। বিভিন্ন পরিসরে পরিকল্পনা, গবেষণা থেকে উঠে আসে উদযাপনের নতুনতর ভাবনা। সময়ের সঙ্গে পুজোর আকার আয়তন যেমন বেড়েছে, তেমনই সম্পৃক্ত বহু ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। যেভাবে শিল্প থেকে অনুসারী আসে। এই প্রসারণে বাঙালি সংযোজন করেছে থিম থেকে থিম সং, এমন অনেককিছুই। কিন্তু প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে পুজোর গান। হারিয়েছে কি? নাকি এই ক্ষেত্রফল, সময় ও প্রযুক্তিকে সাক্ষী রেখে নিজের মতো করে বদলে নিয়েছে মাত্র।

আমরা যে পুজোর গানের কথা বলছি, তা ঠিক পুজোর গান নয়। মানে সে অর্থে পুজোয় ব্যবহার হয় না। বরং উৎসবের। প্রেমের, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। এ গান উপাসনা বা আরাধনার নয় বলেই হয়তো লুপে বাজে। দশকে বেঁধে নয়, এখনও। কিংবা সারা বছর জুড়ে। আসলে বাঙালি এ সময় নতুনতর স্বাদকে স্বাগত জানায়। রসনায় হোক, পোশাকে, সাহিত্যে হোক বা সংস্কৃতিতে। এই তাগিদেই একসময় রেকর্ড আসতে থাকে। লং প্লেয়িং রেকর্ড। যে রেকর্ডে আসে গান, নাটক, আবৃত্তি, এমনকি কৌতুক। আধুনিক গানের সঙ্গে থাকত কীর্তন, লোকগান, প্যারোডি। রিমেকও। উৎসবের সংস্কৃতিতে এ যেন সংস্কৃতির উৎসব। এই আয়োজনের জন্য দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি চলত রেকর্ড কোম্পানিগুলোতে। শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, যন্ত্রী সহ পরিকল্পনার বাস্তবায়নে যাঁরা জুড়ে থাকতেন, সবার যৌথতায় প্রকাশ হত পুজোর গান।

দশক থেকে দশকে মেগাফোন, গ্রামোফোন, এইচএমভি থেকে আশা অডিও পুজোর গানে নক্ষত্র তৈরি করেছেন কিংবা নক্ষত্রদের এনে পুজোর গানকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। পাঁচের দশক থেকে নয়ের দশক, পুজোর গানের স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। তখন সারাবছর রেকর্ড কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা বাজার মেপে দেখতেন, পছন্দ ও রুচি ভেদে আরও কতটা নতুন কিছু শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করতেন। প্রকৃত অর্থেই আর্ট ইন্ডাস্ট্রি। একে ঘিরে যে ব্যবসা, তার তো একটা প্রতিযোগিতা থাকবেই। থাকবে স্ট্র্যাটেজি। আলোচনা সমালোচনায় শ্রোতার মুখে মুখে গুনগুনিয়ে উঠবে কোন গানগুলো, এ নিয়েই সেসময় সন্ধেতে তর্জা জমে উঠত। শিল্প বা ব্যবসা, দুই-ই সেরা ও সর্বোচ্চ হয়ে উঠতে চেয়ে যথাসাধ্য নিরীক্ষায় নিজেদের পেশ করত। *এরপর ষোলোর পাতায়*

নস্টালজিয়ার ঘোর কাটেনি

শেখর কর

পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলের পাশে একটা বড় কাঁঠাল গাছে মাইক লাগানো হয়েছে। আমাদের ছোটবেলায় তখনও সাউন্ড বক্স চালু হয়নি। বড় সাইজের চোঙা বাঁধা হত দু'-তিনটে এমুখো-ওমুখো করে যাতে পাড়ার প্রতিটা বাড়িতে আওয়াজ পৌঁছে যায়। প্রত্যেক পুজো কমিটির সদস্যদের মধ্যে দু'-একজন সংগীতানুরাগী কিংবা শিল্পী থাকতেন, যাঁরা পুজোর সময় কোন কোন রেকর্ড বাজবে তার দায়িত্ব নিতেন। পাশের পাড়ার পুজোকে টেক্কা দিতে নতুন গানের রেকর্ড কেনা বা জোগাড় করা হত।

তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, বাঙালি জীবনে পুজোর গানের শুরুয়াত হয় ১৯১৪ সালে, যখন গ্রামোফোন কোম্পানি 'শারদীয়া' নামে ১৭টি গানের একটা রেকর্ড বার করে। তখনও ঘরে ঘরে বাঙালি মেয়েদের গান গাওয়া প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। তাই মানদা সুন্দরী, বেদানা দাসী প্রমুখ নামকরা বাইজিদের গান ও পুরুষকণ্ঠে কে মল্লিক, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-- এঁদের গানের রেকর্ড জনপ্রিয় হয়েছিল। সে তো অনেক আগের কথা।

খুব ছোটবেলায় সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কবিতা 'রানার' পুজোর সময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। যদিও এটি রেকর্ড হয় ১৯৪৯ সালে, তবুও এই গান তারপর দীর্ঘ অনেক বছর ধরে পুজোর প্যান্ডেলে শোনা যেত। সেসময় গ্রামোফোন কোম্পানি 'শারদীয়া' নামে একটা পুজো সংখ্যার গানের পুস্তিকাও প্রকাশ করত এবং সেটা পুজো সংখ্যার ম্যাগাজিনের মতো সংগ্রহ করার জন্য অনেক আগে থেকে মানুষ অপেক্ষা করত।

তারপর একদিকে মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, সুবীর সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এবং অন্যদিকে লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখোপাধ্যায়ের গানে পুজোর চারদিন মুখরিত থাকত।

তখন কিন্তু বেশিরভাগ আধুনিক গান বিশেষ কোনও রাগের ওপর ভিত্তি করে কিংবা রাগের ছোঁয়ায় সুরারোপিত হত, কিন্তু মেলোডির কথা মাথায় রেখে তার বাঁধুনি এমন হত যাতে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর সে কারণেই হয়তো এইসব গান চিরনূতন হয়ে রইল। গান ছাড়াও পুজোর প্যান্ডেলে মাইকে সানাইয়ের সুর শোনা যেত।

ছোট বোনকে নিয়ে পুজোর ফাংশন দেখতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম একটু দূরের পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে, বিভোর হয়ে গান শুনছি এমন সময় পেছন থেকে বড়দা এসে দুজনকে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল।

পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে যখন সেই চোঙা মাইকের গান বাজত, আমি, আমার দুই দিদি ও ছোট বোনকে দেখেছি বাড়িতে বসেই সব কাজ ফেলে কী গভীর মুগ্ধতায় একের পর এক সেই গানগুলো শুনে যেত। বাড়িতে গানবাজনার চল ছিল। বাবা এসরাজ বাজাতেন, গান গাইতেন, নাটক করতেন ও আবৃত্তি করতেন। দিদিরা ও বোন গান শিখত। বড়দা ভীষণ ভালো গান গাইত। আমাদের পুরোনো সেই বাড়িতে ভাইবোনেরা রাতে নিজেদের মতো করে গান গেয়ে রাতকে গভীর করে ফেলতাম। মনে আছে বড়দির বিয়ের সময় মেজদা জেদ ধরে বসল যে বিয়েতে মাইক আনতে হবে। আমাদের এতগুলো ভাইবোনের কষ্টের সংসার, তা সত্ত্বেও মাইক এল। বাড়ির আম গাছের মাথায় বিশাল এক চোঙা বাঁধা হল। বড়দা নিয়ে এল মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত পুজোর গান- 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি.....।' আজও এই পুজো প্যান্ডেল কাঁপানো গান সমান জনপ্রিয়।

এরপর এল ক্যাসেটের যুগ। রাহুল দেববর্মনের সুরে কিশোরকুমারের গাওয়া- 'একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে....', পুজোর বাংলা গান আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেল। পুজোর গানের সঙ্গে সেবার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমেডিও একটা বিরাট জায়গা করে নিয়েছিল।

পুজোর গান মানে সেসময় শুধু পুজো প্যান্ডেলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পুজোর পর পাড়ায় পাড়ায় পুজোর জলসা হত। আর শহরের শিল্পীরা সেই জলসায় এইসব বিখ্যাত শিল্পীর গান গাইত।

ছোট বোনকে নিয়ে পুজোর ফাংশন দেখতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম একটু দূরের পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে, বিভোর হয়ে গান শুনছি এমন সময় পেছন থেকে বড়দা এসে দুজনকে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। আমাদের এই জনপদের সব শহরেই কিছু কণ্ঠী-শিল্পী ছিলেন। যেমন মান্নাকণ্ঠী, হেমন্তকণ্ঠী, লতাকণ্ঠী, সন্ধ্যাকণ্ঠী। সেসব শিল্পী পাড়ার জলসায় এলে আলাদা কদর পেতেন। জলপাইগুড়িতে ছিলেন মান্নাকণ্ঠী প্রয়াত সঞ্জীব তালুকদার (মাদল'দা নামেই খ্যাত), হেমন্তকণ্ঠী প্রয়াত বিমল সরকার (কালুরাদা), লতাকণ্ঠী প্রয়াত দেবযানী বসু। শিলিগুড়িতে হেমন্তকণ্ঠী প্রয়াত শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্নাকণ্ঠী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (অপু)। আলিপুরদুয়ারে মান্নাকণ্ঠী অণুমাধব সরকার। তবে এঁরা প্রত্যেকেই সংগীতের মূল ধারায় রীতিমতো তালিম নিয়ে সংগীত সাধনা করতেন বলেই নিজস্ব শিল্পীসত্তা বজায় রাখতে পেরেছেন। আরও অনেকেই সেসময় নানা বিখ্যাত শিল্পীর কণ্ঠে গান গেয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন।

ক্যাসেটের পরেই এল সিডি ও ডিভিডি। এল একটা অ্যালবামে অজস্র গানের সমাহার। টেকনলজির সহায়তায় গানের রেকর্ডিংয়ে এল অনেক সহজতর সমাধান। বদলে গেল সাবেক দিনের গানবাজনার ধারা। তবু সেই সোনালি দিনের গানের নস্টালজিয়ার ঘোর আর কাটল না। সেই ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে না পেরে শুরু হল সেসব গানেরই রিমেক গান। গানপাগল বাঙালির এই রিমেক গানে খুব যে মন ভরল, তা কিন্তু মনে হল না। মজার ব্যাপার হল, বর্তমানের অনেক বিশিষ্ট শিল্পী এই রিমেক গান গেয়েই পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন এবং তারপর তাঁরা নিজেদের গান রেকর্ড করে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁরাও তাঁদের সৃজনের মধ্য দিয়ে উচ্চমানের আধুনিক গান উপহার দিয়েছেন ও দিয়ে চলেছেন।

এখন প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রতিদিন অসংখ্য গানের অডিও ও ভিডিও অ্যালবাম বার হচ্ছে। তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু গান থেকে যায়, বাকি সব তলিয়ে যায়। কিন্তু শোনে ক'জনা! পুজোয় তো এখন আর সেই মনমাতাল করা পুজোর গান বলে কিছু নেই বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

এই মিডিয়া টেকনলজির যুগে গুরুর কাছে হাতে ধরে তালিম নেওয়ার সেই ধৈর্যের বড় অভাব। তালিমের চেয়ে এখন বড় জায়গা নিয়েছে ট্রেনিং। গানবাজনার ক্ষেত্রে তালিম আর ট্রেনিং, এই দুটো শব্দের অর্থ হয়তো এক কিন্তু এর বোধ অন্য। *এরপর ষোলোর পাতায়*

প্রকৃতি আর ইতিহাস মাখামাখি ‘বাঙালির’ আন্দামানে

সুধাংশু বিশ্বাস

বঙ্গোপসাগরের স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জলরাশি, দুধের সরের মতো সাদা বালির সৈকত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসবিজড়িত সেলুলার জেল আর মাছেভাতে বাঙালি— বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে নীল আকাশের বুকে চিরে ভেসে চললাম আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশে।

বিমান যখন বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশির মাঝে ভেসে থাকা একাধিক সবুজ দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করতে করতে পোর্টব্লেয়ারের বীর সাভারকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করল তখন এক অপার্থিব আনন্দে মন ভরে উঠল। রোমকূপ শিহরিত হল সেই পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে, যেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। কালাপানি

আয় মন বেড়াতে যাবি

পেরিয়ে দ্বীপান্তরে আসা বারীন ঘোষ, বটুকেশ্বর দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগোদের মতো শত-শত বিপ্লবী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ব্রিটিশ পুলিশের নারকীয় অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। আন্দামানের মাটিতে নেমেই প্রথমে মনে মনে সমস্ত অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীকে প্রণাম জানালাম।

বিমানবন্দরের বাইরে আসতেই বুঝতে পারলাম ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও এখানে ঠান্ডার লেশমাত্র নেই। চড়া রোদে শরীর যেন ঝলসে যাচ্ছে। মধ্যাহ্নভোজনের পর আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল সেলুলার জেল। তেরো ফুট বাই সাত ফুটের একটিমাত্র লোহার দরজা বিশিষ্ট সেলে কান পাতলে এখনও শোনা যায় মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের উচ্চারণ।

ছড়িয়ে থাকা মূর্তিগুলো বুঝিয়ে দেয় ব্রিটিশ কারারক্ষীদের অত্যাচারের ধরন। সেলুলার জেলের প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দু’পাশে রয়েছে মিউজিয়াম। নির্বাসিত বিপ্লবীদের পরিচয় ও সেলুলার জেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানলাম। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে সোজা এগোলেই বাঁদিকে দেখতে পেলাম সদা প্রজ্বলিত মশাল। একেবারে ডান পাশে রয়েছে কাঠের তৈরি ফাঁসির মঞ্চ। যেখানে একসঙ্গে তিনজনকে ফাঁসি দেওয়া যেত। জেলের কুখ্যাত সেলটি চারতলা বাড়ির সমান উঁচু, গোলাকৃতি। এখন মাত্র তিনটি ডানা অবশিষ্ট আছে। প্রায় আলোবাতাসহীন ঘরে বছরের পর বছর আমাদের বীর সন্তানরা কাটিয়েছেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

বিকেলের দিকে চললাম কর্ভিন কোভ বিচের উদ্দেশে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে যেতে যেতে চোখে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের তৈরি বাংকার। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই আমরা আবার পৌঁছে গেলাম সেলুলার জেলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে। জেলে প্রবেশের সময় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক। আলো ও ধ্বনির এই যুগলবন্দি দেখতে দেখতে আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম শতবর্ষ পূর্বের ভারতবর্ষে।

আন্দামানে দ্বিতীয় দিনে আমাদের গন্তব্য হ্যাভলক আইল্যান্ড বা স্বরাজ দ্বীপ। হলুদ রঙের জলযান ‘নৌটিকা’ ক্রুজে আমাদের যাত্রা শুরু হল। দেখলাম একটু পরপরই উড়ুক্কু মাছ রুপালি ডানা মেলে জল থেকে টেক অফ করা বিমানের মতোই সোজা উঠে এসে আমাদের ক্রুজের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। জল এতটাই স্বচ্ছ যে সাঁতার কাটতে থাকা নানা রঙের মাছগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পৌঁছে গেলাম কালাপাথর বিচ। তারপর যাব রাধানগর বিচ। শেষে লক্ষ্মণপুর বিচ। নাম কালাপাথর হলেও সম্পূর্ণ সৈকত কিন্তু পাথুরে নয়। সাদা বালি ও নারকেল গাছের সারি অন্যতম আকর্ষণ। চোখে পড়বে হার্মিট প্রজাতির কাঁকড়া। এশিয়ার অন্যতম সেরা সমুদ্রসৈকত রাধানগর। সমুদ্রস্নান করলাম। রাধানগর বিচের প্রায় সব হোটেল বাঙালি পরিচালিত। পেয়ে গেলাম মাছভাত। খেয়ে আবার ফিরলাম সমুদ্রসৈকতে। সবুজ প্রাচীরের মতো টিলার ঠিক উলটোদিকে দিগন্তরেখায় ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে সিঁদুর-লাল আলোর গোলকের মতো সূর্য। নীল সমুদ্র তখন রক্তাভ।

শত-শত বিপ্লবী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ব্রিটিশ পুলিশের নারকীয় অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। আন্দামানের মাটিতে নেমেই প্রথমে মনে মনে সমস্ত অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীকে প্রণাম জানালাম।

শুরু হল আন্দামানে আমাদের তৃতীয় দিন। আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যাত্রাপথ পেরিয়ে এলাম নীল আইল্যান্ড বা শহিদ দ্বীপে। সমুদ্রের জল এখানে হ্যাভলকের চেয়েও স্বচ্ছ। বেরিয়ে পড়লাম ন্যাচারাল ব্রিজ দেখতে। সিঁড়ি ভেঙে এবড়োখেবড়ো উঁচু-নীচু পাথুরে জমি পেরিয়ে পৌঁছাতে হয়। স্ফটিক স্বচ্ছ হালকা সবুজ রঙের জলের নীচে সমতল পাথরের চাতাল। দলবেঁধে ভেসে বেড়াচ্ছে রংবেরংয়ের অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ। বিস্কুট দিলেই ঝাঁক বেঁধে এসে খেয়ে যাচ্ছে।

এরপর চলে এলাম ভরতপুর সৈকতে। হ্যাভলকের এলিফেন্টার মতো এখানেও ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কপাল খারাপ ছিল। দিনকয়েক আগে কুমির ধরা পড়ায় বন দপ্তর ওয়াটার স্পোর্টস, এমনকি সমুদ্র-স্নানও বন্ধ করে দিয়েছে। অতএব শুভ্র বেলাভূমিতে নীলাভ সবুজ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চা কিংবা কফি খেয়ে এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি সৈকতে হেঁটে ভরতপুর বিচের স্বাদ নিলাম।

আন্দামানের যে কোনও আইল্যান্ডের চেয়ে নীল আইল্যান্ডের খাওয়ার খরচ একটু বেশি। সূর্যাস্ত দেখতে চলে এলাম লক্ষ্মণপুর বিচে। বাঙালি এই শুকনো ঝরঝরে বালির ওপরে শুয়ে-বসে, আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিতে পারবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সৈকতজুড়ে উপচে পড়া ভিড়। দিগন্তকে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্তাচলের পথে যাত্রা করতেই আমরাও ফিরে চললাম আমাদের অস্থায়ী আস্তানা গ্রিন আইল্যান্ড রিসর্টের উদ্দেশে।

চার নম্বর দিন। আমরা ফিরে যাচ্ছি পোর্টব্লেয়ার। প্রথমেই যাব চিড়িয়াটাপু সানসেট পয়েন্ট। তারপর সেখান থেকে দেড় কিলোমিটার ট্রেক করে মুন্ডা পাহাড় ভিউপয়েন্ট। পোর্টব্লেয়ারে খাবারের মান বেশ ভালো। খাওয়ার পর্ব সেরে মুন্ডা পাহাড় ভিউপয়েন্টের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। মুন্ডাপাহাড়ের শেষ সীমায় পাহাড় যেখানে এক কৌণিক বিন্দু তৈরি করেছে সেখানেই এই ভিউপয়েন্ট। চারিদিক অর্ধবৃত্তাকারে সমুদ্রের সুনীল জলরাশি। আকাশের গাঢ় নীল আর সমুদ্রের ঘন নীল মিলেমিশে একাকার। মুন্ডা পাহাড় থেকে নেমে গেলাম চিড়িয়াটাপু সানসেট পয়েন্ট। যেন এক মহাজাগতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। যতক্ষণ না আঁধার এসে সব রং মুছে দিল প্রাণভরে উপভোগ করলাম অনন্যা পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য রূপ।

পঞ্চম দিনে আমাদের গন্তব্য জারোয়া রিজার্ভ ফরেস্ট, বারাতাং আইল্যান্ড ও লাইমস্টোন কেভ। জিরকাতাং থেকে শুরু জারোয়া রিজার্ভ ফরেস্ট। প্রতিদিন সকাল ছ’টা, ন’টা, বেলা বারোটা আর বিকেল তিনটেয় অরণ্যের প্রবেশদ্বার খোলা হয়। সেলুলার জেলের মতো ফরেস্টে প্রবেশের জন্যও আইডি প্রুফ সঙ্গে রাখা আবশ্যক। প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে চলে এলাম বারাতাং আইল্যান্ডের ঘাটে। এখান থেকে আবার স্পিডবোটে চেপে যাব লাইমস্টোন কেভ দেখতে।

বোট থেকে নামার আগেই আমাদের বোটচালক বলে দিয়েছিলেন খাবার নিয়ে জঙ্গলে ঢোকা নিষেধ। অত্যন্ত সংকীর্ণ, এবড়োখেবড়ো পথে লাইমস্টোন কেভ দেখতে যাওয়া প্রবীণ এবং হাঁটুর ব্যামোয় ভোগা মানুষের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে লাল মাটির রাস্তা। গুহার ভেতরে কোথাও হাত দেওয়া নিষেধ। গুহার দেওয়ালে, মেঝেতে লাইমস্টোনের বিচিত্র ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির খেয়ালে। ভেতরে আলোবাতাস প্রায় নেই বললেই চলে। ফেরার সময় জারোয়া দর্শনও হল। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। গায়ের রং মিশমিশে কালো। যেন কষ্টিপাথর খোদাই করে গড়া। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। বড় বড় চোখ। সবাই দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ির কনভয় দেখছে। কেউ রাস্তার ধারে বসে জিরোচ্ছে, কেউ হাতে তিরধনুক নিয়ে শিকারের অপেক্ষায়।

অবশেষে এবার ফেরার পালা। তোমার অন্তহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর স্বাধীনতার ইতিহাসকে আগলে রেখে ভালো থেকো আন্দামান।

আলোর বেণু

পনেরোর পাতার পর

বিভিন্ন বছরের ‘শারদীয়া’-য় লেখক হিসেবে পাওয়া গিয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম, নলিনী সরকার, হিমাংশু দত্ত, আব্বাসউদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে। সঙ্গে সে বছর প্রকাশিত গানের বিস্তারিত বর্ণনা সহ রেকর্ডের তালিকা ও রেকর্ডের নম্বর। তবে শুধুমাত্র ‘ভোকাল’ গান নয়, পুজোর সময় বাদ্যযন্ত্রে কীর্তন ও ভাটিয়ালির সুর, হাস্যকৌতুক, প্যারোডি গান, নাটক, যাত্রাপালা ইত্যাদির রেকর্ডও প্রকাশিত হত তখন।

১৯৪৯ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুজোর গান বার হয়। গানটি ছিল সলিল চৌধুরীর সুরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘রানার’ কবিতা। গানটির সাফল্য আকাশছোঁয়া। এরই ফলশ্রুতিতে পরের বছর সুকান্তর আরেকটি কবিতা ‘অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি’, সে-ও ওই সলিল চৌধুরীর সুরে, রেকর্ড হয় হেমন্তের গলায়। এ গানটিও বিপুল জনপ্রিয় হয়।

১৯৫৩ সালে এইচএমভি এই ‘শারদীয়া’ পুস্তিকাটির নানারকম পরিবর্তন ঘটায়। সে বছর থেকে পুস্তিকাটির নাম হয় ‘এইচ এম ভি শারদ অর্ঘ্য’। দাম রাখা হয় তিন আনা। পুস্তিকাটির একটি পাতায় একজন করে শিল্পীর ছবি, অন্য পাতায় সে বছর প্রকাশিত তাঁর গানের সম্পূর্ণ কথা বা লিরিক, গীতিকার ও সুরকারের নাম।

এই সময়ে একের পর এক নতুন নতুন শিল্পী শারদ অর্ঘ্যে গান করতে আসেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ভাইপো মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাহুলদেব বর্মন, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, কিশোরকুমার, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখ।

দুর্গাপুজোর পর পরই এইচএমভি আবার কালীপুজো উপলক্ষ্যে ‘শ্যামাসঙ্গীত’ নামে কিছু রেকর্ড বার করত। এর মধ্যে প্রথমেই যে দুই শিল্পীর নাম মনে আসে তাঁরা হলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য আর রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭৬ সালের পুজোর সময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর শ্রাবন্তী মজুমদারের একসঙ্গে গাওয়া গান ‘আয় খুকু আয়’ আপামর শ্রোতাকে উদ্বেল করে দিয়েছিল। গানটির কথা ছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর সুর ছিল ভি বালসারার। শিল্পী হৈমন্তী শুক্লার প্রথম রেকর্ড বেরিয়েছিল হিন্দুস্তান কোম্পানি থেকে। এরপর এইচএমভি থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পুজোর গান ‘আমার বলার কিছু ছিল না’। আবার বনশ্রী সেনগুপ্তর ‘আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম’। এইসব গান তখন তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তখন টেপরেকর্ডার, ক্যাসেটের চল তেমন শুরু হয়নি। গান শোনার জন্য রেডিও-ই ছিল মূল ভরসার জায়গা। ‘আকাশবাণী’-র ‘অনুরোধের আসরে’ বছরের পর বছর ধরেই পুজোর এইসব গান শোনানোর অনুরোধ আসত অসংখ্য। আর যাঁরা গানপাগল তাঁরা ‘শারদ-অর্ঘ্য’-র বই খুলে রেডিও থেকে সেইসব গান গলায় তুলে নেবার চেষ্টা করতেন নিয়মিত।

পুজোতে গানের পাশাপাশি এইচএমভি প্রকাশিত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক-নকশার রেকর্ডও বিপুল জনপ্রিয় ছিল। তাঁর বাংলার ‘স্পুটনিকে করে মহাশূন্যে যাত্রা’, ‘নব রামায়ণ’ বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। পাশাপাশি জনপ্রিয় ছিল নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোকসংগীত।

একটা সময়ে, ওই সাতের দশকের শুরুতে, বাংলা এবং মুম্বই-এর বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দিয়েও পুজোর সময় বাংলা গান গাইয়েছিল এইচএমভি। আজকের প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ‘তোমার চোখের কাজলে আমার ভালবাসার কথা লেখা থাকবে’, ‘যায় যায় দিন বসে বসে দিন’ ইত্যাদি। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়-এর রেকর্ড ‘এই আশা-নদীর কূলে’, ‘সেই পলাতক পাখি’ ; হেমা মালিনী-র রেকর্ড ‘গুনগুন গুন করে যে মন’, ‘কাঁদে মন পিয়াসি’। সেই সঙ্গে অবাঙালি গায়ক-গায়িকাদেরও পুজোর গান প্রকাশিত হত- যেমন মহম্মদ রফি, মুকেশ, সুমন কল্যাণপুর, বাণী জয়রাম প্রমুখ।

সাতের দশকের মাঝামাঝি এক অনামী শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তীর দুটো গান ‘বলি ও ননদী’ এবং ‘বড়লোকের বিটি লো’ বাজারে আসে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সব জনপ্রিয় শিল্পীর গানকে ছাপিয়ে যায় এর জনপ্রিয়তা। লোকে বলে সেসময়ে এমন কোনও পুজো প্যান্ডেল ছিল না যেখানে এই গান দুটো বাজানো হয়নি।

তেমনি আর একটা গান ছিল ১৯৮৩ সালে মান্না দে-র গাওয়া পুজোর গান ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’। গানটির কথাকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আর সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ। এই গানটি সৃষ্টির পিছনের গল্পটিও খুব ‘ইন্টারেস্টিং’। তা অন্য কোনও সময়ে বলা যাবে।

ভিনাইল ডিস্ক রেকর্ড-এর এই রমরমা বাজার ধীরে ধীরে কেড়ে নিতে থাকে টেপরেকর্ডার ও ক্যাসেট। ফলশ্রুতিতে ডিস্ক রেকর্ড ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে একসময়ে বন্ধই হয়ে গেল। ১৯৮৮ সাল নাগাদ এইচএমভি তাদের শেষ ‘শারদ অর্ঘ্য’ প্রকাশ করে।

এরপর ক্যাসেট ও ডিজিটাল সিডি-র হাত ধরে রিমেক-এর যুগ এল। পুরোনো গান আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গে নতুন শিল্পীরা নতুন করে গাইতে শুরু করলেন। কিন্তু ‘পুজোর গান’ বলে প্রতিবছর যে একগুচ্ছ ‘নতুন গানের গন্ধ’ পাওয়া যেত– তা আর রইল না। বিভিন্ন সিনেমায় ব্যবহৃত পুজো উপলক্ষ্যের গান এখন পুজোর সময় ক্যাসেটে ক্যাসেটে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বাজে। আমাদের তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মান্না দে-র গানের মতোই বলতে হয় ‘পুজোর সেই গানের গন্ধটা আজ আর নেই, আজ আর নেই’।

নস্টালজিয়ার ঘোর কাটেনি

পনেরোর পাতার পর

এখন সব জায়গাতেই যেন একটা তাড়াহুড়োর ছাপ। সন্ধেবেলায় পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গানের রেওয়াজ তেমন শোনাই যায় না। আমার লেখা একটা কবিতা এখানে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

‘আমাদের সেই বাসার হাল,
কাঠের দেয়াল টিনের চাল।
আমাদের সেই স্কুলের দিন,
বোতামঘরে সেফটিপিন।
পুজোর দিনের অমর গীত,
বুকের ভেতর নাড়ায় ভিত।
আটচালাতে মায়ের থান,
করলা নদীর ধুম ভাসান।
জলশহরের সেই যাপন,
ভেবে আজও হারায় মন।’

পুজোর গান আর পুজোর ঘ্রাণ এখন অন্যধারায় বইছে। হয়তো আমার সমসাময়িক মানুষেরা রোমন্থনের অভ্যেস ছাড়তে পারে না। তবে অতীতাচারী হয়ে বসে থাকলে তো আর সময় থমকে থাকবে না। বিবর্তনের ধারাকে অস্বীকার না করে বরং তার মধ্যে যতটুকু ভালো সৃজিত হবে, তাকে সম্মান জানাতে হবে।

সন্ধেতেও আলো ছিল

পনেরোর পাতার পর

এমনকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন রেকর্ড ডিলাররাও।

এইচএমভি থেকে শারদ অর্ঘ্য প্রকাশ পেত। ওতে থাকত শিল্পী, সুরকার, গীতিকারের পরিচয়, রেকর্ডের বিবরণ, গানের কথা ইত্যাদি। সে সময় থেকেই মানুষের মুখে মুখে প্রচার শুরু হত। যাঁরা রেকর্ড ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতে পারতেন, রাখতেন। এমনও হয়েছে, অনেকে মিলে একটি রেকর্ড কিনছেন। এমনকি যাঁরা কিনতে পারছেন না, তাঁরাও পরিচিত বৃত্তে শোনার ব্যবস্থা সেরে রাখছেন এবং সে সময় এই রেকর্ড কোম্পানিগুলোর সুস্থ প্রতিযোগিতা মানুষের ভেতরেও প্রতিযোগিতার বীজ রেখে দিতে পারত। পক্ষ ও অন্য পক্ষের পছন্দ থেকে দ্বন্দ্ব, সবটাই পাড়ার মোড় থেকে চায়ের দোকান থেকে আড্ডার ঠেক, মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ত। প্রত্যক্ষ করেছি ক্ষয়ে যাওয়া অংশটা।

সেই চরিত্রদের মুখে শুনেছি বছর থেকে বছরে চাপা উত্তেজনার কথা। কে গাইছেন, কার লেখা, কী গাইছেন, কার সুর। লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, রাহুলদেব বর্মন, উস্তাদ আলি আকবর, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, হৈমন্তী শুক্লা, কিশোরকুমার, সলিল চৌধুরী, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে থেকে শুরু করে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, ভূপেন হাজারিকা, অনুপ ঘোষাল, আরতি মুখোপাধ্যায়, বাপ্পি লাহিড়ি, অলকা ইয়াগনিক, কুমার শানু। আরও কত নাম। তাঁদের কত কত গান। আজ নয় গুনগুন, সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা, ও চাঁদ সামলে রেখো, তুমি আছ এত কাছে তাই...

নতুন শতকে বদলগুলো চোখে পড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখছিলাম এ সময়কে। বদলে যাওয়া ভাষা, এ তো আমাদেরই ভাষা। বদলে যাওয়া প্রযুক্তি, এবার তাকে মানিয়ে নিতে হবে। তখন সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা চলছে, বাংলা ব্যান্ড, রিমেকও। রেকর্ডের পর তখন অ্যালবাম বেরোতে শুরু করল। সিডি। আশা অডিও, সাগরিকা। তখনও আলোচনা চলত। তবে ফিকে হয়ে আসছিল। পত্রিকায় আলোচনা বের হত। এফএমে কথাও হত পুজোর গান নিয়ে। শ্রীকান্ত আচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, শুভমিতা ব্যানার্জি, লোপামুদ্রা মিত্র, মনোময় ভট্টাচার্য থেকে ব্যান্ড দোহার, কত গান পুজো প্যান্ডেলে বেজেছে। হেই গো মা দুর্গা, গৌরী এল দেখে যা লো... এমন সব গান। পুরোনো গান তো ছিলই। নতুন পুরোনো মিশিয়ে মিহি হয়ে আসা সন্ধেতে তবু তখনও আলো ছিল। কিনে গান শোনার ধারণা ফুরিয়ে যেতে লাগল। মাধ্যম দ্রুত বদলে গেল। আমাদের হাতে তখন মোবাইল এসেছে। ইন্টারনেট। আমরা ক্রমে গান দেখতে শুরু করেছি। ডাউনলোড অপশন। ইউটিউব এল। এরপর একে একে আরও কতকিছু।

এখন গানের প্রযোজকদের চ্যানেল রয়েছে। শিল্পীদেরও আছে ব্যক্তিগত চ্যানেল। সামাজিক মাধ্যমের এত অজস্র প্রকার ও প্রভেদ, খুব সহজে এবং দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। শুধু পুজোর গান তো নয়, সারাবছর ধরে শিল্পীদের কাজ প্রকাশিত হচ্ছে এই মাধ্যমগুলোতে। আর বাংলা ছবিকে ঘিরে বাংলা ছবির গান, সেও রয়েছে। পুজোকে ঘিরে সিঙ্গেলস তৈরি হচ্ছে, অরিজিনালস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট গান, মিউজিক ভিডিও। আজ বাজে মনমাঝে আগমনীর গান, বলো বলো দুগ্গা এল... এই গানগুলোতে লাইক, হিট হচ্ছে, হচ্ছে শেয়ার, ট্রেন্ডিংয়ে থাকছে। এই প্রোজেক্টগুলোর প্রস্তুতিও শুরু হচ্ছে পুজোর তিন-চার মাস আগে থেকে। আর এখন যেহেতু দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম, ভিডিওর মেকিং, টুকরো ক্লিপ প্রকাশ পাচ্ছে সমাজমাধ্যমে। এরপর কভার রিলিজ করছে। গানের ট্রেলার আসছে। মানুষের মধ্যে অন্যরকম এক উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা। তৈরি হচ্ছেও। তারপর গানের প্রকাশ। একক হচ্ছে, দুজনে মিলে হচ্ছে, প্রজন্মের ভাষায় বলছি, কোলাব। স্পটিফাই বা আইটিউনে কভারের সঙ্গে অডিও আসছে। গান প্রকাশের পর পডকাস্ট মিডিয়ামে তার আলোচনা চলছে। প্রিন্ট কিংবা ডিজিটাল মিডিয়ার প্রচারও রয়েছে। পুজোয়, বিভিন্ন চ্যানেলের আড্ডায়, বাংলায় বা প্রবাসে শিল্পীদের আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে কিংবা পুজো পরবর্তী অনুষ্ঠানের দীর্ঘ মরশুমে এই গানগুলোই মানুষের মুখ থেকে মুখে শ্বাস নিচ্ছে। জ্যান্ত থাকছে।

আর বদল! বদলের সন্ধিক্ষণকে আলাদা করে ধরা যায় না কখনোই। ধীরে আসে। তবু মহিষাসুরমর্দিনী আদি অকৃত্রিমভাবে যেভাবে দেবীপক্ষের সূচনা করে, বাংলা গান, বাংলা পুজোর গান, বাংলা উৎসবের গান সূচনা করে উৎসব পক্ষের। যা কিনা প্রজন্মবাহিত। মহাকালের চোখে আমরা বিবর্তনের একক, আমাদের চোখে প্রযুক্তি। শুধু বার্ডভিউ ইমেজ ধরে রাখবে বাঙালির সামান্য প্রত্ন ছাপ। ওতে থাকবে পুজোর গানের বিবর্তনও। এআই আসবে, আবার শিউলিও ঝরে পড়বে, কাশের বনে দৌড়ে যাবে চিরকালীন ভাই ও বোন, ঠাকুরদালানে দেবীর চোখ আঁকবেন শিল্পী। দেবীর চোখে, চালচিত্রতে স্পষ্ট ফুটে উঠবে সময়। কাছে দূরে পুজোর গান বাজবে, ঢাকের তালের সঙ্গে ওভারল্যাপ।

মাটির দুর্গা

অজিত ঘোষ

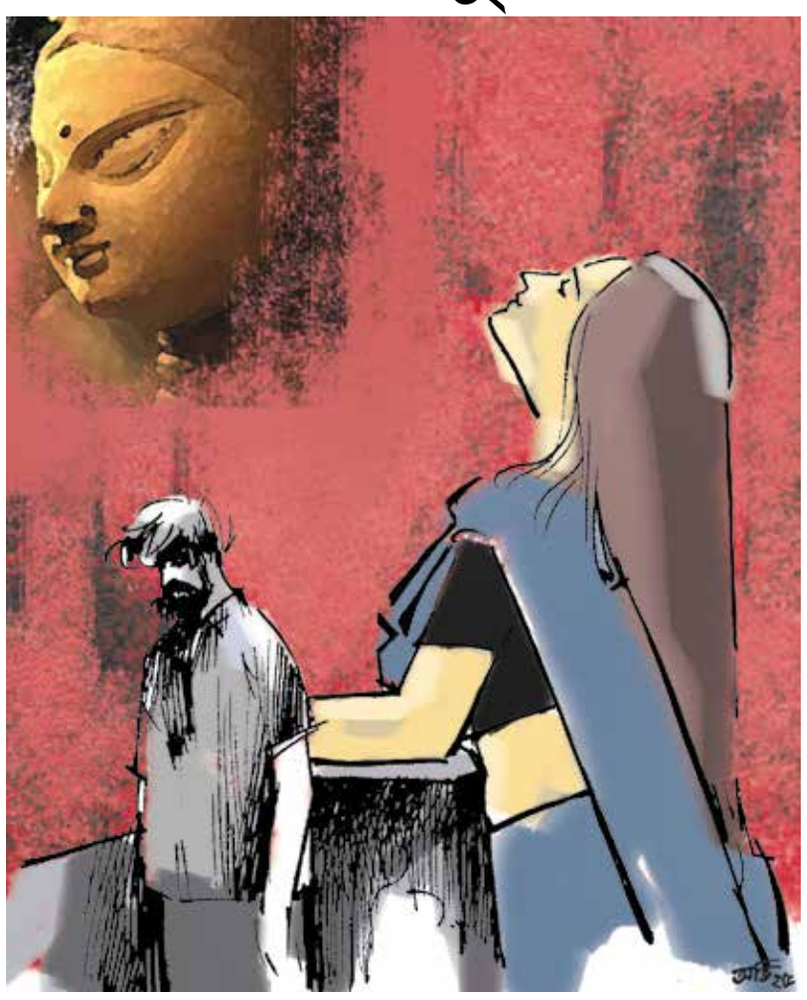

১

'শুনেছি জেলে নাকি হোমরাচোমরা কয়েদিরা আপনার মতো লিকলিকেদের দিয়ে গা-হাত-পা টিপিয়ে নেয়! অকারণে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকায়, কথায় কথায় চড়-ঘুসি চালায়, এমনকি শৌচকর্মের জল পর্যন্ত এনে দিতে বলে! তা মশাই, আপনি সেসব সহ্য করতেন কী করে? চেহারার যা ধরন আপনার!'

সাধারণ দু'-চারটে কথার পরিচয়ে পরিচিত কেউ এধরনের কথা বললে ঠাঁটিয়ে চড় কষানোর ইচ্ছে দমন করতে পারে খুব কম সংখ্যক মানুষই। অরূপরতন তেমন ইচ্ছে দমিয়ে কথা ঘুরিয়ে বলল, 'দেখুন... কী যেন নাম আপনার?'

'আমার তেমন কোনও নাম নেই, নামকরণের প্রয়োজনও নেই! আপনি বলুন।' লোকটি বলল।

'আমার কেসটা ছিল প্রেম ঘটিত। এককোণে পরে থাকতাম, বিড়বিড় করতাম। বিশেষ কেউ আমায় ঘাঁটাত না। জানেন তো, ব্যর্থ প্রেমিক চিরকাল করুণার পাত্র। আর হ্যাঁ, শব্দটা জেল নয়, সংশোধনাগার।'

'মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে মশাই! আপনি আলাপের শুরুতেই বলেছেন সংশোধনাগার।'

'ঠিক আছে। এত ভেঙে পড়বেন না। এ আর এমন কী ভুল! ভুল তো হয়েছিল আমার। রূপমতীর ফাঁদে পা দেওয়া।'

'প্রেমের প্রস্তাবকে আপনি ফাঁদ বলছেন!'

'হ্যাঁ বলছি। না বলে পারছি না। আমি ছিলাম রূপমতীর সাত নম্বর প্রেমিক।'

'সাত নম্বর প্রেমিক! কী বলছেন মশাই?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ঠিকঠাক হিসেব করলে সংখ্যাটা বাড়তেও পারে। বেশি ঘেঁটে লাভ কী বলুন?'

'ইন্টারেস্টিং! আপনি কি প্রথম থেকেই জানতেন আপনি সাত নম্বর? নাকি মেলামেশার পরে জানলেন!'

'প্রথমে জানলে তো ওঁর ফাঁদে পা-ই দিতাম না। প্রেম-মহব্বতের ব্যাপারে কেউ কি সাতে-পাঁচে থাকতে চায়? সবাই প্রথম এবং শেষ হতে চায়, বুঝলেন।'

'ভাবার বিষয় মশাই। তবে কী জানেন, কোনও মানুষ যদি লোভ, হিংসা, অধিকারের নেশায় তলিয়ে না গিয়ে কেবলমাত্র সুন্দরের সাধনা করে তবে তার কাছে সুন্দর ধরা দেবেই। সুন্দরের সাধনা আবার সবার ক্ষেত্রে এক রকম নয়। আপনার ক্ষেত্রে সুন্দরের সাধনা বলতে ছিল রূপমতীর প্রেম? টি-টোয়েন্টির স্কোরের মতো নাম্বারিংয়ে না গেলে হয়তো...।'

'আরে না মশাই, আপনি প্রথম থেকে না শুনলে ঠিক বুঝতে পারবেন না।' লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে বলল অরূপরতন শিকদার।

'শুনব, অবশ্যই শুনব। তার আগে বলে রাখছি, ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় ফুল প্রজাপতিকে ডাকে। কারণ প্রজাপতি হচ্ছে ফুলের প্রেমিক। ওই প্রজাপতি প্রেমিকের জন্যই ফুলেরা এত সেজে থাকে। আপনাকে ফুল-প্রজাপতির গল্প বলার উদ্দেশ্য প্রতিটি প্রজাপতির উচিত নিজের মতো করে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা। আগুপিছু ভাবলে মধু সংগ্রহের নেশাটাই কেটে যায়।'

'রূপমতীকে ভালোবাসাটা আমার নেশা নয়। আমার প্রথম প্রেম। জীবনে সবকিছুরই একটা প্রথমবার থাকে। নিজে না বাঁচলে অন্য সব মানবিক সম্পর্কই অসত্য, মূল্যহীনের যুগে রূপমতীই ছিল আমার জীবনের একমাত্র সত্য। কিন্তু সেটা বোঝার ক্ষমতা ওঁর ছিল না! কথায় কথায় রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের বুলি আওড়ানো, সাংস্কৃতিক মঞ্চে দরদি কবিতা পাঠ, জিনস-টপ বর্জিত আধুনিক জীবনযাপন যে চারিত্রিক মাপকাঠি নয়, আমি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি।'

'কিন্তু বর্ণনা শুনে তো মনে হচ্ছে যথার্থ শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। পরিবারের শিক্ষা না থাকলে কোনও মেয়ে এমন সংস্কৃতিমনস্ক হতে পারে? রূপমতী যে শিক্ষিত এবং বাচ্চাদের স্কুলের দিদিমণি, তা আপনি অবশ্য আগেই বলেছেন। ও যে নীল রঙের স্কুটি চালিয়ে স্কুলে যেত, সেকথাও বলেছেন।'

'আপনি বর্ণনা শুনে যা ভাবছেন আমি প্রথম প্রথম ওঁর সঙ্গে মিশে তেমনটাই ভেবেছিলাম। পরবর্তীতে বুঝলাম আমার ধারণা ভুল! রূপমতী ভিতরে এক, বাইরে আরেক।'

'এই ভিতর-বাহিরটা কী রকম?'

'একশ্রেণির নায়িকা রেপ সিনে শুট করার পর ভিলেনের কোলে বসে হাসতে হাসতে মদের গ্লাসে চুমুক দেয়। অন্য শ্রেণি সম্মানহানিতে কাঁদতে থাকে, অনেক সময় সিনেমাও ছেড়ে দেয়। রূপমতী ওই প্রথম শ্রেণির নায়িকা, বুঝলেন।'

'যাহ বাবা, যেমন নাম তেমনই খিটকেল চরিত্র দেখছি!'

'না, ওঁর আসল নামটা সুন্দর, রূপশ্রী। ওই নামেই সকলে চেনে। আমিই রূপমতী নামটা রেখেছিলাম। সাহিত্যে রূপশ্রীর নামটা যায় না কি, ভেবে দেখুন।'

'সাহিত্য আমার কাছে ভীষণ কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। আমি সাহিত্যের ধার ঘেঁষি না। তবে আপনার সাহিত্যে এলেম আছে বুঝলাম। কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?'

'একটু-আধটু যে লিখতাম না, তা বলব না। কাল হল ওই লেখাই। রূপমতীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় সূত্র ছিল কবিতা। তারপর বেশ কিছু অনুষ্ঠান মঞ্চে সে আমার কবিতা পাঠ করেছে।'

অন্ধকারের নিজস্ব জগৎ আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারময় ঘরে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন। লোকটি এবং অরূপরতন শিকদার। দু'বছর আগে হলেও অরূপরতন লোকটির সঠিক পরিচয় না জানা পর্যন্ত একটি কথাও বলার প্রয়োজন মনে করত না।

২

অন্ধকারের নিজস্ব জগৎ আছে। সেই জগতে অন্ধকার, অন্ধকারকেই আলো ভাবে। ঘুটঘুটে অন্ধকারময় ঘরে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন। লোকটি এবং অরূপরতন শিকদার। দু'বছর আগে হলেও অরূপরতন লোকটির সঠিক পরিচয় না জানা পর্যন্ত একটি কথাও বলার প্রয়োজন মনে করত না। কিন্তু নিজেরই সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান মানুষের পক্ষে অপরের পরিচয় নিয়ে মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। অরূপরতনও সে প্রয়োজন বোধ না করে সিগারেট জ্বালাল। মসৃণ ধোঁয়া ছেড়ে আন্দাজে বুঝল লোকটির হাতেও সিগারেট। দু'বার খুকখুক করে কাশল। শব্দ হল চারবার! অর্থাৎ লোকটিও কাশছে। মনের অন্ধকারের সঙ্গে এই অন্ধকার না মিশলে অরূপরতন জানতে পারত তার মতনই ছ'ফুটের ছিপছিপে লোকটির মুখভর্তি বহুদিনের না কাটা দাড়ি। ফুলভর্তি ডালার মতো মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

'শুনছেন! ও মশাই, ঘুমোলেন নাকি?'

'না, আপনি বলুন। আমি শুনছি। তবে কাটছাঁট করে বলবেন।'

'দু'পেগ মদ গলায় ঢেলে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ মাতাল সেজে অনবরত খিস্তি মেরে মনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়। আপনি মনের মধ্যে একটা বেশ গভীর ক্ষত নিয়েই ময়দানে নেমেছিলেন। পরবর্তীতে আর সেই ক্ষত শুকিয়ে আপনার মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার বোধ জন্ম নেয়নি! কারণ মানুষ কাউকে একবার ভুল বুঝতে শুরু করলে তার আর শেষ থাকে না। অপরপক্ষ সম্পর্কে যে কোনও ব্যাপারে নিজের মতো একটা ভুল ধারণা সে তৈরি করে নেয়!'

'আমি প্রথম থেকে বলছি... আপনি শুনুন।'

'আপনার পরিচিত প্রায় আশি শতাংশ মানুষই রূপমতী সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা বলেছে। শুনে শুনে, প্লাস-মাইনাসের দোলাচলে ঠিক যে সময় আপনি ভাসছেন, ঠিক সে-সময়ই একদিন দেখলেন একটি সুদর্শন ছেলের মোটরবাইকে হাওয়ায় উড়ছে রূপমতী।'

'আপনি কী করে জানলেন? এর আগে তো কখনও আমাদের দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না!'

'আমার কথা পরে বলছি...। সেই দিনটিতে আপনি শ্মশানযাত্রী। প্রতিবেশী জেঠিমার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ। পায়চারি করছিলেন শ্মশান ঘেঁষা রাস্তায়। সময়টা সন্ধে। সে-সময়ই আপনাকে পাশ কাটানো একটা বাইকে দেখলেন রূপমতীকে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন। সে বলল, টিউশন পড়াতে এসেছে ছাত্রের বাড়ি। আপনি বিশ্বাস করলেন না। মনে মনে বললেন মিথ্যেবাদী।'

'ওঁ সত্যি মিথ্যেবাদী, বুঝলেন। অনেক প্রমাণ পেয়েছি।'

'হ্যাঁ তা সত্যি। তবে আপনার প্রমাণগুলো আইডিয়া ভিত্তিক। বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে চাননি। তেমন চার্ম আপনার ছিলই না।'

'মশাই, আপনার কথাগুলো অনেকটা আকাশবাণীর মতো! আমায় ভাবতে দিন কী করে মিলে যাচ্ছে সব।'

'সব তো মেলেনি! আপনি সব মেলাতে পারেননি, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন...।'

'ঠিক-ই বলছেন। সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। এক মৃত্যুতে দুটি মৃত্যু! কেন যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম?'

'ছোট-ছোট আইডিয়া পাহাড় সমান হলে, আপনি ভাবলেন রূপমতী আপনাকে ইগনোর করছে, তখন আপনার মধ্যে প্রচণ্ড জেদ চেপে বসে। এমন জেদ তাদের মধ্যেই চেপে বসে, যাদের জীবনে ভালোবাসার মানুষের অভাব। ছোট থেকেই আপনি ভালোবাসাহীন একটি দ্বীপের মানুষ। জীবনে সফল হতে পারেননি বলে আপনার আত্মীয়রা সম্পর্কের পাঠ চুকিয়ে

ভালোবাসা আর শত্রুতার নিজস্ব গন্ধ থাকে। অপরপক্ষ টের পেয়ে যায়। নইলে কী করে ঠিক বুধবারেই, বিকেল পাঁচটাতেই একদিকে হঠাৎ বৃষ্টি অন্যদিকে শান্ত পাহাড়ি নদীটি হড়পায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে!

দিয়েছে। কেউ কোনও দিন আপনার খোঁজ রাখেনি। সেই শূন্যতা পূর্ণ করেছিল রূপমতী। আপনার ভাষায় আশ্চর্য মেয়ে।'

'আমার জীবনের প্রথম আশ্চর্য রূপমতী। দ্বিতীয় আশ্চর্য আপনি, বুঝলেন। কী করে জানলেন কোন মরমে আমি মরে আছি?'

'পরপর চারবার একই জীবন পাঁচালি পড়লেন। বিরক্ত হচ্ছিলাম তবু আপনার কথা শুনছিলাম কেন জানেন? কারণ, আপনি সত্যি বলছিলেন। এবার আপনার জীবনের চরম সত্যিটা আমি বলছি শুনুন, আপনি রূপমতীকে ধাক্কা মারেননি, খুন করেননি। জেলেও যাননি। রূপমতী জীবিত।'

৩

ছোটগল্প

'বুধবারে পার্ক বন্ধ থাকবে জেনেই আপনি রূপমতীকে দেখা করতে বলেছিলেন। আপনার উদ্দেশ্য ছিল পার্ক বন্ধ দেখলে রূপমতী নিশ্চয় এসেই ফিরে যাবে না। আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে পার্ক সংলগ্ন নদীর বাঁধ বরাবর দু'-এক রাউন্ড ঘোরাফেরা করবে, নয়তো পা ছড়িয়ে বাঁধের উপর বসবে। সেই সুযোগে ধাক্কা দিয়ে আপনি তাঁকে নদীতে ফেলে দেবেন। আপনি জানতেন রূপমতী সাঁতার জানে না। রূপমতীর সলিলসমাধি ঘটলে আপনি ভালোবাসা হারাবার ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে বাকিটা জীবন অন্ধকারময় ঘরে কাটিয়ে দেবেন।'

লোকটি বলেই চলল, 'রূপমতীকে হারাবার ভয় আপনার মধ্যে যে সহজ সরল কিন্তু মমান্তিক ফিলোসফির জন্ম দিয়েছিল তার গন্ধ পেয়ে যায় পাহাড়ি নদী। ভালোবাসা আর শত্রুতার নিজস্ব গন্ধ থাকে। অপরপক্ষ টের পেয়ে যায়। নইলে কী করে ঠিক বুধবারেই, বিকেল পাঁচটাতেই একদিকে হঠাৎ বৃষ্টি অন্যদিকে শান্ত পাহাড়ি নদীটি হড়পায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে! ভাসিয়ে নিয়ে যায় পার্কের একাংশ। সেদিন সন্ধেতে সমস্ত নিউজ চ্যানেলে পার্কের সঙ্গে ভেসে যাওয়া রূপমতীর বয়সি একটি মেয়ের মুখ ভেসে ওঠে। সেই করুণ মুখ দেখে আপনার ফিলোসফির সঙ্গে বিরোধ বাধে ফিক্সেশানের। অবশ্য আপনার ভালোবাসা এত গভীর, এত কঠিন ছিল যে আপনার মধ্যে অনেক আগেই ফিক্সেশানের জন্ম হয়েছিল। বিশেষ করে যেদিন সন্ধেতে আপনি শ্মশান সংলগ্ন রাস্তায় অন্য একজনকে দেখে রূপমতী ভেবে বসেন। সেই ফিক্সেশান দৃঢ় হয় নিউজের মেয়েটিকে দেখে। ব্যাস তারপর...।'

'তারপর...?' অরূপরতনের গলায় বিস্ময়।

'তারপর! শুরু হল আপনার বন্দি জীবন।'

খুব সহজ সুরে কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটি স্বগতোক্তি করল, 'এবার, মন চলো নিজ নিকেতনে।'

'চলো মন বললেই চলা যায়..! তবে এসেছিলেন কেন?' এতক্ষণ মন্ত্রপূত সর্পের মতো মাথা নীচু করেছিল অরূপরতন। এবার মাথা তুলে বলল।

'আমি তো আসিনি, আমি তো রয়েছি আপনার মধ্যেই। আমি আপনার পরম বন্ধু! মাঝে মাঝেই আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন, আবার ভালোওবাসেন, বুঝলেন মশাই।'

'না বুঝলাম না। আমি হেঁয়ালি বুঝি না।'

'হেঁয়ালি নয়... আমি তো সেই লোক যে আপনার মধ্যে থাকি। আপনার সুখে হাসি, দুঃখে কাঁদি। আমি সবার মধ্যেই থাকি। সবার মতো হয়ে।'

'চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, আপনি ঘুমোলেই যাব।'

'কোথায় যাবেন?'

'রূপমতীর কাছে।'

'সে এখন কোথায়?'

'দরজা খুললেই তাকে দেখতে পাবেন। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে আপনার বারান্দায়। পাশে পড়ে আছে একটি কাপড়ের পুঁটুলি। ওই ওর সর্বস্ব।'

'সত্যি বলছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না...।'

'রূপমতীকে বিশ্বাস আপনার আগেও হয়নি।'

'আমি তার কাছে যাব। আপনি আমায় নিয়ে চলুন।'

'নিজেকে মুক্ত করলে নিজেই যেতে পারবেন। আমার প্রয়োজন হবে না। তবে এখন নয়। সকাল হোক। অপেক্ষার ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আগে আমি গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলি।'

'ওঁ কি এখনও আগের মতোই চঞ্চল, না কি...।'

'না... শান্ত। দীর্ঘ অপেক্ষায় সে শান্ত।'

'জানেন রূপমতী পাখির মতো একসঙ্গে অনেক কথা বলে!'

'এখন সে প্রায় কথাই বলে না। যে কম কথা বলে, সে খুব শক্তিশালী হয়, জানেন।'

'আর ওঁর মুখভরা হাসি?'

'শত দুঃখ-যন্ত্রণাতেও ছড়িয়ে রেখেছে মুখে। ঠিক যেমন ছড়িয়ে রাখে মাটির দুর্গা।'

উত্তরের কবিমুখ

শবরী শর্মা রায়

পাহাড়, পাইন গাছের আবহ আর মেঘালয়ের শিলংয়ের নির্মল বাতাসে বড় হওয়া। প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য ছোটবেলা থেকে। কবিতায় গভীর অনুভব ধরা পড়ে। শিলংয়েই শিক্ষাজীবন, বিয়ে ও শিক্ষকতার পর স্থায়ীভাবে বসবাস শিলিগুড়িতে। কবিতাযাত্রা ২০০৭ সাল থেকে। অল্প শব্দে তীক্ষ্ণ সত্য প্রকাশের দক্ষতার প্রতিফলন কবিতায়। সহজ-সাবলীল ভাষায় প্রকৃতি, গাছপালা, পাখি, কুকুর এবং সমস্ত জীবজগতের প্রতি ভালোবাসার গভীরতম রং কবিতায় ধরা দেয়।

মিথ্যে

মিথ্যেকে ভালোবাসে মানুষ

ঘর করে, টাকাপয়সা দেয়
হারিয়ে ফেলে কাঁদে

মানুষ মিথ্যে নয়
ভালোবাসা মিথ্যে নয়

মানুষকে ভালোবেসে

মিথ্যে বেঁচে থাকে

কবিতা

গহ্বরের ডাক
অর্পিতা রায়চৌধুরী

অন্ধকার--
পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে অনন্তকাল ধরে নীচে নেমে গেলে ঠিক যেমনটা
গাঢ় অত্যুষ্ণ গুমোট;

সেই ভয়াবহ ঘনান্ধকারে ঝুলে রয়েছে শত শত কঙ্কাল,
হাত-পা ছুড়ে উচ্চস্বরে গর্জে উঠছে--
কখনও হুংকার, কখনও অট্টহাস্য, কখনও আবার কঠিন এক নীরবতা--

দুর্ভেদ্য তমসাচ্ছন্ন এই শূন্যতায় বারবার
প্রতিধ্বনিত হওয়া চিৎকারের মাঝে দিশেহারা,
এককোণে লুটিয়ে একটি খুলি, দেহহীন পঙ্গু অসহায়।

চোখের কোটরে অদ্ভুত এক রহস্যময় শূন্যতা
যেন অদৃশ্য হাতের মুঠো শক্ত করে রেখে
গোগ্রাসে গিলতে চাইছে চারপাশের এই কালিমা;
অথবা...হয়তো...

নির্বাক অপেক্ষা করছে মৃত্যুর।

শ্রুতির গিরিকন্দরে
অজিত দেবনাথ

যেন কোনও শ্রাবণ মেঘের ছিটিয়ে দেওয়া মন্ত্রপূত জল
গাঢ় নিঃশ্বাসের ছিদ্রপথ দিয়ে বয়ে যায়
গোপন পরিসরে,
নিঝুম নীরব সময়ের শুদ্ধস্বর
পুরোনো গানের স্তবক ভেঙে পড়ে শ্রুতির গিরিকন্দরে,
টানা বারান্দায় শুয়ে থাকে রংচটা উলের বল
শীতের উত্তাপ নেবে বলে রোদ ভেঙে দেয় শিশিরের চর,
ঘন কুয়াশায় জড়ায় পরিযায়ী পাখির খুঁটোয় বাঁধা চাঁদের সমাধি;
ঘুঙুরের ধ্বনি সংলাপ ছড়াবে বলে
ঢেউ হয়ে নেমে আসে ঘাসের চরণে,
আকাশের গড়ে যে অন্ধ লোকটা
খুঁজে বেড়ায় নক্ষত্রের পোড়া ছাই,
পত্র-আসনে জড়ো করে আড়ষ্ট অক্ষরের ঝাঁপি,
সে নিশ্চয়ই অলীক পাঠশালায় খোঁজে
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া স্মৃতির পলেস্তারা,
আবছা আলোর কাঁধ ঘেঁষে জোনাকি ছড়ায় ধুলোর রেণু
শুধু চোখের পারদ জানে ওঠানামার গোপন আনুবিস।

প্রেমিকা
আরতি ধর

খুব বেশি দূরে না,
একটা পাহাড় পেরিয়ে আমার প্রেমিকার ঘর--
সেখানে তার বন্ধু প্রচুর,
সারি সারি পাইন গাছের পাতা ঝরে গালিচা সাজায়,
হরীতকী, আমলকী, তেজপাতা গাছেরা সুগন্ধি বাতাস দেয়
একটা বনমোরগ তার ঘুম ভাঙায়,
একটা ধনেশ পাখি ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যায়
এত ঐশ্বর্য পেয়ে সে ভুলে গেছে আমাকে
আমি এক ডালা ভালোবাসা নিয়ে একবার পাহাড় ডিঙিয়ে
যেতে চাই;
যাওয়া হয় না
বিফল হওয়ার আশায়।

প্রতীক্ষা
সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি আসবে না জেনেও আমি
ঘরে জ্বালিয়ে রাখি আলো
সারারাত।
জমিয়ে রাখা অভিমানগুলো
পুড়িয়ে করি উৎসব।

তুমি আসবে না জেনেও আমি
জোড়া লাগাই ভাঙা প্রতিশ্রুতি
সারারাত হেঁটে যাই
ধুলো মাখা রাস্তায়।

এই প্রতীক্ষার শেষ নেই কোনও।

লিরিক
অমিত দে

অভাব অনুযোগের উঠোনে
বাতাস ভারী হয়ে বৃষ্টি নামে
আকাশবৃন্তে ঝুলে থাকা আমার বাড়ি

পড়শি খুঁজতে গিয়ে
মেঘের থলে নিয়ে করেছি
ঋতু পারাপার
নব কিশলয় কাছে ডাকে
ধানের গোছায় গ্রাম রেখেছে
ভুলে না যাওয়ার আবদার
ঘন হয় সন্ধ্যা
পাহাড়ের বোবা রাস্তার পাশে
বেনামী ঝোরা সাক্ষী রেখে
নদী বেঁধে নেয় সুখের লিরিক

নীচে অনাসক্তি আর চিৎকারে
একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয়
পাশাপাশি দুই শহর—
তিস্তা জানে ভাসবে কে কতটা
যতটা বিচ্ছেদে ভাবা হয় অহংকারী।

স্টেশন
শুভজিৎ বসু

সভ্যতা নগরী থেকে ছুটে আসছে বুলেট ট্রেন
ছিঁড়ে যাচ্ছে সরকারি নালিশের সব চিঠি,
বিষণ্ণ স্টেশন একপাশে দাঁড়িয়ে হিসেব কষছে সব ভুলের,
স্টেশনের বেঞ্চে শুয়ে ভরদুপুরের রোদ,
চেতনার সব ঘ্রাণে মিলিয়ে যাচ্ছে সংশয়।
ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখছি পৃথিবী কত কাছে,
রেলওয়ে ট্র্যাকের খুঁটিতে ঝুলছে হারানো শৈশবের টিমটিমে আলো,
হয়তো আর কিছুদিন পর তাও নিভে যাবে অবলীলায়,
কিন্তু ট্রেন তখনও ছুটবে এই স্টেশন থেকে পৃথিবীর শেষ ঠিকানায়।
এসি কামরার সব সুখ জাপটে ধরবে মায়াময় সংসার,
মানুষ দুরন্ত গতিতে পার করবে সন্ধে,
প্রযুক্তি হারবে না, বিজ্ঞান কথা রাখবে--
ভেসে আসবে বহুদূর থেকে সম্ভাবনার নতুন আলো,
স্টেশনের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে শীতের মেঘ,
কুয়াশায় দাহ করব স্টেশনের সব ভুল,
স্মৃতিরা কুয়াশার মতো বুকে হাত বোলাবে স্টেশনের শেষ ঠিকানায়।

সপ্তাহের সেরা ছবি

হুংকার।। চেন্নাইয়ে মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর প্রশিক্ষণ চলছে। - এএফপি

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

হৃদয়ের মাধুরী

বলো তো আরশি তুমি মুখটি দেখে...ছোটবেলায় বোনের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে আগুনে মুখ পুড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে নিজের চেহারার জন্য কটূক্তিও শুনতে হয়েছে নানা মহলে। তা সত্ত্বেও হতাশ হননি মনীষা মারোডিয়া প্রজাপতি। যদিও নেটিজেনদের কাছে তিনি প্রিয় 'মনু'। কেন প্রিয়? মনীষা একজন রূপটান শিল্পী। সঙ্গে তিনি অসামান্য ছবিও আঁকেন। এঁকেছেন দেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি। কুড়িয়েছেন প্রশংসা। এখন তিনি মডেলিংও করেন। মনীষা মনে করেন, মানুষের সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়ে।

ঘটনা পরবর্তী

বারো বছর আগের কথা। সদ্য রায়বরেলির ছোট্ট একটি গ্রামীণ স্কুলে চাকরি পেয়েছেন সংগীতা মৌর্য। নতুন চাকরি। পছন্দের পেশা। যথারীতি প্রথম দিন প্রবল উৎসাহে তিনি স্কুলে হাজির হন। কিন্তু ক্লাসরুমে প্রবেশ করতেই মন খারাপ হয়ে গেল। পড়াবেন কাকে? হাতেগোনা দুজন পড়ুয়া বসে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখলেন নানা সমস্যার কারণে বাকিরা স্কুলে আসে না। সংগীতা ঠিক করলেন, পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি যাবেন। কথা বলবেন অভিভাবকদের সঙ্গে। সেই সময় একশোজন পড়ুয়াকে স্কুলমুখী করতে সক্ষম হন তিনি। এখনও সংগীতা একইভাবে প্রত্যন্ত গ্রামের কচিকাঁচাদের স্বপ্ন দেখিয়ে চলেন।

আশ্চর্য আংটি

ধরে নিন, ৫৬ বছর আগে কোনও সমুদ্রসৈকতে আপনি আংটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আজ যদি সেটা আপনার হাতে ফিরে আসে, তবে ঠিক কতটা আনন্দ হবে? ঘটনাচক্রে, যার সঙ্গে বাস্তবে এমন ঘটেছে তিনি বাক্যহারা! ১৯৬৯ সালে নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে অসাবধানতাবশত একটি আংটি খোয়া যায় আলফ্রেড ডি স্টেফানোর। এত বছর পর মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে সেই আংটিটি খুঁজে পেলেন ডেভিড অরলোস্কি নামে এক ব্যক্তি। আংটিতে ভাগ্যিস আলফ্রেডের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খোদাই ছিল! তাই ডেভিডের কাজ কিছুটা সহজ হয়ে যায় মালিককে খুঁজে বের করতে।

কাপ বৈতরণি পারে ভরসা সেই হরমন?

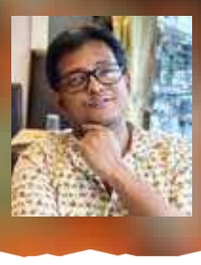

‘লক্ষ্য বিশ্বকাপ’-এর প্রথম দুই পর্বে আলোচনা হয়েছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের অতীত এবং বর্তমান নিয়ে। আজ তৃতীয় পর্বে আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচিত দলের ব্যাটিং শক্তি এবং দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করলেন তূণীর

মাঝে আর মাত্র ২৩ দিন। তারপরই ভারতের মাটিতে বোধন হবে মহিলা বিশ্বকাপের। বিভিন্ন কারণে যেই প্রতিযোগিতায় এখনও অবধি সেইভাবে দাগ কাটার মতো কিছু করতে পারেনি ভারত। অবশ্য অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ২০০৫ এবং ২০১৭-য় ফাইনাল অবধি পৌঁছেছিল ভারতের মেয়েরা। শেষ বিশ্বকাপে অবশ্য গ্রুপ স্তর থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তারপরেও আসন্ন বিশ্বকাপে অনেকেই ভারতকে ফেভারিট মানছেন। এর পিছনে হোম অ্যাডভান্টেজ ছাড়াও আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এই লেখায় ব্যাটিং-এর শক্তি, দুর্বলতা খুঁজে দেখা যাক।

এবারের বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত দলে প্রায় প্রথমবার সঠিক পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। ২০২৪-এর বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচক প্রধান নীতু ডেভিড এবং কোচ অমল মজুমদার অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বদলে স্থিতিশীল দল গঠনে মনোযোগী হন। একদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডারে মূলত তিনটি সমস্যা ছিল-এক, স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ওপেনিং-এ ধারাবাহিকতার অভাবে ভোগা শেফালি ভার্মা। দুই, তিন নম্বরে মিতালি রাজের বিকল্প খুঁজে না পাওয়া। তিন, লোয়ার মিডল অর্ডারের প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে না পারা। ভারতীয় দল পরিচালন সমিতি কীভাবে এই ত্রিবিধ সমস্যার সমাধান করেছে, দেখা যাক।

মিতালি রাজের অবসরের পর ভারতীয় ব্যাটিং-এর গুরুদায়িত্ব এখন স্মৃতি মান্ধানার কাঁধে। সম্প্রতি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে তিন ধরনের ক্রিকেটে শতরানের নজিরও গড়েছেন। গত বিশ্বকাপের পর থেকে তিনি একদিনের আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক। চোটের জন্য অনিয়মিত হরমনের পরিবর্তে সফলভাবে অধিনায়কের দায়িত্বও সামলেছেন। আরসিবি-কে দিয়েছেন প্রথম ট্রফি জয়ের স্বাদ। ডব্লিউপিএল-এর পর থেকে ধ্রুপদি ঘরানার ব্যাটার স্মৃতির মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। ফলাফল, বিগত দু’বছরে তাঁর একদিনের স্ট্রাইক রেট ৮৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৯.০৩। এই সময়কালে তিনি ছয় হাঁকিয়েছেন বাইশটা, যা চামারি আতাপাত্তুর (৩৫) পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কিন্তু তারপরেও ওপেনিং-এ ভারতের সমস্যা ছিল শেফালি ভার্মার ধারাবাহিকতার অভাব। যে কারণে শুরুতে বড় জুটি তৈরি না হওয়ায় মিডিল অর্ডারে চাপ বাড়ছিল। নির্বাচকরা তাই শেফালির বদলে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলা প্রতীকা রাওয়ালকে সুযোগ দিলেন। এতে আশাতীত ফল পাওয়া গেল। প্রতীকা শেফালির মতো বিস্ফোরক ব্যাটার নন। হাতে শটের সংখ্যা সীমিত। কিন্তু তিনি ও স্মৃতি খুব অল্প সময়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠলেন। স্মৃতি ও শেফালি যেখানে গত ২৫ ইনিংসে ৩৭.২ গড়ে ৮৯৩ রান করেছিলেন, সেখানে স্মৃতি ও প্রতীকার সংগ্রহ গত এক বছরে ১৪ ইনিংসে ৭৭.৫ গড়ে ১০৮৬ রান। যার মধ্যে দুজনে শতরানের জুটি গড়েছেন চারবার এবং অর্ধশতরানের ছয়বার। অর্থাৎ, শেফালির বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়।

এরপর আসছে তিন নম্বর পজিশন। যেখানে মিতালি রাজের পরিবর্ত এত দ্রুত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বিগত তিন বছরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিশ্বকাপের আগে হরলিন দেওল কিছুটা নির্ভরতা দেখাতে পেরেছেন। হরলিন হয়তো প্রচুর রান করেননি, কিন্তু প্রতীকা বা স্মৃতির সঙ্গে ধারাবাহিক বড় জুটি গড়েছেন (হরলিন ও স্মৃতি গত এক বছরে ৪৯ গড়ে তিনবার শতাধিক রান করেছেন। অন্যদিকে প্রতীকার সঙ্গে ৪৪ গড়ে তিনটে ৫০ রানের জুটি রয়েছে হরলিনের)। তাঁর প্রতিভা নিয়ে সন্দেহের কোনও জায়গা নেই। ধীরে শুরু করলেও থিতু হয়ে যাওয়ার পর দ্রুত রান তুলতে পারেন। যদি বিচিত্রভাবে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসার প্রবণতা এড়াতে পারেন এবং বড় ম্যাচের চাপ সামলানোর মানসিক দৃঢ়তা দেখান, তবে আসন্ন বিশ্বকাপে হরলিন সকলকে চমকে দেবেন। হরলিন বা প্রতীকার বিকল্প হিসাবে বিশ্বকাপের দলে ছিলেন ইয়াস্তিকা ভাটিয়া। ইয়াস্তিকা ওপেনার, বড় শট মারতে দ্বিধা করেন না এবং উইকেটরক্ষক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি চোটের জন্য বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন। পরিবর্ত উমা ছেত্রীর এখনও একদিনের আন্তর্জাতিকে অভিষেক হয়নি। তাঁর অনভিজ্ঞতা দল পরিচালন সমিতিকে দুশ্চিন্তায় রাখবে।

এরপর আসছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। স্মৃতি যতই ধারাবাহিক রান করুন, ভারতের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন কিন্তু হরমনকেন্দ্রিক। সুস্থ থাকলে এখনও তিনি ভারতের সেরা ব্যাটার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, চাপ সামলে বড় ম্যাচ বের করে নেওয়ার কৌশল তাঁর জানা। এছাড়া মাঝের ওভারে হরমনের ইনিংস গড়ার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে তাঁর থেকে ভালো কনভার্সান রেট কারও নেই। বিগত তিন বছরে হরমনের স্ট্রাইক রেটও উত্তরোত্তর বেড়েছে। শেষ ১৫ ইনিংসের হিসেব ধরলে হরমনের স্ট্রাইক রেট ৯৭.২। যেখানে তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারের স্ট্রাইক রেট ৭০। এই বিবর্তনের পিছনে কোনও ম্যাজিক নেই। ছত্রিশোর্ধ্ব হরমন এখন বহু চর্চিত ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করে বেছে বেছে ম্যাচ খেলেন। হরমনের বর্তমান সাফল্য আসলে পরিকাঠামগত উন্নয়ন এবং ক্রীড়া বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের সুফল।

পাঁচ থেকে সাত নম্বরে সঠিক খেলোয়াড়ের অভাব ভারতের দীর্ঘকালীন সমস্যা। তিন নম্বরের মতো পাঁচেও দীর্ঘদিন অদল-বদল চলেছে। ঋষীকেশ কানিতকার অন্তর্বর্তী কোচ থাকাকালীন প্রথম জেমিমা রডরিগেজকে পাঁচ নম্বরে খেলানোর কথা ভাবেন। কিন্তু চিরকাল ওপরের সারির ব্যাটার জেমি পাঁচ নম্বরে ব্যাট করার শৈলী বুঝতে পারেননি। প্রথম সিরিজে চূড়ান্ত ব্যর্থ হন, পাওয়ার হিটিং করতে গিয়ে নিজের সহজাত খেলা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ডব্লিউপিএল-এ ডিসির হয়ে খেলার সময় তিনি মেগ ল্যানিং এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তির সাহচর্যে আসেন। ইতিমধ্যে স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং সিস্টেম পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। জেমি জানতে পারেন, তাঁর শরীরের গঠন অনুযায়ী অতিরিক্ত ভারী ব্যাট ব্যবহার করা উচিত নয়। অথচ তিনি তখন ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে ভারী ব্যাট ব্যবহার করছিলেন। ফলে তাঁর কোমরে অতিরিক্ত চাপ পড়ছিল, ঘনঘন চোট পাচ্ছিলেন। এরপর ব্যক্তিগত কোচের কাছে জেমি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করার জন্য বিশেষ ট্রেনিং শুরু করেন। এখন ব্যাটিংয়ের সময় জেমি একটু সামনের দিকে কাঁধ ঝুঁকিয়ে দাঁড়ান। যার ফলে বেশি ব্যাট সুইংয়ের সুবিধা পাওয়া যায়। অথচ কোমরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। এই টেকনিক্যাল পরিবর্তনের সঙ্গে শট সিলেকশনেও তিনি উন্নতি ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছেন ভারতীয় দলের স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট। জেমির সহজাত টেকনিকের সঙ্গে পাওয়ার হিটিং যুক্ত হওয়ার ফলাফল হল শেষ ১৯ ইনিংসে তিনি ১০৫.৩৪ স্ট্রাইক রেটে ৪০ গড়ে ৭২৯ রান করেছেন। জেমি এই মুহূর্তে ক্রিকেট দুনিয়ার সফলতম পাঁচ নম্বর ব্যাটার।

এরপর ছয় এবং সাত নম্বরে পরিস্থিতি অনুযায়ী আসেন বাংলার রিচা ঘোষ এবং দীপ্তি শর্মা। বিসিসিআই নিয়ন্ত্রিত এনসিএ-লালিত প্রথম প্রজন্মের ক্রিকেটার রিচা উইকেটরক্ষক, সঙ্গে পাওয়ার হিটার ফিনিশার। মজার ব্যাপার রিচা কিন্তু ক্রিকেটজীবনের শুরুতে উইকেটরক্ষক ছিলেন না, ব্যাটের সঙ্গে সিম বোলিং করতেন। ষোলো বছর বয়সে বাংলা দলে অভিষেকের পর তিনি উইকেটকিপিং শুরু করেন। ভাবতে ভালো লাগে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুজন কিপার ঋদ্ধিমান সাহা এবং রিচা ঘোষ শিলিগুড়িতে বেড়ে উঠেছেন। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ ৮ ইনিংসে চল্লিশ ওভারের পর ব্যাট করতে নেমে রিচার স্ট্রাইক রেট ১৩৩+। দশের বেশি ইনিংস খেলা ব্যাটারদের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। রিচার একমাত্র সমস্যা হাতে বল থাকলে শট নির্বাচনে দোলাচলে পড়েন। উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন।

তাই চল্লিশ ওভারের আগে দলের প্রয়োজনে ছ’নম্বরে আসেন দীপ্তি শর্মা। দীপ্তি ভারতের শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার। ওপেনার হিসেবে নিজের জীবন শুরু করা দীপ্তির টি-২০ ব্যাটিং নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু একদিনের ম্যাচে তাঁর দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহের জায়গা নেই। ছয় কিংবা সাতে ব্যাট করতে এসে শেষ ২৪ ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ৫৮৬ রান। এর মাঝে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চাপের মুখে রান তাড়া করে ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরান রয়েছে। দীপ্তির ভালো গুণ, শেষের দিকের ব্যাটারদের নিয়ে খেলতে পারার দক্ষতা। জেমি-রিচা-দীপ্তি বর্তমানে ভারতীয় দলের সম্পদ। একদা দুর্বলতা এখন আমাদের শক্তি। ভারতের পাঁচ থেকে সাত নম্বর ব্যাটাররা গত বিশ্বকাপের পর থেকে ৯৩ ইনিংসে ২৯৭১ রান করেছেন। শতাধিক রানের জুটি গড়েছেন পাঁচবার ও পঞ্চাশের অধিক রানের জুটি তৈরি হয়েছে ১৪ বার। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকানরা এই জায়গায় ভারতীয়দের থেকে এগিয়ে। এর সঙ্গে স্বস্তির ব্যাপার, জোরে বোলিং অলরাউন্ডার আমনজ্যোৎ কাউরের সাম্প্রতিক ফর্ম পূজা বস্ত্রাকারের অভাব পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। যা বিশ্বকাপে ভারতের ব্যাটিংকে আরও শক্তিশালী করবে।

সব মিলিয়ে ভারতীয় দল পরিচালন সমিতি আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য একটি স্থায়ী শক্তিশালী ব্যাটিং অর্ডার তৈরি করতে যে সক্ষম হয়েছে, একথা মানতেই হবে।

(চলবে)

জেমি-রিচা-দীপ্তি বর্তমান ভারতীয় দলের সম্পদ। পাঁচ থেকে সাত নম্বরে ব্যাট করা এই তিনজন গত বিশ্বকাপের পর থেকে ৯৩ ইনিংসে ২৯৭১ রান করেছেন। শতাধিক রানের জুটি গড়েছেন পাঁচবার ও পঞ্চাশের অধিক রানের জুটি তৈরি হয়েছে ১৪ বার। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকানরা এই জায়গায় ভারতের থেকে এগিয়ে।

গাত্তুসোর কোচিংয়ে প্রথম জয় ইতালির

অরিকে স্পর্শ এমবাপের

ওয়ারশ, ৬ সেপ্টেম্বর : ইউরোপ মহাদেশে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে ইউক্রেনকে ২-০ গোলে হারাল ফ্রান্স। অন্য ম্যাচে ইতালি এস্তোনিয়াকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে ইউক্রেনকে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি ফ্রান্সকে। ম্যাচের ১০ মিনিটে মাইকেল ওলিসে ফরাসিদের এগিয়ে দেন। ৮২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান দলের তারকা কিলিয়ান এমবাপে। এই গোলের সুবাদে ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অরিকে স্পর্শ করলেন তিনি। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের হয়ে ৯১ ম্যাচে ৫১ গোল করেছেন এমবাপে। তাঁর পূর্বসূরি অরি ১২৩ ম্যাচে ৫১ গোল করেছিলেন। এই মুহূর্তে ফ্রান্সের জার্সিতে অরির সঙ্গে এমবাপে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের স্থানে রয়েছেন।

কিংবদন্তি তারকাকে স্পর্শ করেই উচ্ছ্বসিত এমবাপে। বলেছেন, 'থিয়েরি অরির সঙ্গে এক আসনে বসাটা আমার কাছে গর্বের। তাঁর অবদান সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমার পরবর্তী লক্ষ্য, অরিকে ছাপিয়ে যাওয়া।' এমবাপের সামনে রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার অলিভার জিরু। তিনি ১৩৭ ম্যাচে ৫৭ গোল করে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। এই ম্যাচে জিতলেও ফ্রান্সের চিন্তার কারণ ওসমানে ডেম্বেলে। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নামলেও চোট পাওয়ায় তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

ইতালি ৫-০ এস্তোনিয়া
ইউক্রেন ০-২ ফ্রান্স
ফারো আইসল্যান্ড ০-১ ক্রোয়েশিয়া
স্লোভেনিয়া ২-২ সুইডেন

এদিকে অপর ম্যাচে ইতালি ৫-০ গোলে জয় পেয়েছে এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে। আজুরিদের কোচ হিসেবে জেনারো গাত্তুসোর এটাই ছিল প্রথম ম্যাচ। ম্যাচের প্রথমার্ধের ফলাফল ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য গোল উৎসবে মেতে ওঠে আজুরিরা। জোড়া গোল করেন মাতেও রেতেগুই। এছাড়া বাকি তিনটি গোল করেন মোয়েস কিন, জিয়াকোমো রাসপাদোরি ও আলেজান্দ্রো বাস্তোনি। এছাড়াও জয় পেয়েছে ক্রোয়েশিয়া। তারা আন্দ্রে ক্রামারিচের গোলে ১-০ ফলে ফারো আইসল্যান্ডকে হারিয়েছে। বেলারুশের বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জিতেছে গ্রিস। স্লোভেনিয়া-সুইডেন ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে ২-০ এগিয়ে দিয়ে কিলিয়ান এমবাপে।

ফাইনালে ওঠার জন্য কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন নোভাক জকোভিচ।

টানা তিনবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে সিনকারাজ

ওরাই এখন বিশ্বের সেরা : জকোভিচ

> কোর্টে শারীরিকভাবে সমান লড়াই না দিতে পারাটা হতাশজনক। তবে বয়স বাড়তে থাকলে এটা হয়তো স্বাভাবিকও।
> -নোভাক জকোভিচ

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : জুনের ফরাসি ওপেন, জুলাইয়ে উইম্বলডনের পর এবার ইউএস ওপেনের ফাইনাল। গ্র্যান্ড স্ল্যামে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে আবার সিনকারাজ।

শুক্রবার সেমিফাইনালে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া স্ট্রেট সেটে ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪), ৬-২ গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক জকোভিচকে। অন্যদিকে, জানিক সিনার শেষ চারের ম্যাচে দ্বিতীয় সেট খুইয়েও ৬-১, ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে জিতেছেন কানাডার ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিমের বিরুদ্ধে।

আলকারাজ হার্ড কোর্টে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন। একটাও সেট না হেরে তিনি ফাইনালে পৌঁছালেন। আলকারাজের বিষাক্ত সার্ভিস, ফোরহ্যান্ডের সামনে দ্বিতীয় সেটের পর যেন অসহায় আত্মসমর্পণ করলেন জকোভিচ। ৩৮ বছরের সার্বিয়ান কিংবদন্তি চলতি মরশুমে প্রতিটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেরই সেমিফাইনালে উঠেছেন। কিন্তু তারপরই হোঁচট খেয়েছেন সিনার-আলকারাজের কাছে।

এদিনের পর টেনিস দুনিয়ার দেওয়াল লিখন পরিষ্কার-জকোভিচ এখন তৃতীয়। সামনে সিনকারাজ। ম্যাচের পর এই কথা স্বীকারও করে নেন জকোভিচ, 'ওরা দুজনই (আলকারাজ-সিনার) এখন বিশ্বের সেরা।' নিজের বাড়তে থাকা বয়সের কথা মেনে নিয়ে জোকারের মন্তব্য, 'কোর্টে শারীরিকভাবে সমান লড়াই না দিতে পারাটা হতাশজনক। তবে বয়স বাড়তে থাকলে এটা হয়তো স্বাভাবিকও।'

অন্যদিকে, দ্বিতীয় সেটের পর মেডিকেল টাইম আউট নিতে হয় সিনারকে। ম্যাচের পর যদিও তিনি বলেছেন, 'খুব গুরুতর কিছু নয়।' সিনার ২০০৮ সালে রজার ফেডেরারের পর প্রথমবার টানা দ্বিতীয় ইউএস ওপেন জয়ের দোরগোড়ায়। রবিবারের ফাইনাল সিনারের টানা পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল হতে চলেছে।

প্রতিপক্ষ আলকারাজকে নিয়ে সিনারের মন্তব্য, 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবার থেকে শুরু হল। আমরা দুজনে দুই রকমের টেনিস খেলি। এই বছর একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছিও বেশ কয়েকবার। তাই একে অপরকে খুব ভালো জানি।'

ফাইনালে উঠেও স্প্যানিশ তারকা জানিয়েছেন, তিনি এই মুহূর্তে সেরা ফর্মে নেই। বলেছেন, 'আমি এই প্রতিযোগিতায় নিজের সেরা ফর্মে নেই। কিন্তু ভালো খেলার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ভুল কম করেছি। সার্ভিস ভালো হয়েছে। শারীরিকভাবেও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি। সেই কারণেই দ্বিতীয়বার এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে।'

ফাইনালে উঠে হুংকার জানিক সিনারের।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল মরক্কো

রাবাত, ৬ সেপ্টেম্বর : আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম দেশ হিসেবে আগামী বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেল মরক্কো। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে তারা ৫-০ গোলে হারিয়েছে নাইজারকে।

ম্যাচের ২৬ মিনিটে আবদুল দিওরি লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় আচরাফ হাকিমিদের। তাতেও অবশ্য মরক্কোর জয় আটকায়নি। তাদের হয়ে জোড়া গোল করেন ইসমাইল সাইবারি। বাকি গোলগুলি করেন আয়ুব এল কাবি, হামজা ইগামানে ও আজেদ্দাইন ওউনাহি। এই জয়ের সুবাদে বাছাই পর্বের গ্রুপ-'ই'-তে ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে থেকেই বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে মরক্কো।

গত বিশ্বকাপেও বড় চমক দিয়েছিল মরক্কো। তারা নকআউট পর্বে স্পেন ও পর্তুগালের মতো দেশকে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছিল। যদিও সেখানে ফ্রান্সের কাছে ২-০ ফলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় আফ্রিকার এই দেশটির।

গোলদাতা এল কাবিকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

সুপার কাপ নিয়েও জট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হতে পারে সুপার কাপ। শোনা যাচ্ছে এমন কথা। কিন্তু সেখানেও রয়েছে নানা জট। সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত ফুটবল শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। নতুন বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারী নেওয়ার জন্যও টেন্ডার ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে। তবে নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গী বেছে নেওয়ার পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করতে খুব কম করে হলেও ডিসেম্বর হয়তো হয়েই যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগেই এআইএফএফ সুপার কাপ করতে চায়। মোটামুটিভাবে অক্টোবরের মাঝামাঝিই সেটা সম্ভব হতে পারে। যদিও বেশ কিছু আইএসএল ক্লাব এখনও রাজি নয় এই টুর্নামেন্টে খেলতে। কারণ এখনও ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি থেকে দলগঠন, সবকিছুই থমকে।

সুপার কাপে দল নামাতে গেলে যতটুকু প্রস্তুতি প্রয়োজন, তাও বেশিরভাগ ক্লাবেরই নেই। বিশেষ করে কেরালা ব্লাস্টার্স, হায়দরাবাদ এফসি-র মতো দলগুলি একেবারেই কাজকর্ম বন্ধ করে বসে আছে। এমনকি টেলিভিশন রাইটস থেকে পাওয়া আর্থিক নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত না হলে তারা কাজ এগোবে না, এমন কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়া অক্টোবরের ২২ তারিখ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়ার এসিএল-২-এর ম্যাচ আছে। তারও আগে ৯ ও ১৪ অক্টোবর আছে ভারতীয় দলের সিঙ্গাপুর ম্যাচ। ফলে ২২ তারিখের আগে কোনওভাবেই সুপার কাপ হওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। ফেডারেশনের তরফেও অবশ্য আপাতত এই নিয়ে মুখে কুলুপ। বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারী নেওয়ার ব্যাপারে এখনও কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি। নিজেদের অভ্যন্তরীণ কাজ মিটিয়ে কবে আবার সত্যিই ফুটবল শুরু হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

প্লে-অফে গেলেও প্রশ্নের মুখে স্ট্রাইকিং লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : কাফা নেশনস কাপের প্লে-অফে পৌঁছানোর পর ভারতের গোলস্কোরারের অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানকে ২-১ গোলে হারানো এবং শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ের ফলে কাফা নেশনস কাপের তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্ণায়ক ম্যাচ খেলার সুযোগ এসে গিয়েছে ভারতের সামনে। সেই অর্থে বলতে গেলে, দায়িত্ব নিয়ে প্রথম টুর্নামেন্টেই কিছুটা হলেও ভারতীয় ফুটবলকে সাফল্যের মুখ দেখাতে পেরেছেন খালিদ জামিল। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর গ্রুপ 'এ' থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠে আসা ওমানের বিপক্ষে এই প্লে-অফ ম্যাচ খেলবে ভারত। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, লম্বা সময় ভারতের গোল না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে। দিন কয়েক আগেই এফসি গোয়া এসিএল-২-এর বাছাইপর্বে ওমানের আল সিবকে হারায়। আগেও ওমানের বিপক্ষে ভারতীয় দলের বহুবার ড্র বা জয়ের রেকর্ড আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আদৌ সেটা সম্ভব কিনা, সেই প্রশ্নই তুলছেন বিশেষজ্ঞরা। গত মার্চে মালদ্বীপকে শিলংয়ে ৩-০ গোলে হারানোর পর ভারতীয় দল আর একটি মাত্র ম্যাচেই গোল পেয়েছে। আর সেটা হল এই কাফা নেশনস কাপের প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে। ওই ম্যাচের দুই গোলই করেন দুজন ডিফেন্ডার, আনোয়ার আলি ও সন্দেশ ঝিংগান।

কাফা নেশনস কাপে এখনও পর্যন্ত আপফ্রন্টে প্রভাবিত করতে পারেননি আশিক কুরুনিয়ানরা।

ফলে লম্বা সময় ধরে ভারতের গোল না পাওয়া বা গোল করার মতো ফুটবলারের অভাব কিন্তু বাস্তবিকই বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, বিক্রম প্রতাপ সিং থেকে খালিদের আমলে টানা তিন ম্যাচে সুযোগ পাওয়া ইরফান ইয়াদওয়াদ, কেউই কিন্তু আশা জাগাতে পারছেন না। একটা সময়ে ইগর স্টিমাক এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলে কর্তাদের বিরাগভাজন হয়েছেন। আইএসএল থেকে আই লিগ, সব লিগেই এখন বিদেশি স্ট্রাইকারদের রমরমা। যার জেরে সুযোগ পান না ভারতীয় স্ট্রাইকাররা। বেশিরভাগই হয় উইং হাফ অথবা খুব বেশি হলে নম্বর ১০ হিসাবে খেলেন। ফলে স্ট্রাইকার তৈরি হচ্ছে না দেশে। যাঁরা আছেন, তাঁদেরও বেশিরভাগেরই জায়গা রিজার্ভ বেঞ্চে। তাই যতই ভারতীয় দল কাফা নেশনস কাপের প্লে-অফে পৌঁছাক না কেন, স্ট্রাইকিং লাইন নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই গেল।

'এ' দলের সিরিজে নেতৃত্বে শ্রেয়স

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর : নাকের বদলে নরুন। শ্রেয়স আইয়ারের বিষয়টা অনেকটা সেইরকমই। সাদা বলের ফরম্যাটে ধারাবাহিক সাফল্যের পরও এশিয়া কাপের দলে জায়গা হয়নি। শ্রেয়সের বাদ পড়া নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে নির্বাচক কমিটি। সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে লাল বলের ফরম্যাটে অধিনায়কত্বের গুরুভার! চলতি মাসের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল দুইটি বেসরকারি টেস্ট খেলতে ভারতে পা রাখবে। যে সিরিজে ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক হলেন শ্রেয়স!

লখনউতে দুইটি বেসরকারি টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। এদিন যে সিরিজের দল বেছে নিয়েছেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। যেখানে বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণকে সরিয়ে নেতৃত্বে শ্রেয়স। সহ অধিনায়ক উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেল। ঘোষিত দলে বেশ কিছু নতুন চমক যেমন রয়েছে, তেমনই রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের অনুপস্থিতি নজর কাড়ছে।

চলতি দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে দাপুটে সেঞ্চুরি করেছেন রুতুরাজ। কনুইয়ের চোট কাটিয়ে রুতুরাজের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটলেও নির্বাচকদের ভাবনায় গুরুত্ব পাননি। একই হাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়ক রজত পাতিদারের ক্ষেত্রে। দেবদত্ত পাডিক্কাল, হর্ষ দুবে, আয়ুষ বাদোনিরা ১৫ জনের দলে থাকলেও রুতুরাজ-পাতিদাররা সেই ব্রাত্য।

হাঁটুর চোট সারিয়ে নীতীশকুমার রেড্ডি ফিরছেন। ঘোষিত ১৫ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম লোকেশ রাহুল ও মহম্মদ সিরাজ (দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য)। অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ রয়েছে। লোকেশরা যার প্রস্তুতি সারবেন 'এ' সিরিজে। প্রথম ম্যাচ শুরু হবে ১৬ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে। বেসরকারি টেস্ট সিরিজের পর দুই দেশের 'এ' দল কানপুরে মুখোমুখি হবে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে।

ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা প্রসিধ কৃষ্ণা, বি সাই সুদর্শন রয়েছেন ঘোষিত দলে। দলীপে গতকাল ১৯৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলা নারায়ণ জগদীশানও ডাক পেয়েছেন 'এ' সিরিজে। বলার কথা, ইংল্যান্ড সফরে শেষ টেস্টে ব্যাকআপ হিসেবে ছিলেন জগদীশান। ঘুরে-ফিরে আলোচনার কেন্দ্রে শ্রেয়স। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভাইজাগে শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন। 'এ' দলের অধিনায়কত্ব পাওয়া ২ অক্টোবর শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে শ্রেয়সের টেস্ট প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উসকে দিচ্ছে।

রুতুরাজ ফের ব্রাত্যদের দলেই

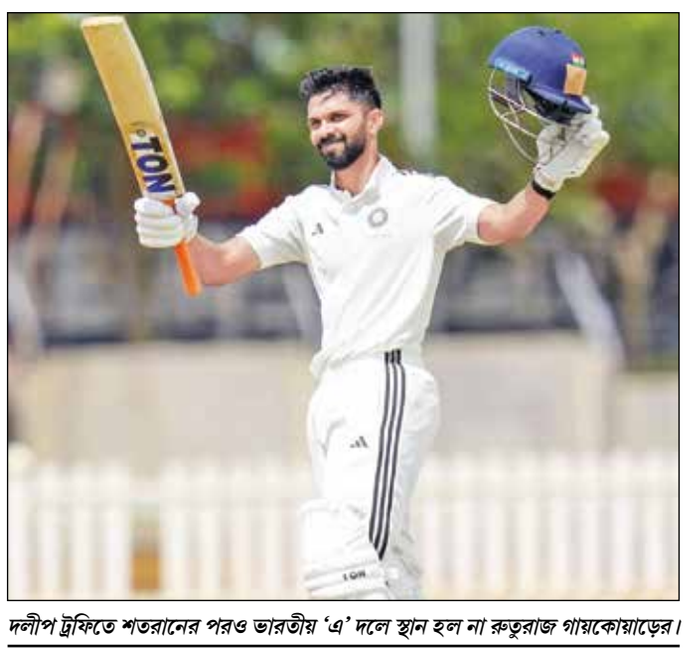

দলীপ ট্রফিতে শতরানের পরও ভারতীয় 'এ' দলে স্থান হল না রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের।

ভারত 'এ' দল : শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), অভিমন্যু ঈশ্বরণ, নারায়ণ জগদীশান (উইকেটকিপার), বি সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল (সহ অধিনায়ক, উইকেটকিপার), দেবদত্ত পাডিক্কাল, হর্ষ দুবে, আয়ুষ বাদোনি, নীতীশ কুমার রেড্ডি, তনুশ কোটিয়ান, প্রসিধ কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রার, খলিল আহমেদ, মানব সুথার, যশ ঠাকুর, লোকেশ রাহুল (দ্বিতীয় ম্যাচ), মহম্মদ সিরাজ (দ্বিতীয় ম্যাচ)।

দুর্ঘটনার কবলে এনরিকে

প্যারিস, ৬ সেপ্টেম্বর : সাইকেল চালাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন প্যারিস সাঁ জাঁ কোচ লুইস এনরিকে।

শুক্রবার সাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে কলার বোন ভেঙে যায় এনরিকের। দ্রুত তাঁর অস্ত্রোপচার করা হবে। পিএসজি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা এনরিকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত বাকি তথ্য পরে জানানো হবে।' তবে এনরিকের দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটেছে, সেই সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি।

লিগ ওয়ানে পিএসজি-র পরবর্তী ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর লেন্সের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে ডাগআউটে এনরিকে থাকবেন কি না, সেটা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার শুরু সুপার সিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের খেলা শুরু করতে চলেছে আইএফএ। শনিবার আইএফএ গভর্নিং বডির সভায় প্রিমিয়ার ডিভিশনের লিগ সাব-কমিটি, শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সহ একাধিক কমিটি তৈরি করা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর প্রিমিয়ার ডিভিশনের লিগ সাব-কমিটির বৈঠক। ওইদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-মেসারার্স ও ডায়মন্ড হারবার এফসি-সাদার্ন সমিতি ম্যাচের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, '১১ তারিখ থেকে সুপার সিক্সের খেলা শুরু করতে চাইছি। পুজোর আগে লিগ শেষ করা লক্ষ্য।'

সন্দেশের ফিরতে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : একদিন আগেই নিজের দ্রুত মাঠে ফেরার কথা জানান। কিন্তু তিনি যতটা তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন তেমনটা হচ্ছে না। সন্দেশ ঝিঙ্গানের মাঠে ফিরতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগবে বলে তাঁর মেডিকেল টিম জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ঘরের মাঠে আল জাওরার বিপক্ষে এসিএল-২'এর প্রথম ম্যাচে নেই সন্দেশ।

৭ গোল বাংলার

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মহিলাদের জাতীয় ফুটবলের প্রথম ম্যাচে বড় জয় বাংলার। তারা ৭-০ গোলে হারিয়েছে মেঘালয়কে। হ্যাটট্রিক করেন সুলঞ্জনা রাউল। উত্তরবঙ্গের সুস্মিতা লেপচা একটি গোল করেন। এছাড়াও রিম্পা হালদার, মৌসুমি মুর্মু ও মমতা হাঁসদা একটি করে গোল করেছেন।

রানের পাহাড়ে মধ্যাঞ্চল, চাপে উত্তরাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে রানের পাহাড় গড়েছে মধ্যাঞ্চল। শনিবার প্রথম ইনিংসে ২ উইকেটে ২২৯ রান নিয়ে খেলতে নামে রজত পাতিদাররা। সারাদিন ব্যাট করে তাদের সংগ্রহ ৮ উইকেটে ৫৫৬ রান। উপেন্দ্র যাদব ৮৭ ও হর্ষ দুবে ৭৫ রান করেন। আপাতত পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ১১৮ রানের লিড নিয়ে ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার করে ফেলেছে মধ্যাঞ্চল। শেষদিনে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ফাইনালের টিকিট পেতে চলেছেন রজতরা।

অপর সেমিফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে চাপে উত্তরাঞ্চল। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ২৭৮ রান। ওপেনার শুভম খাজুরিয়া ১২৮ রান করে অপরাজিত রয়েছেন। বল হাতে পাঁচ উইকেট নেওয়া নিশান্ত সিন্ধু (৮২) ব্যাটিংয়েও সফল। গুরজাপনিত সিং নিয়েছেন ৩ উইকেট। প্রথম ইনিংসে এখনও ২৫৮ রানে পিছিয়ে উত্তরাঞ্চল। শেষদিনে এই ব্যবধান তারা ঘোচাতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

বিশ্বকাপে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কটের পথে পাকিস্তান

লাহোর, ৬ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পালটা মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ।

ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করতে চলেছে পাকিস্তান মহিলা দল। ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। ম্যাচের আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সংগীত পরিবেশন করবেন বঙ্গ-তনয়া শ্রেয়া ঘোষাল। হাজির থাকার কথা অংশগ্রহণকারী দলগুলির অধিনায়ক বা প্রতিনিধিদের। সূত্রের খবর, যে অনুষ্ঠান বয়কট করছে পাকিস্তান।

মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপ

পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একইভাবে পাকিস্তানকে বয়কট করেছিল ভারতীয় দল। আসন্ন মহিলা বিশ্বকাপে পালটা হিসেবে সেই বয়কটের রাস্তায় হাঁটছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে মহিলা বিশ্বকাপে ভারতে কোনও ম্যাচ খেলবে না সানা ফতিমার নেতৃত্বাধীন পাক ব্রিগেড। শ্রীলঙ্কার প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে গ্রুপ লিগের সমস্ত ম্যাচ খেলবে তাঁরা।

২৮ সেপ্টেম্বরই বোর্ডের এজিএম

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের ফাইনাল হবে দুবাইয়ে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর। সেই দিনই মুম্বইয়ে হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, এশিয়া কাপ ফাইনালের দিনটাকে বাদ দিয়ে হবে বিসিসিআইয়ের এজিএম। বোর্ডের অন্দরে নিয়মিত বদলে চলা সমীকরণে বদলে গেল আগের ভাবনা। আজ বিসিসিআইয়ের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর হবে এজিএম। দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে সরকারিভাবে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।

মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সদর দপ্তরে বেলা সাড়ে এগারোটায় শুরু হবে ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে সভাপতি, সচিব, সহ সচিব, কোষাধ্যক্ষ, সহ সভাপতিদের বেছে নেওয়া হবে। বিসিসিআই এজিএমে নির্বাচনের সম্ভাবনা রাত পর্যন্ত নেই। তবে ভারতীয় ক্রিকেট রাজনীতির নিয়ম মেনে 'পাশা পলট নে মে দের নেহি লাগতা।' জানা গিয়েছে, লোধা আইন মেনেই হবে বোর্ডের এজিএম।

বয়স ৭০ পার হওয়ার কারণে রজার বিনি আগেই সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিসিসিআই অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসেবে আপাতত দায়িত্ব পালন করছেন সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। তিনিই আগামীর পূর্ণ সময়ের সভাপতি হিসেবে থাকবেন, নাকি অন্য কাউকে নিয়ে আসা হবে, তা নিয়ে রয়েছে প্রবল আগ্রহ। দিন দুয়েক আগে রাতের দিকে জানা গিয়েছিল, ভারতের সর্বকালের অন্যতম ও অত্যন্ত প্রভাবশালী এক ক্রিকেটার (হয়তো শচীন তেন্ডুলকার) বোর্ড সভাপতির পদে আসতে পারেন। শেষপর্যন্ত এমন ঘটনা ঘটবে কিনা, স্পষ্ট নয়। সচিব পদে অসমের দেবজিৎ শইকিয়ার থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কোষাধ্যক্ষ ও সহ সচিব পদে প্রভতেজ সিং ভাটিয়া ও রোহন দেশাইয়ের থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সহ সভাপতি পদ নিয়ে রয়েছে জটিলতা। রাজীব শুক্লার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে রয়েছে কে শেষপর্যন্ত হবেন বোর্ডের সহ সভাপতি। রাতের দিকে মুম্বই থেকে বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, রাজীবকে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধানের পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ সিং ধুমল ও বোর্ডের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধ চৌধুরীর দিকেও নজর রয়েছে ক্রিকেটমহলের। তাঁরাও বড় পদে আসতে পারেন, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। নজর রয়েছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়ার দিকেও। বোর্ড রাজনীতির নানা সমীকরণের মধ্যে অবশ্য একটা বিষয় এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। দেশে ক্রীড়া বিল ইতিমধ্যেই আইনে পরিণত হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর লোধা আইন মেনে এজিএম হয়ে যাওয়ার পর ক্রীড়া বিল মেনে কয়েক মাস পর ফের বার্ষিক সাধারণ সভা হবে কিনা, তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই আপাতত। শেষপর্যন্ত ক্রীড়া বিলের প্রভাব ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে ঠিক কবে ও কীভাবে পড়বে, সেটাই এখন দেখার।

জিতেশ বনাম সঞ্জু নিয়ে দোলাচল

দুবাই, ৬ সেপ্টেম্বর : দলের পরিবেশ এতটাই ভালো যে, সবসময়ই খুব মজা পাই। আজ মাঠে প্রবেশের সময়ই মনে হল, উই আর ব্যাক। একজন কোচ সবসময় তার দলের ক্রিকেটারদের বলে থাকে, যখনই সুযোগ পাবে সেরাটা দিয়ে

'নতুন কিছু' করে দেখানোর আহ্বান কোচ গম্ভীরের

নতুন কিছু করার চেষ্টা করবে।

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই মঙ্গলবার থেকে থেকে দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। বুধবার মাঠে নামছে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। তার আগে গতকাল থেকে দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় দলের অনুশীলন। গতকালের পর আজও স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত অনুশীলন করেছে টিম ইন্ডিয়া। আর অনুশীলন শুরুর আগে টিম হার্ডলে কোচ গৌতম গম্ভীরের আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ চাগিয়ে দিয়েছে পুরো দলকে। 'নতুন কিছু করে দেখানোর' লক্ষ্যে কোচ গম্ভীরের আহ্বান টিম ইন্ডিয়াকে এশিয়া কাপে কোন পথে নিয়ে যায়, সময় তার জবাব দেবে।

তার আগে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের অভিযান শুরুর আগে কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকে কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যার মধ্যে অন্যতম হল, প্রথম একাদশে উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে সঞ্জু স্যামসন নাকি জিতেশ শর্মা, কে খেলবেন। গতকালের পর আজও ভারতীয় দলের অনুশীলনে দুইজনকেই সক্রিয়ভাবে দেখা গিয়েছে। যদিও ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, সঞ্জুর সম্ভাবনা কম। অভিষেক শর্মার সঙ্গে শুভমান গিল ইনিংস ওপেন করবেন। আর জিতেশ ফিনিশারের ভূমিকা নেবেন সাত বা আট নম্বরে। সঞ্জুকে প্রথম একাদশে রাখলে তাঁকে দিয়ে ওপেন করাতেই হবে। সেই কারণেই ভারতীয় দলের অন্দরে এমন ভাবনা ঘুরছে বলে খবর।

অনুশীলনের পথে শুভমান গিল।

দুবাইয়ে এখন বেশ গরম। সেই গরমের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। মরুদেশে পা রাখার পর ভারতীয় দলের জার্সিতে স্পনসর না থাকা নিয়ে যেমন আলোচনা চলছে, তেমনই আলোচনা শুরু হয়েছে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও অধিনায়ক সূর্যকুমারকে নিয়ে। দুইজনই মরুদেশে পৌঁছানোর পর নতুন চুলের ছাঁটে আবির্ভূত হয়েছেন। বদলে ফেলেছেন চুলের রংও। মাথার চুলের রংয়ের এমন বদল এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্যও বদলে দেবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে অধিনায়ক সূর্যকুমার বলেছেন, 'আমাদের দলটা দুর্দান্ত। সব বিভাগে দারুণ সব ক্রিকেটার রয়েছে। এই দলের দিকে তাকালে অজান্তেই হাসি চলে আসে মুখে।' এক বছরেরও বেশি সময় পর সহ অধিনায়ক হয়ে টি২০ স্কোয়াডে ফেরা শুভমান জানিয়েছেন, তিনি মাঠে নামার জন্য ছটফট করছেন। শুভমানের কথায়, 'মাঠে নামার জন্য উত্তেজিত হয়ে রয়েছি আমি। দুর্দান্ত একটা টি২০ দলের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।'

জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও রয়েছে জল্পনা। বিলেত সফরে তিনি বাছাই করে তিনটি টেস্ট খেলেছিলেন। প্রশ্ন হল, দুবাইয়ে এশিয়া কাপের আসরে বুমরাহ কতগুলি ম্যাচ খেলবেন? আপাতত এই প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। যদিও গতকালের পর আজও বুমরাহকে ভারতীয় দলের নেটে পুরো রানআপে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথা বলেছেন বুমরাহ। সবমিলিয়ে বুধবার থেকে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে এশিয়া কাপ অভিযান শুরুর দিন গুনতে শুরু করেছেন শুভমানরা।

ফাইনালে উঠে পরস্পরকে অভিনন্দন ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়দের।

এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত

রাজগির, ৬ সেপ্টেম্বর : হকি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন থেকে ভারত আর এক ম্যাচ দূরে। রবিবার এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে কোরিয়াকে হারালেই ট্রফির সঙ্গে লক্ষ্যপূরণও করে ফেলবে হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বাধীন দল। শনিবার সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে তারা ৭-০ গোলে চূর্ণ করেছে চিনকে। গ্রুপ লিগের ম্যাচ চিন হেরে গেলেও ভারতকে তিন গোল ফিরিয়ে দিয়েছিল।

৭ গোল চিনকে

এদিন ভারতীয় দলের আক্রমণাত্মক হকির সামনে তারা শুরু থেকেই কোণঠাসা হয়ে যায়। ৪ মিনিটে শিলানন্দ লাকরার গোলে ভারত এগিয়ে যায়। এর ৩ মিনিট পর ভারত পেনাল্টি কর্নার পেলে হরমনপ্রীতের শট প্রাথমিকভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল চিন। কিন্তু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা দিলপ্রীত সিং গোল করে ভারতকে ২-০ এগিয়ে দেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ভারতকে তৃতীয় গোলটি এনে দেন মনদীপ সিং। তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারত করে আরও দুইটি গোল। রাজকুমার পাল ও সুখজিৎ সিং স্কোরকার্ডে নাম তোলেন। ৪৬ ও ৫০ মিনিটে অভিষেকের জোড়া গোল চিনের লজ্জা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ভারত চলতি এশিয়া কাপে একমাত্র গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়ার বিরুদ্ধে জয় পায়নি। একাধিক সুযোগ নষ্ট করে ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র রাখে।

থুতু ছিটিয়ে ৬ ম্যাচ নির্বাসিত সুয়ারেজ

মায়ামি, ৬ সেপ্টেম্বর : লিগস কাপের ফাইনালের শেষে সিয়াটেল সাউন্ডার্সের এক কোচিং স্টাফকে থুতু ছিটিয়ে ছিলেন ইন্টার মায়ামির লুইস সুয়ারেজ। যার জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজকরা তাঁকে ৬ ম্যাচের নির্বাসন দিয়েছে। ০-৩ গোলে ইন্টার মায়ামির হারের পর সুয়ারেজের সতীর্থ সের্জিও বুস্কেটস সাউন্ডার্সের ওবেদ ভাগাসকে ঘুসি মারেন। ২ ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে তাঁকে। ফাইনালের শেষে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের ফুটবলাররা। এই জন্য মায়ামির টমাস আভিলেস ও সাউন্ডার্সের কোচিং স্টাফ স্টিভেন লেনহার্টকে যথাক্রমে ৩ এবং ৫ ম্যাচের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের তরফে বলা হয়েছে, 'চারজনকেই নির্বাসন ছাড়া আর্থিক জরিমানা করা হল। লিগস কাপের নিয়ম অনুযায়ী যা কার্যকর হবে। চাইলে মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষও সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে।'

থুতু কাণ্ডে অনুতপ্ত সুয়ারেজ ফাইনাল শেষেই সামাজিক মাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'খেলার উত্তেজনায় যা হয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। আমার প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল না। আমি ভুল করেছি ও আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।'

অনুশীলন শুরুর আগে ওয়ার্ম আপে সূর্যকুমার যাদব।

এশীয় সেরার যুদ্ধে রাহানের বাজি সূর্য

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর : ছন্দেই রয়েছে ভারতীয় টি২০ দল।

রোহিত শর্মার থেকে নেতৃত্বের ব্যাটন সূর্যকুমার যাদবের হাতে গেলেও ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। যদিও ইদানীং সূর্যের ব্যাটে চেনা তেজ কিছুটা উধাও। গত কয়েকটা সিরিজে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না ভারতীয় দলের 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি'। যদিও আজিঙ্কা রাহানের বাজি সেই সূর্যই। বিশ্বাস, এশিয়া কাপ হতে চলেছে স্কাইয়ের।

রাহানের মতে, গত টি২০ সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যর্থতা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। আইপিএলে ৭১৭ রান করে সমস্ত সংশয় দূর করে দিয়েছেন সূর্য। দাপটটা এশীয় সেরার যুদ্ধেও বজায় থাকবে বলেই মনে করেন সূর্যের মুম্বই রনজি ট্রফি দলের সতীর্থ রাহানে। তিনি বলেছেন, 'ইংল্যান্ড সিরিজ ভালো যায়নি ওর। তবে আইপিএলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি সহ লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান স্কোরারও।'

অস্ট্রোপচারের পর মাঠে ফিরবেন সরাসরি এশিয়া কাপে। ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে থাকার বাড়তি চ্যালেঞ্জও থাকবে। সঙ্গে নেতৃত্বের ভার। বলার কথা, অধিনায়ক হওয়ার পর ব্যাটার সূর্যের পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নমুখী। ১৫টি ম্যাচে মাত্র ২৫৮ রান। ব্যাটিং গড় ১৯-এরও কম, যা সূর্যকুমারসুলভ নয়।

রাহানে অবশ্য আস্থা রাখছেন সূর্যের ওপর। পালটা দাবি, এশিয়া কাপের মতো টুর্নামেন্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব ভালো খেলার রসদ জোগাবে। বলেছেন, 'আমরা জানি সূর্য কতটা বিপজ্জনক টি২০ ফরম্যাটে। এখন দেখার অস্ট্রোপচারের পর ওর ফেরা কতটা দাপটের সঙ্গে হয়। অধিনায়কের দায়িত্বও বেশ ভালোভাবে সামলাচ্ছে ও। অত্যন্ত সক্রিয়। অতীতে সাফল্য পেয়েছে। তবে আমার ধারণা, এশিয়া কাপে সবার চোখ থাকবে ব্যাটার সূর্যর দিকে।' ২০২২ সালে শেষ এশিয়া কাপে মোটামুটি সফল। পাঁচ ম্যাচে ৩৪.৭৪ গড়ে ১৩৯ রান করেন। স্ট্রাইক রেট ১৬৩.৫২। হংকংয়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ অপরাজিত ৬৮। এবার? রাহানের আস্থা, সমর্থকদের প্রত্যাশা মেটাতে পারেন কি না সূর্য, এখন সেটাই দেখার।

বরুণ নয়, প্রথম পছন্দ কুলদীপ

বাড়তি বোলার খেলাও, পরামর্শ গাভাসকারের

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর : মাঝে আর তিনদিন।

১০ সেপ্টেম্বর দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের অভিযান শুরু করবে ভারত। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই দল দুবাইয়ে পা রেখেছে। চলছে শেষ তুলির টান দেওয়ার কাজ। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবদের উদ্দেশে টিম কম্বিনেশন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ভাসিয়ে দিলেন সুনীল গাভাসকার।

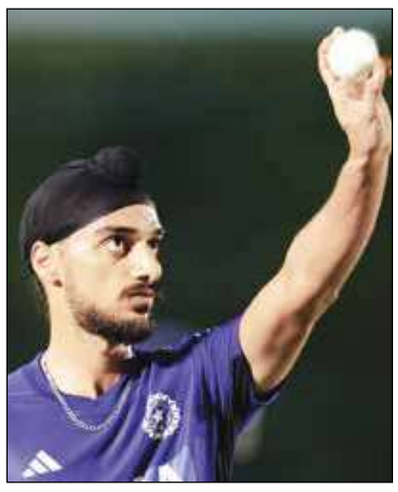
দুবাইয়ে প্রস্তুতির মাঝে অর্শদীপ সিং।

কুলদীপ যাদব নাকি বরুণ চক্রবর্তী? উইনিং কম্বিনেশন কীরকম হওয়া উচিত? প্রশ্নগুলির উত্তর নিজেই সাজিয়ে দিলেন গম্ভীরদের জন্য। গাভাসকার বলেছেন, 'বাঁহাতি ব্যাটার, যে চারটে ওভার করে দিতে পারবে, এই ভাবনায় অক্ষর প্যাটেল সম্ভবত খেলবে। ফলে রিঙ্কু সিং, শিবম দুবেদের সুযোগের অপেক্ষা কিছুটা লম্বা হবে। আমার ধারণা ব্যাটিং গভীরতা গুরুত্ব পেলেও বোলিং নিয়ে সমঝোতা হবে না। কুলদীপ আটে। ৯, ১০, ১১ পজিশনে তিন পেসার।'

গাভাসকারের যুক্তি, তিন বিশেষজ্ঞ পেসারের সঙ্গে পেস-অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়া থাকবেন। ফলে হাতে চারজন পেস বিকল্প। একইভাবে স্পিনার অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল থাকার ফলে কুলদীপের সঙ্গে বাড়তি স্পিন অস্ত্রের সুবিধা পাবেন সূর্যরা। ফলে একজন মার খেলে ব্যাক-আপ বোলাররা পরিস্থিতি সামলে দিতে পারবেন।

জসপ্রীত বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না বলে মনে করেন গাভাসকার। বলেছেন, 'এশিয়া কাপের ম্যাচে সর্বাধিক ৪ ওভার করতে পারবে। তাও টানা চার ওভার করার দরকার পড়বে না। ফলে গোটা টুর্নামেন্টে বুমরাহর খেলতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বলতে চাইছি, ওয়ার্কলোড পথের কাঁটা হবে না। ম্যাচে ৪ ওভার বোলিং সামলে নেবে।'

বুমরাহর সঙ্গী কারা হবেন, তাও বেছে দিচ্ছেন গাভাসকার। টি২০ ফর্ম্যাটে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক উইকেটশিকারি অর্শদীপ সিং অটোমেটিক চয়েস। মহম্মদ সিরাজ, মহম্মদ সামি, প্রসিধ কৃষ্ণারা নেই। ফলে তৃতীয় পেসার হিসেবে হর্ষিত রানাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন কিংবদন্তি।

ব্যাটিং বিভাগে সতর্ক করছেন সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে। যুক্তি, টিম ম্যানেজমেন্ট যদি সঞ্জুকে দলের 'কোর গ্রুপ'-এর একজন মনে করে, তাহলে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখা কঠিন। অভিষেক শর্মা-শুভমান গিলের ওপেনিং জুটির পর তিন নম্বর স্থান তুলে রাখছেন সঞ্জুর জন্য। ফিনিশার হিসেবে জিতেশ শর্মাকে প্রথম একাদশে অনেকে গুরুত্ব দিলেও, সানির মতে সঞ্জুর মতো খেলোয়াড়কে দলে নিয়ে বসিয়ে রাখলে ভুল হবে। ৫-৬ নম্বরে নেমে ফিনিশারের দায়িত্ব সেক্ষেত্রে সামলাবেন তিলক ভার্মা। ভরসা জোগাতে মিডল অর্ডারে থাকছেন ব্যাটার হার্দিকও। এখন দেখার গাভাসকারের সঙ্গে কতটা মেলে গম্ভীরদের ভাবনা। কিংবা গম্ভীররা কতটা গুরুত্ব দেন প্রাক্তনের পরামর্শকে।

মেসিকে টপকালেন রোনাল্ডো

আর্মেনিয়া-০ পর্তুগাল-৫
ইংল্যান্ড-২ অ্যান্ডোরা-০

ইয়েরেভান (আর্মেনিয়া) ও বার্মিংহাম, ৬ সেপ্টেম্বর : লিওনেল মেসিকে টেক্কা দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে সবাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় দুই নম্বরে উঠে এসেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। শনিবার আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোলের সুবাদে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৩৮টি গোল হয়ে গেল তাঁর। এদিন মাঠে নামার আগে ৩৬টি গোল করে মেসির সঙ্গে একই বিন্দুতে ছিলেন তিনি। তবে মেসি যেখানে ৭২ ম্যাচ নিয়েছিলেন সেখানে ৪৮তম ম্যাচেই তাঁকে পেরিয়ে গেলেন রোনাল্ডো। তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজ। ৪৭ ম্যাচে তিনি গোল করেছেন ৩৯টি।

এদিন পর্তুগাল ৫-০ গোলে হারিয়েছে আর্মেনিয়াকে। ১০ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের গোলে তারা এগিয়ে যায়। এরপর ২১ ও ৪৬ মিনিটে আসে রোনাল্ডোর জোড়া গোল। মাঝে ৩২ মিনিটে জোয়াও ক্যান্সেলো একটি গোল করেন। ৬২ মিনিটে পর্তুগালের পঞ্চম গোলটি করেন ফেলিক্স। গ্রুপ 'এফ'-এ পর্তুগালের এটাই ছিল প্রথম ম্যাচ।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ইংল্যান্ড ২-০ গোলে জিতেছে দুর্বল অ্যান্ডোরার বিরুদ্ধে। ম্যাচে ৮৩ শতাংশ বল পজেশন ধরে রাখলেও টমাস টুচেলের দলের খেলা সমর্থকদের খুব একটা আশ্বস্ত করতে পারেনি। শুরু থেকেই মার্কাস র‍্যাশফোর্ড মাঠে নামার সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি তা। তবে গ্রুপ 'কে'-তে ৪ ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ড অল উইন রেকর্ড ধরে রাখল। ২৫ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান গার্সিয়া গঞ্জালেজের আত্মঘাতী গোলে তারা এগিয়ে যায়। ৬৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ডেকলান রাইস।

ঘিরে ধরেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোল করা আটকাতে পারল না আর্মেনিয়া। ইয়েরেভানে শনিবার।

লড়াই করেও হার অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতের

কাতার-২ (আল হাসমি, আল সারসানি) ভারত-১ (সুহেল)

দোহা, ৬ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-২৩ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে কাতারের কাছে ২-১ গোলে হারল ভারত। শনিবার শক্তিশালী কাতারের বিপক্ষে ম্যাচের শুরু থেকে চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে থাকে ভারতীয় দল। এমনকি ভাগ্য ভালো থাকলে দশ মিনিটের মধ্যে লিড নিতে পারত তারা। বদলে ম্যাচের ১৮ মিনিটে এগিয়ে যায় কাতার। আল শালশানির কর্নার থেকে গোল করেন আল হাসমি মহিয়ালদিন। ৫২ মিনিটে ভারতকে সমতায় ফেরান মহম্মদ সুহেল। মহম্মদ সানানের দুরন্ত ক্রস থেকে গোল করে যান কেরলের এই স্ট্রাইকার। ৬৭ মিনিটে বক্সের মধ্যে পরমবীর ফাউল করেন তামির ইব্রাহিমকে। রেফারি পেনাল্টি দেওয়ার পাশাপাশি পরমবীরকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে লাল কার্ড দেখান। ফলে বাকি সময় ভারতকে দশজনে খেলতে হয়। পেনাল্টি থেকে গোল করেন কাতারের আল সারসানি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

21.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 79A 54315 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার এই সুন্দর মুহূর্তটির জন্য আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো। এটি আমার কল্পনারও বাইরে এবং এর জন্য আমি অত্যন্ত খুশি। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা আকালু বর্মণ - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ইউওয়াইএসএফ এশিয়া প্যাসিফিক যোগায় প্রথম হওয়ার পর চন্দ্রা।

মালয়েশিয়ায় প্রথম চন্দ্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : মালয়েশিয়ায় ইউওয়াইএসএফ এশিয়া প্যাসিফিক যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম হয়েছেন চন্দ্রা মল্লিক। চল্লিশোর্ধ মহিলাদের আর্টিস্টিক যোগায় নেমেছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার চন্দ্রা।

সেমিতে হার তরাই মর্নিংয়ের

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : অশোকপ্রসাদ রায় মেমোরিয়াল অনূর্ধ্ব-১৭ নক আউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাকাডেমি। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৪-০ গোলে শিলিগুড়ির ডিএসইউ তরাই মর্নিং সকার ক্লাবকে হারিয়েছে। ওয়েলফেয়ারের গোল করে হিরণ রায়, মনোজ রায়, জ্যোতির্ময় রায় ও ম্যাচের সেরা সূর্য রায়।

নব মিতালির ফুটবল আজ

মানিকগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : কাঠের ব্রিজ কৃষি বাগান নব মিতালি সংঘের এক দিনের ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে রবিবার। ক্লাবের নিজস্ব মাঠে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করবে।

সিএবি-র পুরস্কার লোকোজিৎকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : লোকোজিৎ দে-কে শনিবার সেরা প্রতিশ্রুতিবান আম্পায়ারের পুরস্কার দিল সিএবি। কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ তিওয়ারি, লক্ষ্মীরতন শুক্লার উপস্থিতিতে প্রধাননগরের লোকোজিতের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইপিএলে আম্পায়ারিং করা অভিজিৎ ভট্টাচার্য। শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য লোকোজিতের সম্মানপ্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ক্রিকেট সচিব স্বস্তিক সাহা।

অভিজিৎ ভট্টাচার্যের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন লোকোজিৎ দে।